সূচী-পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
জন্ম-কথা	১
গৃহ-ত্যাগ	৫
পরীক্ষা-প্রসঙ্গ	১০
"ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং"	১৮
ফুলিয়া প্রত্যাগমন	৩১
বিতর্ক	৩৬
"যবনের" ব্রাহ্মণ শিষ্য	৩৮
অদ্বৈত-সম্মিলন	৪০
শিক্ষা ও দীক্ষা	৪৩
তত্ত্ব-বিচার	৪৮
নাম-মাহাত্ম্য	৫২
নামে-প্রেম	৫৫
শান্তিপুরে	৬৩
হরিদাসের প্রভাব	৬৭
ভগবান ভক্তির বশ	৭০
নবদ্বীপে	৮০
নীলাচলে	৮৬
হরিদাস ও রূপ-সনাতন	৯২
কৃষ্ণ-কথা	৯৭
নির্য্যাণ	১০০
মহোৎসব	১০৫
উপসংহার—প্রায়শ্চিত্ত	১০৯



উৎসর্গ ।

পরম আরাধ্যতম

মদীশ্বর

শ্রীশ্রীমৎ প্রভু

শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী

মহোদয়ের

শ্রীশ্রীকরকমলে

এই গ্রন্থ

পরম শ্রদ্ধা সহকারে

উৎসর্গীকৃত

হইল।



মঙ্গলাচরণ।

(প্রার্থনা ও অভিলাষ।)

প্রভো!

যে তোমারে চায়, সত্য সত্য পায়,
ভাগ্যবান সেই জন।
দুর্ব্বার এ মন, তোমার স্মরণ,
করে নাক অনুক্ষণ॥
আমার ভরসা, নিরাশার আশা,
তব দয়াময় নাম।
অধম জানিয়া, কৃপা বিতরিয়া,
উদ্ধারহ গুণধাম॥
মোটে না চাহিবে! তাও কি হইবে?
দয়াল ঠাকুর তুমি।
জীবন যৌবন, সব সমর্পণ,
ও পদে করেছি আমি॥
যাব কার কাছে? কে আমার আছে,
এ তিন ভুবন-মাঝে।
সর্ব্বস্ব আমার, নিধি করুণার,
দেহ এ চরণ রজে॥

নাথ হে! তাহে—

প্রতপ্ত হৃদয়, হইবে শীতল,
বড় সাধ মনে মনে।

বড় সাধ মনে, ও রাঙ্গা চরণে,
দিব প্রেম-ফুল দানে ॥
হে জীবন ধন, পরাণ রতন,
অভাগা বৈষ্ণবদাস।
তব করুণায়, কোন জন্মে যেন,
পূর্ণ হয় তার আশ ॥

2046

নিবেদন।

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনী প্রকাশিত হইল। ইহার কিয়দংশ "দাসী" পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; দাসীতে ইহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে প্রস্তাব করেন, ও কেহ কেহ কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হন। সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, তন্মধ্যে এক জন। গৌর-কৃপাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু মৃণালকান্তি ঘোষ, এম এ, মহাশয়ের নামও এখানে করা কর্ত্তব্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে আমরা কৃতিত্ব কিছুমাত্র নাই, মহাজনগণের কথা আমি সংগ্রহ করিলাম মাত্র। সাধারণ পাঠকের জন্য কোন কোন তত্ত্ব, অতি পরিচিত দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজ কথায় বর্ণনা করা গিয়াছে; কিন্তু এ প্রণালী কত দূর গৃহীতব্য, বলিতে পারি না; বৈষ্ণব মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন। যে প্রকারেই হউক, বৈষ্ণব মহাত্মাগণের কৃপাদেশ পালন ও তাঁহাদের শ্রীকরে ইহা অর্পণ করিতে পারিতেছি বলিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

জেলা ২৪ পরগণা, পাণীহাটি বাগানবাটী প্রবাসী, বৈষ্ণব-প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহোদয়কে আমি সর্ব্বাগ্রে কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলী অর্পণ করিতেছি। তাঁহার আগ্রহ ব্যতীত এ জীবনী আদৌ প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। হরিদাস-চরিত্ত প্রকাশ করিতে তিনি পূর্ব্বাপর উৎসাহশীল, তিনি এ গ্রন্থেরও ব্যয়ভার বহন করিলেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যের পরমোপকারী বন্ধু উক্ত জমীদার মহোদয়কে বৈষ্ণব পাঠক আশীর্ব্বাদ করিবেন—প্রার্থনা করি।

পরিশেষে স্বীকার্য্য যে, এই জীবন-চরিতখানি প্রধানতঃ তিন-খানি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত হইল,—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ। শেষখানি অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার ঈশান-নাগর অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য এবং শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বাড়ীতেই বাস করিতেন। অদ্বৈত-প্রকাশে আত্ম-বিবরণে তাহা লিখিয়াছেন। শান্তিপুরে ঘটিত, হরিদাস সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তাঁহার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা। বিশেষতঃ তাঁহার গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৪৯০ শকাব্দে ("চৌদ্দ শত নবতি শকাব্দ পরিমাণে") ইহা বিরচিত হয়। এক শত পনের বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত একখানি প্রতিলিপি আমরা পাইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশকে আমরা অল্প প্রামাণ্য মনে করি না।

১লা বৈশাখ, ৪১১ গৌরাব্দ।
মৈনা—শ্রীহট্ট। } শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস চৌধুরী।

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবন-চরিত।

জন্ম-কথা।

"প্রভো—হে করুণাময়! তুমি ইহাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর। হায়! ইহারা কি করিতেছে, আপনারা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না; তুমি নিজ গুণে ইহাদিগকে ক্ষমা কর।" কয়েকটী মুষলমান একটী দরিদ্র উদাসীনকে নিদারুণ প্রহার করিতেছিল, আর উদাসীন উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের কাছে তাহাদের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন। "ইহাদের গতি কি হইবে," এই ভাবনায় তিনি কাতর ও অভিভূত হইয়া মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন। নিদারুণ প্রহারে সাধুর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল, অঙ্গ ফুটিয়া স্থানে স্থানে শোণিত ক্ষরিত হইতেছিল, সে দিকে সাধুর ভ্রূক্ষেপ নাই। যাহারা নিরপরাধে তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল, দয়ার্দ্র চিত্তে

তাহাদেরই জন্য তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাদেরই জন্য তিনি কাঁদিতেছিলেন। ধন্য সাধু,—ধন্য তাঁহার সহৃদয়তা!

এই অসাধারণ সাধু পুরুষটী কে? বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, ইনি সুপ্রসিদ্ধ হরিদাস।

হরিদাস যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন এ দেশে মুষলমানের প্রভাব অতি প্রচণ্ড; অত্যাচারী যবন-রাজের পীড়নে দেশ তখন নিতান্ত প্রপীড়িত; হিন্দুদিগকে ভয়ে ভয়ে মান সম্ভ্রম রক্ষা ও স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম সংসাধন করিতে হইত। পক্ষান্তরে, ধর্ম্ম-জগতে তখন স্বেচ্ছাচার পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত; কেহ কাহাকেও মানে না, কেহ কাহারও কথা শুনে না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত তখন কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, পৌরাণিক ভক্তিবাদ তখন লুক্কায়িত বলিলেও হয়। সময় বুঝিয়া ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন তান্ত্রিকদল মাথা তুলিয়াছে,—বামাচারী—কাপালিক—অসংখ্য শ্রেণী!! বস্তুতঃ রক্তচন্দন-চর্চ্চিত-কপাল মদ্যমাংসাশী তান্ত্রিকদের অনাচারে সমস্ত দেশ তখন প্রাণ-শূন্য। যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও সুধু জ্ঞান-চর্চ্চায় শুষ্ক-হৃদয়—ভক্তি শূন্য।

দেশের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ভক্তির ভাণ্ডার হৃদয়ে ধারণ করিয়া করুণহৃদয় হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন।

হরিদাস যবন-কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। যদি হরিদাস যবন, তবে তাঁহার হিন্দু নাম কেন? না, হরিদাস যবন নহেন,—যবন-পালিত, যবন কর্ত্তৃক রক্ষিত; সুতরাং জাতিভ্রষ্ট। জাতিভ্রষ্ট বলিয়াই "যবন হরিদাস" নামে তিনি প্রসিদ্ধ।

যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম সবডিভিজনের নিকটে

প্রাচীন বুড়ন গ্রাম। এই বুড়ন গ্রামে এক দরিদ্র দ্বিজ-দম্পতি বাস করিতেন। ইহাঁরা অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, নির্জ্জনে আপন মনে হরি ভজন করিতেন; অমায়িকতায় ও মধুর চরিত্রে সমস্ত গ্রামবাসী ইহাঁদিগকে ভাল বাসিত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই সুমতি শর্ম্মা ও গৌরী দেবীকে ভক্তি করিত। হরিদাস এই ভক্ত দম্পতির উপযুক্ত পুত্র।*

হরিদাস ১৩৭১ শকাব্দে মার্গশীর্ষ মাসে বুড়নে জন্মগ্রহণ করেন। সুমতি ঠাকুর হরি-ভক্ত ছিলেন—পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার বিশ্বাস, ভগবন্নামে আর ভগবানে কোনও পার্থক্য নাই— "অভেদো নামনামিনঃ।" অতএব তিনি পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস রাখিলেন। অভিপ্রায় যে, পুত্রকে আহ্বান করিতেও স্বীয় ইষ্ট নাম উচ্চারিত হইবে। এই উৎকৃষ্ট ধারণাটী ভারতবাসীর মজ্জাগত ছিল; "ছিল" বলিতেছি, কেননা এখন সে হিসাব অল্প লোকেই করিয়া থাকেন।

হরিদাসের বয়স যখন ছয় মাস, তখন সুমতি ঠাকুর পর-লোক যাত্রা করেন। ছয় মাসের শিশু পুত্র লইয়া গৌরী দেবী

* হরিদাস হিন্দু-সন্তান, এ কথা প্রাচীন শিবগীতা গ্রন্থে (সংস্কৃত তন্ত্র), ভগীরথ বন্ধু কৃত চৈতন্য-সঙ্গীতায়, এবং উদ্ধব প্রণীত হরিনামামৃত-লহরী গ্রন্থে পাওয়া যায়।

হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মতভেদ আছে। হরিদাস আপনাকে হীন জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কথা চৈতন্য ভাগবতে আছে বটে, কিন্তু সনাতন গোস্বামীও ত এইরূপ আপনার পরিচয় দিতেন? অধিকন্তু তিনি আপনাকে "ম্লেচ্ছ জাতি" পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। ("রূপ সনাতন" প্রকরণ দেখুন।) কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ-তনয়। যা'হোক, এখানে এ সম্বন্ধে বিতর্ক অনাবশ্যক। চতুর্থ ভাগ দাসী পত্রিকায় দুইটী পৃথক প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য।

"অদ্বৈত-প্রকাশ দ্রষ্টব্য।"

অকুল সংসার সাগরে ভাসিলেন! কিন্তু গৌরী দেবীর ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর সঙ্কল্প ছিল, তাঁহার একটী সন্তান হইলেই তিনি সংসার ত্যাগ করিবেন। কালে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল, স্ত্রী পুত্র প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীধর স্বামী এখন কি করিবেন? পুত্র রক্ষার ভার কাহাকে দিবেন? দৈবাৎ একটী টিক্‌টিকী ডিম্ব ভাঙ্গিয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল, পতনাঘাতে ডিম্ব ভাঙ্গিয়া গেল ও তাহা হইতে পূর্ণাবয়ব একটী টিক্‌টিকী-ছানা বাহির হইল। দেখিতে দেখিতে ছানাটি সম্মুখস্থ একটী ক্ষুদ্র কীটাণু ধরিয়া আহার করিল। শ্রীধর স্বামী আপন প্রশ্নের উত্তর পাইলেন। নিরাশ্রয় টিক্‌টিকী-ছানার আহারদাতা যিনি, তাঁহার চরণে সদ্যোজাত শিশুকে সমর্পণ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন!!

গৌরী দেবী ভাবিলেন—যিনি গর্ভের মধ্যে সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সন্তান প্রসবের পূর্ব্ব হইতেই যাঁহার চিন্তা, তখন হইতেই যিনি মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ-সঞ্চার করেন, হরিদাসকে তিনি রক্ষা করিবেন। সন্তানের মায়ায় তিনি ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না, ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। গৌরী দেবী হরিদাসকে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলেন; করিয়া স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক তৎসহগামিনী হইলেন!!

ছয় মাসের শিশু—কাছে কেহ নাই, চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ দৃশ্য দর্শনে সুমতির একটী মুষলমান প্রতিবাসীর হৃদয়ে দয়া হইল। তিনি নিরাশ্রয় হরিদাসকে অতি যত্নে আপন আবাসে লইয়া গেলেন ও পুত্র-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে

লাগিলেন। হরিদাস যবন-গৃহেই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ-সন্তানের যবনত্ব প্রাপ্তি ঘটিল।

হরিদাস যবন-গৃহে প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হরিদাসের প্রতিপালক তাঁহার অন্য কোন নাম রাখিয়াছিলেন কি না, তাহা আর জানিবার উপায় নাই; রাখিয়া থাকিলে সে যাবনিক নামে তিনি অধিক দিন পরিচিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে,—হরিদাস যবন-সন্তান বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গৃহ-ত্যাগ।

হরিদাস যবন-গৃহে অনেক দিন ছিলেন; কিন্তু যিনি হরির দাস, হরি নামের প্রচারার্থ যিনি প্রাদুর্ভূত, তিনি কত দিন যবন-গৃহে থাকিবেন? যবনের আচার ব্যবহার তাঁহার ভাল লাগিল না, যবন-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার স্বতএব অশ্রদ্ধা জন্মিল।

হরিদাস কাহারও কাছে হিন্দু ধর্ম্মের কোন উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, যাবনিক রীতি নীতি—ধর্ম্ম পদ্ধতি বাল্যাবধি দেখিয়া আসিতেছেন, তথাপি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল। ইহা আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু কোকিল-শাবক কাক কর্ত্তৃক পরিপালিত হইলেও কদাপি বায়স-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। যে ব্রহ্মতেজে হরিদাসের জন্ম, যে শোণিত হরিদাসের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, বিচিত্র কি—কালে তাহা আপন প্রভাব প্রকাশ করিবে। বসন্ত-সমাগমে নবপল্লবিত তরু'পরি যখন কলকণ্ঠে কুহুধ্বনি হইতে থাকে, তখন কোকিল-শাবককে চিনিয়া লওয়া

কঠিন নহে। তাই,—কয়লা খনিস্থিত হীরকের ন্যায়, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের ন্যায়, হরিদাস স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন।

হরি নাম শুনিলে, কি জানি কেন, হরিদাসের হৃদয় নাচিয়া উঠিত, প্রতি অঙ্গ পুলকিত হইত। তাঁহার হৃদয় কেন নাচিয়া উঠিত, হরিদাস তাহা বুঝিতে পারিতেন না। চণ্ডীদাসের একটী পদ আছে, যথা—

"সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কাণের ভিতর দিয়া,
মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

হরিদাসের প্রাণ হরি-নাম শুনিলে বাস্তবিকই আকুল হইয়া উঠিত। হরি-নাম তাঁহার মরমে পশিয়া গিয়াছিল, তাই তাঁহার "বদন আর ঐ নাম ছাড়িতে পারিত না।"

হরিদাসের যবন-প্রতিপালক তাঁহাকে কত প্রবোধ দিলেন, মাতা (?) কত কাঁদিলেন, হরিদাসের মন ফিরিল না। হরিদাসের পালয়িতা যথাসাধ্য যবন ধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিলেন, হিন্দু ধর্ম্মের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন, হরিদাসের মন কিছুতেই ফিরিল না। হরিদাসকে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করা গেল,—সব বৃথা, হরিদাসের অটল বিশ্বাস টলিল না। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া, হরিদাসের পালক-পিতা তাঁহাকে গৃহ-বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।

গৃহত্যাগে হরিদাসের অণুমাত্র দুঃখ হইল না, সানন্দ চিত্তে তাহা ভগবদাশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ভগবন্নিন্দারূপ

সুবিষাক্ত শরে আর জর্জ্জরিত করিবে না, প্রাণ ভরিয়া আপাততঃ হরি-নাম গান করিতে পারিবেন—হরিদাসের আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, ও নিকটবর্ত্তী বেণাপোলের জঙ্গলে (বনগ্রামের নিকট,—এখন রেলওয়ে ষ্টেশন) এক কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এত দিন হরিদাসের হিন্দুয়ানী অন্তরেই ছিল, এখন স্বাধীন হইয়া হরিদাস প্রকাশ্য ভাবে হিন্দু রীত্যনুসারে ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কুটীরের দ্বারে তুলসীর বেদী করিলেন, গলায় তুলসীর মালা পরিলেন, গঙ্গা-মৃত্তিকায় তিলক, আর তুলসীর মালায় উচ্চৈঃস্বরে হরি-নাম জপ করিতে লাগিলেন।

হরিদাসের বিশ্বাস,—যে কেহ হউক না, কোন প্রকারে একবার হরি-নাম লইলেই তরিয়া যাইবে। জপ করা দূরের কথা, তাঁহার বিশ্বাস,—হরি-নাম শুনিলেও জীবের অবিদ্যাবন্ধন দূরীভূত হয়; সুতরাং হরিদাস চুপে চুপে নাম জপ না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে করিতেন। এইরূপে হরিদাস প্রতি দিন তিন লক্ষ হরি-নাম জপ করিতেন।

এখন, যদি অতি দ্রুত হরি-নাম করা যায়, লক্ষ নাম জপ করিতে তথাপি ছয় ঘণ্টা লাগে; তিন লক্ষ নাম জপ করিতে এইরূপে ১৮ ঘণ্টার কমে হয় না; সুতরাং হরিদাস প্রায় দিবানিশি নামাবেশে বিভোর থাকিতেন।

এ জগৎ আনন্দের অন্বেষণে ব্যস্ত। কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, কেহবা পার্থিব প্রণয়াদির জন্য লালায়িত; কিন্তু সবাই এক আনন্দ অন্বেষণ করিতেছে। হরিদাস নামানন্দে

বিভোর থাকিতেন, তিনি আহারোপার্জ্জনের চেষ্টা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। নামে এমন এক আনন্দ নিহিত আছে, এমন এক রস আছে, যাহার সমতুল্য হরিদাস এ জগতে আর কিছু পাইতেন না। নাম তাঁহার কাছে মিষ্ট হইতে মিষ্টতর লাগিত, সে অপূর্ব্ব রস আস্বাদনে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণাও অনেক সময় বোধ হইত না।

হরিদাসের অটল বিশ্বাস,—হরি-নাম করিলে হরিকে পাওয়া যায়; একান্ত মনে নাম ধরিয়া ডাকিলে, নামী আসিয়া উপস্থিত হন; হরিদাস কেন না সর্ব্বত্যাগ করিয়া নামমাত্র সম্বল করিবেন? এই বিশ্বাস-বলেই এক দিন শিশু ধ্রুব মাতৃ-ক্রোড় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, এই বিশ্বাস-বলেই বালক প্রহ্লাদ পিতৃপ্রদত্ত অশেষ ক্লেশ সহিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; হরিদাস কেন না সর্ব্বত্যাগী হইবেন? যাহাতে ক্লেশ নাই—বিপদ নাই, যাহাতে কেবল আনন্দের লহরী উত্থিত হইতে থাকে, কোন্ বুদ্ধিমান তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগী না হন?

তুমি আমি সংসারের মলিন জীব, কাতরে কেহ ক্রমাগত ডাকিতে থাকিলে, কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি? না হয় থাকিলাম; তথাপি সে অধ্যবসায়ী যদি ডাকিতে থাকে, মাসাবধি—বৎসরাবধি ডাকিতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই একবার তাহার প্রতি কাণ না দিয়া পারি না। তবে যিনি পুরুষোত্তম, সদাশয়ের সদাশয়—দয়াময়, কেহ নির্ম্মল মনে—একান্ত চিত্তে ভক্তিভরে ক্রমাগত ডাকিতে থাকিলেও তিনি শুনিবেন না, এ পাপ চিন্তা হরিদাসের মনে ঘুণাক্ষরেও উপস্থিত হয় নাই। অতএব তিনি সর্ব্বত্যাগী নাম-সর্ব্বস্ব হইবেন বিচিত্র কি? ফল

কথা—ভক্তির অধিকারী হইলে মানুষ পরিতৃপ্ত হইয়া যায়, তাহার আর অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শাস্ত্রও বলেন—

"ওঁ যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তোভবতি।"

শ্রীনারদকৃত ভক্তিসূত্র—১।৪।

যদি ভগবান সদাশয় হন, তাহা হইলে এরূপ সরল—এরূপ বিশ্বাসী ভক্তের প্রতি বোধ হয় তিনি উপেক্ষা করেন না। হরিদাস আহারোপার্জ্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁহার আহার যোগাইতে লাগিলেন। গ্রামের যত হিন্দু—হরিদাসের অদ্ভুত ব্যবহারে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারাই,—যার যেরূপ সাধ্য, প্রতি দিন হরিদাসের জন্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিত, এবং তাঁহার কুটীর-দ্বারে রাখিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিত। এইরূপে হরিদাসের কুটীরে প্রসাদান্ন ও ফলমূলাদি জমা হইত। * হরিদাস একবার মাত্র আহার করিতেন, যাহা অবশিষ্ট থাকিত,—বিলাইতেন।

হরিদাসকে কেহ দেখিতে আসিলে তিনি নাম গ্রহণ করিতে যথাসাধ্য উপদেশ দিতেন—অনুরোধ করিতেন। যাহারা আসিত, ভক্তের বিশ্বাস, একান্ত ভক্তি, ও সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া যাইত; তাহারা হরিদাসের অনুরোধ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিত না।

পাঠক! আপনারা (Will-force বা) ইচ্ছা-শক্তির কথা

* তৎকালে কেবল ব্রাহ্মণবর্গই দেবতা পূজা করিতে পারিতেন। অতএব হরিদাস প্রত্যহ সাত্ত্বিক ভোজন করিতেন। চরিতামৃতে লিখিত—

"রাত্রে দিনে তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥"

অবগত আছেন। এ শক্তি-প্রভাবে অপরকে কতক বাধ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু সঞ্চারকের অন্তর যদি নির্ম্মল থাকে, তবে এ শক্তি বহু ফলপ্রদ ও শুভদ হয়। ফল কথা, উপদেষ্টার উপদেশে প্রাণ থাকা চাই, প্রাণহীন কথা কেহ গ্রহণ করে না।

হরিদাসের হৃদয় নির্ম্মল—ভক্তিপূর্ণ—আবেগপূর্ণ, সর্ব্বজীবের হিতসাধন তাঁহার ব্রত, তাঁহার অভিলাষ কেন না পূর্ণ হইবে? তাঁহার উপদেশ লোকে কেন না লইবে? হরিদাস হরি-নামে দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। কিন্তু চঞ্চল বালকদল হরিদাসের বিশেষ বাধ্য হইয়াছিল। গ্রামবাসীগণ হরিদাসকে যে ফল মূল প্রদান করিত, তাহারই অধিকাংশ তিনি বালকদলে বিতরণ করিতেন; আর তাহারই লোভে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিত। এই যে আমরা নানা স্থানে "হরির-লোট" হইতে দেখি, এইরূপে হরিদাস কর্ত্তৃক তাহা সৃষ্ট হয়।

"হরিদাস ঠাকুর বন্দো বীরত্ব প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরি-নাম॥"

শ্রীদৈবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব-বন্দনা।

পরীক্ষা-প্রসঙ্গ।

"প্রভো, আমি অতি অপরাধিনী, আমার পাপের আর সীমা নাই, এ হতভাগিনীর কি উপায় আছে?" উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে একটী পরম সুন্দরী যুবতী একদা হরিদাসের

চরণ ধরিয়া পড়িল। "বাছা! তুমি হরি-নাম কর, তোমার ভয় নাই।" এই বলিয়া হরিদাস তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

• এ সুবেশা যুবতীটি কে ?

ভক্তের পরীক্ষা প্রলোভনে। যদি তুমি উদাসীন হইয়া বনে চলিয়া যাও, তুমি প্রলোভনের হাত ছাড়াইলে বটে, কিন্তু আপন শক্তি বুঝিলে না ;—তুমি ভীরু। যদি তুমি সংসারে থাকিয়া প্রলোভন জয় করিতে পার, অগ্নি-পরীক্ষায় মলিনতা প্রাপ্ত না হও,—তবে সে তুমি খাঁটী সোনা! হরিদাসের এখন পরীক্ষার সময় সমুপস্থিত ; হরিদাসের "বীরত্ব" এখন জগৎ দেখিবে ; হরিদাসের প্রভু হরিদাসের দ্বারায় জগৎকে দেখাইবেন যে, তাঁহার ভক্তের কাছে রিপুগণ দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায় খেলার বস্তু।

বনগ্রামের জমীদার রামচন্দ্র খাঁন দুষ্ট প্রকৃতির লোক, পরশ্রী-কাতর, ও ভক্ত-দ্বেষী। হরিদাসের প্রভাব, তাঁহার ব্যবহার, রামচন্দ্রের ভাল লাগিল না ; কিন্তু হরিদাসের কোন ছিদ্র পায় না, কাজেই কিছু করিতে পারে না। এক দিন সে কয়েকটি সুন্দরী বারবনিতাকে ডাকিয়া, তাহাদিগকে হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম বিনাশ করিতে অনুরোধ করিল। তন্মধ্য হইতে একটী পরম সুন্দরী যুবতী সম্মতা হইয়া রাত্রিযোগে হরিদাসের নিকটে গমন করিল। বৈষ্ণবরীত্যনুসারে সে তুলসী দণ্ডবৎ পূর্ব্বক হরিদাসকে প্রণাম করিল, তৎপর সেই ক্ষুদ্র কুটীর-দ্বারে বসিল ; বসিয়া কুরুচিকর নানা প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করিতে লাগিল।

এখন, হরিদাস পূর্ণ যুবক। সুব্যক্ত সুবলিত শরীর, বাহু-যুগল দীর্ঘ—"আজানুলম্বিত।" হরিদাসের অন্তর নির্ম্মল ও প্রফুল্ল, সে প্রফুল্লতা বদনে পরিব্যক্ত হইতেছে; বস্তুতঃ হরিদাস শ্রীমান ও পরম সুন্দর পুরুষ।

হরিদাসকে দেখিয়া সে বারনারী যথার্থই বিমুগ্ধ হইয়া গেল, পাপ-কথা উচ্চারণে তাহার কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু দারুণ অর্থলোভ! কুটিল-চরিত্রা নির্ল্লজ্জা কাল-বিলম্ব না করিয়া স্পষ্টা-ক্ষরে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিল!

যাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে নিরন্তর অমিয়-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, সে কি বিলাস-রসিকার রসালাপে আকৃষ্ট হয়? হরিদাস মুহূর্ত্ত-মাত্র বারবনিতার কথা মনে করিলেন, হতভাগিনীর দশা ভাবিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি কৃপার্থ হইয়া মনে মনে একটী সঙ্কল্প করিলেন; পরে বলিলেন—"প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ আমার নিয়ম, তাহা না করিয়া কিছু করিতে আমার অধিকার নাই, তুমি একটু অপেক্ষা কর, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" বেশ্যা বসিয়া রহিল; এদিকে তিন লক্ষ নাম করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। বিফল-মনোরথা বারবিলাসিনী প্রত্যুষে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিল; হরিদাসের রূপ—তাঁহার ব্যবহার কীর্ত্তন করিল। দুষ্টাশয় রামচন্দ্র তাহাতে নিরস্ত হইল না, পুনর্ব্বার তাহাকে পাঠাইল। রমণী সে রজনীও হরিদাসের কুটীর-দ্বারে হরি নাম শুনিতে শুনিতে পূর্ব্ববৎ কাটাইল। তৎপর দিন গেল—রজনী আসিল, বেশ্যা আবার কুটীর দ্বারে! কিন্তু সে রাত্রি বেশ্যার আর পূর্ব্বভাব নাই!!

"ভক্তের কণ্ঠধ্বনি একপ্রকার মদ্য বিশেষ।"

মোগল-সম্রাট আকবর এক দিন স্বীয় প্রিয়গায়ক তান্‌সেন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গীত বিদ্যার গুরু কে?" তান্‌সেন্‌ উত্তর দিলেন—"স্বামী হরিদাস।" * তৎশ্রবণে মোগল-সম্রাট একদা একটি তানপুরা সহিত তান্‌সেন্‌ মাত্র সমভিব্যাহারে স্বামী সন্দর্শনে যমুনা-পুলিনে উপস্থিত হন। স্বামীজি সেখানে থাকিতেন। তান্‌সেন্‌ একটী পদ গাহিলেন এবং ইচ্ছা করিয়াই একটু তাল ভঙ্গ করিলেন। স্বামীজির তাহা সহিল না। তখন স্বয়ং তানপুরা লইয়া ভাবে গদগদ হইয়া ঐ পদটি তিনিও গাহিলেন। সে সুমধুর ধ্বনি, উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিয়া, মাধুর্য্যের লহরী তুলিতে লাগিল। সম্রাট বিস্মিত—বিমোহিত হইয়া গেলেন। শিবিরে আসিয়া, সম্রাট তান্‌সেন্‌কে পুনর্ব্বার সে পদটি গাহিতে আজ্ঞা দিলেন; তান্‌সেন্‌ আর এক বার গাইলেন। কিন্তু যে সুমিষ্ট রস স্বামীজির কণ্ঠধ্বনিতে ছিল, তাহা না পাইয়া সম্রাট ক্ষোভিত হইলেন ও তান্‌সেন্‌কে কারণ জিজ্ঞাসিলেন। "কারণ আর কিছু নহে," তান্‌সেন্‌ উত্তর করিলেন,—"আমি দিল্লীর সম্রাটকে সঙ্গীত শুনাইলাম, কিন্তু স্বামীজি সম্রাটের সম্রাট—ত্রিলোকের অধীশ্বরকে গীত শুনাইতেছিলেন।"

আর, পাঠক! যখন কোন প্রেমিক তাহার প্রীতিভাজনের সহিত কথা কহে, তখন তাহার স্বাভাবিক স্বর অপেক্ষাকৃত কত মিষ্ট বোধ হয়, এ কথা কি অনুধাবন করেন নাই? প্রেমিকের

* হরিদাস-স্বামী ভিন্ন ব্যক্তি, আমাদের আলোচ্য হরিদাস ঠাকুর নহেন।

প্রণয়-সঙ্গীত কি শুনেন নাই? শুনিয়া থাকিলে স্মরণ করুন,—তাহা কি মিষ্ট!

তিন রাত্রি হরিদাসের মুখে হরি-নাম শুনিয়া বেশ্যার মন ফিরিয়া গেল। হরিদাসের মুখোচ্চারিত মধুর ধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া বেশ্যার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আবার বলি,—

"ভক্তের কণ্ঠধ্বনি একপ্রকার মদ্য বিশেষ।"

মরুভূমে বান ডাকিল, শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিত হইল, আজন্ম পাপাভ্যস্তা বারনারী অনুতপ্তা হইল! সাধুসঙ্গের কি প্রভাব! সৎসঙ্গ কীদৃশ তেজস্কর! এই জন্যই সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া মহাজনগণ বিবিধ পদাদি করিয়াছেন। কোন মহাজন (ঠাকুর মহাশয়) বলেন—

"যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়?
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এ তোমার গুণ॥"—ইত্যাদি।

এই জন্যই শাস্ত্র সাধুসঙ্গের ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ অসার সংসারে সৎসঙ্গই সার বস্তু। বৃহন্নারদীয় পুরাণের একটী শ্লোক এইথানেই দিলাম—

"অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গোহি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাং॥"

যথা বা—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গং প্রাপ্যতে পুম্ভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

শাস্ত্র বলেন—সৎসঙ্গ সদ্গুণ-প্রবর্দ্ধক, সৎসঙ্গই ভক্তির উৎ-

পাদক, এবং সৎসঙ্গের ন্যায় আশু স্বভাব পরিবর্ত্তকর আর কিছু নাই।

লোক যত কেন মলিন দশা প্রাপ্ত হউক না, যত কেন পাপী হউক না, পবিত্রতার প্রতি—সত্যের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছেই আছে। মানুষ মলিনতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, সংসারে আসিয়া নানা কারণে সে সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকে; তখন সে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া যায়। সে সময় বিশেষ ভাবে পূর্ব্বাপর ঘটনা যদি তাহার মনে পড়ে, তবে মনে অনুতাপ জন্মে; অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হইলে পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, পূর্ব্বপদ লাভের জন্য স্বতএব তাহার অভিলাষ জন্মে। এই প্রকারে আত্ম বিস্মৃত ব্যক্তি সাধুসঙ্গ দ্বারাই আপনার অবস্থা, আপনার মলিনতা, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্রে সাধুসঙ্গকে পাপনাশক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—তীর্থাদি হইতেও সাধুসঙ্গের ফল ও মাহাত্ম্য অধিক।

উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি সবারই বিধি-দত্ত একটী লালসা বা অনুরাগ আছে। যিনি তাহার অধিকারী, অপেক্ষাকৃত যিনি উন্নততর, যিনি নানা গুণে বিভূষিত, সাধারণতঃ তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি উপস্থিত হয়। যিনি অপেক্ষাকৃত গুণসম্পন্ন, যাঁহার চরিত্রে মোহিত ও আকর্ষিত হওয়া যায়, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষের অনুকরণ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা জন্মে; ইহাই মানুষের স্বভাব। এই জন্যই সৎসঙ্গ আশুফল প্রদান করে; এই জন্যই লোক সাধু-সঙ্গে সাধু এবং অসৎ-সঙ্গে মন্দ হয়।

সাধু-সঙ্গে বারবনিতার চক্ষু ফুটিল, আত্মপ্রতি দৃষ্টি পড়িল।

বেশ্যা ভাবিল—বিলাস-বাসনায় শত শত ব্যক্তি সতত আমার গৃহে আসিয়া থাকে, কিন্তু আমি অযাচিত ভাবে হরিদাসের দ্বারস্থ, হরিদাস তিন রাত্রি মধ্যে আমার প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। না জানি হরিদাস কোন্ রসে ডুবিয়াছেন, না জানি হরিদাস কোন্ রূপে মোহিত হইয়াছেন, যাহার কাছে মুগ্ধ মানবের ভোগ বাসনা, পাপ প্রবঞ্চনা তুচ্ছাতিতুচ্ছ!

রমণী-হৃদয় গলিয়া গেল; সে আত্ম-দোষ স্বীকার করিয়া হরিদাসের চরণ ধরিয়া বসিল। হরিদাস তাহাকে কি উত্তর দিলেন—পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই যে যুবতী "এ হতভাগিনীর উপায় কি," বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে হরিদাসের চরণ ধারণ করিয়াছিল, সে—ই রামচন্দ্রের প্রেরিতা এই বারবিলাসিনী।

আনন্দে ভক্তের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, হরি-নামে বেনাপোলের জঙ্গল প্রতিধ্বনিত হইল। হরিদাস আনন্দভরে স্নেহ সহকারে বেশ্যাকে কহিলেন,—"বাছা! আমি সবই জানিতে পারিয়াছিলাম, তবে তোমার দশা দর্শনে বড় দুঃখ হয়, তাই তোমার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, নতুবা তখনই এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম।"

তখন, "বেশ্যা কহে,—কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় সর্ব্ব ক্লেশ॥"
ঠাকুর কহে,—"ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লহ তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

হরিদাস তাঁহাকে "হরি-নাম মহামন্ত্র" উপদেশ ও তৎসাধন প্রণালী শিখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

বেশ্যা গুরুর উপদেশে অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থাদি ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিল, একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া হরিদাসের পরিত্যক্ত কুটীরে আসিয়া বাস ও নিরন্তর হরি-নাম জপ করিতে লাগিল। তাহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ—মুখ মলিন। দুদিন পূর্ব্বে অহঙ্কারে যে ভূমিতে পা ফেলিত না, আজ সে দীনাতিদীনা। দুদিন পূর্ব্বে যে কেশভার হইতে কত সুগন্ধ উদ্গীর্ণ হইত, অভিমানের উৎসর্গ স্বরূপ সে কেশ আজ মস্তক হইতে অপসারিত হইয়াছে, দীনা এখন কেশ-হীনা, এখন তাহার মস্তক মুণ্ডিত।

এইরূপে সে রমণী, হরিদাসের ন্যায়, তিন লক্ষ নাম জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীনহীনার ন্যায় কত দিন তিনি উপবাস করিয়া কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কেহ দয়া করিয়া এক মুষ্টি তণ্ডুল দিলে খাইতেন। কিন্তু তাঁহার এ অবস্থা অধিক দিন ছিল না। যে সরল মনে ঈদৃশ ত্যাগ স্বীকারে সক্ষম, ঈদৃশ অনুতপ্ত, সে অবশ্যই পরম দয়াময়—পরম ন্যায়বান ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত জীব সহজেই লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। এইরূপে সেই ভাগ্যবতী রমণীর—

"ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেম পরকাশ।"

(চরিতামৃত।)

এইরূপে তিনি লোকের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিলেন। তখন হরিদাসের ন্যায় তাঁহাকেও লোকে নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিতে লাগিল।

চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার।"

"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।"

শ্রীমহাপ্রভুর অনুসঙ্গী বা কোন প্রধান ভক্তের বসতি স্থানকে বৈষ্ণবগণ "শ্রীপাট" নামে নির্দ্দেশ করেন। হরিদাস ঠাকুরের দুইটী পাট-বাটী নির্দ্দিষ্ট আছে। একটী কুলীন গ্রামে, অপরটি ফুলিয়ায়।

ফুলিয়া শান্তিপুরের নিকট; রাণাঘাট রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ২½ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। ফুলিয়ায় হরিদাসের "ভজনবেদী" দর্শনার্থ অদ্যাপি বহুতর ব্যক্তি গমন করিয়া থাকেন; বহুতর ব্যক্তি অদ্যাপি সে স্থানে গড়াগড়ি দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। ফুলিয়া অপ্রসিদ্ধ গ্রাম নহে। এই ফুলিয়াতেই আদি কাব্য—বঙ্গভাষায় সুবৃহৎ কাব্য—রচনা করিয়া, কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ফুলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থান, "ফুলিয়া সমাজই" তাহার পরিচয়; ফুলিয়া অপ্রসিদ্ধ স্থান নহে।

বেণাপোলের জঙ্গল ত্যাগ করিয়া, হরিদাস এই ফুলিয়াতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। "গুণী গুণং বেত্তি," প্রবাদ বাক্যটী অতি যথার্থ। অল্প দিন মধ্যেই হরিদাস—যদিও তিনি

হীন জাতি—ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সমাদৃত হইলেন।* তখনকার সময়ে সমাজের আকৃতি প্রকৃতি বিভিন্নরূপ ছিল। অবিচারে সবাই ব্রাহ্মণের অনুগমন করিত। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক আদৃত যিনি,—কেনা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে? হরিদাসের মহিমা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল। বাল্যাবধি যবন-প্রপালিত, প্রকৃত পক্ষে হরিদাস যবনই বটেন, তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ—এতাদৃশ নিষ্ঠা প্রত্যেক হিন্দুর মন আকর্ষণ করিল। কিন্তু হরিদাসকে এই জন্য বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

হরিদাসের হিন্দুধর্ম্মানুরাগবার্ত্তা তত্রত্য কাজির কর্ণে গেল। কাজি হরিদাসের উপর মহা ক্রুদ্ধ হইলেন। যে সময় হিন্দুই হিন্দুয়ানী করিতে ভয় পাইত, মুষলমানের সেই পুর্ণ প্রভাবের কালে মুষলমান ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া, কোরাণোক্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, হরিদাস "কাফেরের" ধর্ম্ম যাজনা করিতেছেন,—হরিদাসের প্রাণ কয়টি?

কাজি কি করিলেন? চৈতন্যভাগবত বলেন—

"কাজি গিয়া মুল্লুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে॥"

মুলুকপতি হরিদাসকে ডাকিয়া আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যিনি নামাবেশে দিবানিশি বিভোর, তাঁহার কারাগারই কি, আর সুরম্য হর্ম্ম্যই বা কি? বন্দীগণ হরিদাসের আনন্দ ও সারল্যে মুগ্ধ হইয়া গেল; হরিদাসের বিচিত্র চরিত্র

* "ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল।
সবেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল॥"
শ্রীচৈতন্যভাগবত।

চিন্তা করিয়া, আপনাদের দুঃখ জ্বালা ভুলিয়া গেল। তাহাদের মন পবিত্র হইল, আর তাহারাও কি জানি কি কুহকবশে হরি হরি বলিতে লাগিল।

বৈষ্ণব চিনিবার উপায় কি, জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমহাপ্রভু কোন ভক্তকে সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন—

"অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেইত বৈষ্ণব তার করিহ সম্মান ॥১।
কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাহার চরণে ॥২।
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ-নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥৩।
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যে একবার মাত্র হরি নাম উচ্চারণ করিতে পারে, সে-ই বৈষ্ণব, হো'ক সে উপসম্প্রদায়ী বা বিভিন্ন ধর্ম্মযাজী,—শ্রীমহাপ্রভু উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ইহা নহে। যাহার মুখ হইতে শুদ্ধ নাম—যে নাম অন্যাভিলাষিতা-যুক্ত ও জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা আচ্ছাদিত নহে, যাহা নামাভাস নহে,—তাদৃশ একটি কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হয়, তিনি বৈষ্ণব; ইহাই অভিপ্রায়। বৈষ্ণব খুব বড় বস্তু; মুখে বলিলেই বৈষ্ণব হয় না। যা'হো'ক, নামাভাস কি, বৈষ্ণব কাহাকে বলে, তাহার বিস্তারিত বিচারস্থল এ নহে। তবে জগতে এমন ভাগবতোত্তম আছেন, যাঁহাকে দেখিলে মুখে স্বতএব কৃষ্ণ নাম আইসে, নিতান্ত মূঢ়ের মনও কিয়ৎকালের জন্য

নির্ম্মল ও ধর্ম্মভাবাক্রান্ত হয়। ফলতঃ তাদৃশ ভক্তের প্রেম ভক্তি এতাদৃশ প্রবল যে, নিকটস্থ জীবের হৃদয়ে তাহা প্রতিফলিত হইয়া তাহাকেও তদ্ভাবান্বিত করিয়া থাকে।

হরিদাস বন্দী অবস্থায় যখন কারাগৃহে উপনীত হইলেন, তখন তত্রত্য বন্দীগণের হৃদয় নির্ম্মল হইয়া গেল। সেই অবস্থায় তাহারা হরিদাসকে প্রণাম করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তোমরা যেমন আছ, চির দিন সেইরূপ থাক।" অর্থাৎ তোমাদের চিত্ত এই মুহূর্ত্তের ন্যায় চির দিন পবিত্র থাকুক। হরিদাস যে সুরসিক ছিলেন, এবং কারাগারে যাইতেছেন বলিয়া তাঁহার মনে যে বিন্দুমাত্র ভয়ের উদয় হয় নাই, এই আশীর্ব্বাদের বাক্য-ভঙ্গীই তাহার পরিচয়। তাঁহার আশীর্ব্বচনের অর্থবোধ করিতে না পারিয়া, কোন কোন বন্দী প্রথমতঃ যথার্থই দুঃখ বোধ করিয়াছিল।

পর দিন বিচার আরম্ভ হইল। মুলুকপতি হরিদাসকে কহিলেন—"দেখ বহু ভাগ্যে মুষলমান হয়; তুমি মুষলমান হইয়া কেন হিন্দুর আচরণ কর?"

হরিদাস স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন—

"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দু ও যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

এইরূপে হরিদাস মুলুকপতির দরবারে উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মের

ব্যাখ্যা করিলেন; বলিলেন—"ভগবান যাহাকে যেরূপ প্রেরণা করেন, লোকে তদ্রূপ কার্য্যই করিয়া থাকে; ইহাতে দোষ কি? কত হিন্দুও ত মুষলমান হইয়া থাকে; তবে আমার প্রতি কঠোরতা কেন?" হরিদাসের যুক্তিযুক্ত মধুর বাক্যে বিচারপতি সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু গোরাই নামক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র-চেতা মন্ত্রী বলিল—"হরিদাসকে কঠিন দণ্ড দেওয়াই কর্ত্তব্য, না দিলে আচার-ভ্রষ্ট মুষলমানগণ প্রশ্রয় পাইবে, এবং মুষলমান ধর্ম্মের অতি অবমাননা হইবে।"

মুলুকপতি বলিলেন—"তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি, হরিদাস! তুমি আবার "কল্মা" পড়িয়া পবিত্র হও, হরি-নাম ছেড়ে দাও; তোমার কোন ভয় নাই।"

যে ভক্তি উদয় হইলে শমন-ভয় দূরে যায়, যে পীযূষ পানে ভক্তের জীবন মরণ অমৃতাত্মক হইয়া যায়, সে সুধা-সাগরে দিবানিশি যিনি সন্তরণ দিতেছেন, তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন? হরিদাস উত্তর করিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি-নাম॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ইহারই নাম ঐকান্তিকতা !!

প্রায় সপ্তদশ শত বর্ষ অতীত হইল, একদা শীতকালে রোম নগরস্থ বৃহত্তম প্রমোদাগার (Coliseum) লোকারণ্যময় হইয়া উঠিয়াছে। এ জনতার হেতু কি? একটী নিরীহ বৃদ্ধ নিহত হইবে। "আসিতেছে, আসিতেছে।" সহস্র কণ্ঠের এই কলকল ধ্বনিতে হঠাৎ প্রমোদাগার প্রকম্পিত হইল। দেখিতে দেখিতে শুভ্রশ্মশ্রু

শীর্ণকায় এক ধর্ম্ম-যাজক সমানীত হইলেন। সমাগত জন-শ্রেণী নীরব—নিস্তব্ধ হইল, সামান্য সূচীপতনের শব্দটিও শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া রাজপুরুষ বলিলেন—"ইগ্নেশিয়াস! তোমার অবস্থায় কাতর হইলাম, তুমি এখনও ভ্রান্ত মত ত্যাগ কর, এখনও আপনাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা কর।" বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের নাম ইগ্নেশিয়াস। "তুমি আর মিষ্ট বাক্যে বঞ্চনা ক'রো না," ইগ্নেশিয়াস উত্তর করিলেন,—"পবিত্র ধর্ম্মমত রক্ষার্থ সামান্য ক্লেশ আমি ভয় করি না, তোমার প্রদত্ত ক্ষুদ্রতম স্বাধীনতায় পদাঘাত করি।" উত্তর শুনিয়া লোক-সাগর পুনঃ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। "বন্ধন কর—বধ কর," প্রভৃতি পৈশাচিক শব্দে (Colisium) প্রমোদাগার কম্পিত হইল। দুইটী ক্ষুধিত সিংহের সম্মুখে বৃদ্ধকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়া গেল; এইরূপে সেই চিত্রের পর্য্যবসান হইল। ইহাঁদের নাম মার্টার (Martyr)। মার্টার মরণের ভয় রাখেন না, ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম-বীরের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই।

ঐকান্তিকতার ইহা আর এক প্রকার উদাহরণ। বিচার করিলে হরিদাসের সহিত ইহাঁদের একটু ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়।

তবে, ভগবানের জন্য মানুষ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারে? একটা কথা লোকে বলিয়া থাকে, যথা "প্রাণাধিক ভাল বাসি।" যদি যথার্থই কেহ কাহাকে প্রাণাধিক ভাল বাসিতে পারে, তবে প্রাণও দিতে পারে—সম্ভব, কেননা প্রীতি-পাত্র তখন প্রাণ হইতে বড়। এইরূপে লোকে পুত্র কলত্রের জন্য প্রাণ দিতে পারে, অসম্ভব নহে। ইহা অতি যথার্থ যে, একান্ত ভক্তের পক্ষে ভগবান প্রাণাধিক প্রিয়তম; সুতরাং তাদৃশ ভক্ত ভগবানের জন্য—

অনুরাগে প্রাণ দিতে পারেন। ভক্ত প্রাণ দিতে পারেন, ইহা ভক্তের গৌরব; আর ভগবান ভক্তের রক্ষক, ইহাও ভগবানের মহিমা।

তুমি কোন শঙ্কটে পড়িলে তোমার পুত্র আত্মবলি দিয়া যদি তোমায় রক্ষা করিতে যায়, তুমি কি সম্মত হইবে? কখনই না। যদি তুমি সজ্জন হও, সামান্য একটি লোককেও তোমার জন্য প্রাণ দিতে বোধ হয় দাও না। তুমি আমি স্বার্থসার জীব যাহা পারি না, সদাশয়ের সদাশয় যিনি, তিনি অবাধে তাহা পারেন, ইহা কতদূর বিশ্বাসের কথা জানি না। যদি কাহারও মৃত্যুর কারণ ধর্ম্ম (ভগবান) হন, তবে ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য থাকে কোথায়? তবে তিনি ভক্ত-রক্ষক কিরূপে? আর তাঁহার প্রতিষ্ঠাই বা কি? যিনি ভক্তকে সামান্য শঙ্কটে রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি ভীষণ যম-যাতনা হইতে যে রক্ষা করিতে পারিবেন, লোকে তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে ও তাঁহার আশ্রয় লাভে শান্তি পাইবে? বস্তুতঃ তাহা নহে। শুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য—ভগবানের জন্য কাঁহারও মৃত্যু ঘটিতে পারে না; ঘটিতে গেলে ভগবানই তাঁহাকে রক্ষা করেন। এইরূপে ভগবান, বিনাশের বহুবিধ উপায় ব্যর্থ করিয়া, ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পুরাণে সে কাহিনী কথিত আছে। অতএব যিনি একান্ত ভক্ত—নিষ্কাম ভক্ত, যাঁহার চিত্ত বিত্ত তাঁহাতেই মাত্র সমর্পিত, অন্যাভিলাষ-বিহীন, সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ভগবান কর্ত্তৃক সর্ব্বাবস্থায় সংরক্ষিত; ভগবানের "সুদর্শন" সতত তাঁহাকে রক্ষার্থ নিযুক্ত। তাঁহার ভয় নাই। ধর্ম্ম রক্ষক থাকিতে ধার্ম্মিকের আর ভয় কি, বিপদ কি?—ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।"

হরিদাসের উত্তর শ্রবণে মুলুক-পতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অবসর বুঝিয়া গোরাই পরামর্শ দিল যে, বাইশ বাজারে হরিদাসকে বেত্রাঘাত করা যা'ক; যবন ধর্ম্ম পরিত্যাগের ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। হরিদাসের প্রতি কাযেই সেই ভীষণ দণ্ডাদেশ হইল।

বাজারে বাজারে ফিরাইয়া বেত্রাঘাত করা অতি অপমানের কথা বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য বিষয়। এ শাস্তি এতাদৃশ কঠোর যে, দুই তিন দিন বাজারে বেত্রাঘাত করিলে, অপরাধীর প্রাণবিয়োগ ঘটিত। হরিদাসের প্রতি বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতের আদেশ হইয়াছে, ইহা কঠোরতম মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে; হরিদাস মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রহিলেন।

হরিদাসের পৃষ্ঠে বেত্র পড়িতে লাগিল। আঘাতের উপর আঘাত, বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, ক্রমাগত সজোর আঘাত পড়িতে লাগিল। হরিদাস কোন অপরাধ করেন নাই, তিনি ভাবিলেন—"অবশ্যই ইহা কোন অপরাধের ফল।" ভাবিলেন—"আমার উপযুক্ত শাস্তিই হইতেছে, আমার অপরাধ ঘোরতর; কৃষ্ণ-নিন্দা—হরি নামের নিন্দা আমাকে সজ্ঞানে শুনিতে হইয়াছে, ধিক্! এ পাপ জীবন বিনষ্ট হইলেই উচিত প্রায়শ্চিত্ত হয়।" পরক্ষণেই প্রহারকারীদের দশা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহাদের নিষ্ঠুরতা, তাঁহাদের পাপামোদপ্রিয়তা দর্শনে, হরিদাসের করুণ-হৃদয় গলিয়া গেল; তিনি আপনার অবস্থা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া গেলেন। প্রহারকারীদের পরিণাম ভাবিয়া হরিদাসের চক্ষে জল আসিল, তিনি ভগবানের কাছে তাঁহাদের জন্য উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কি প্রার্থনা করিতে করিলেন? পুস্তক-প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথমেই তাহা বলা হইয়াছে।

যিশু খ্রীষ্টের একটি উপদেশ—যদি কেহ তোমার এক গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহাকে দ্বিতীয় গণ্ড ফিরাইয়া দিও।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের উপদেশ—হননকারীরও হিতকামনা করিও।

হরিদাস ইহার দৃষ্টান্ত।

হরিদাসের পৃষ্ঠে প্রহার চলিতে লাগিল, প্রহারে প্রহারে শরীরের চর্ম্ম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল। অবিরল রক্তধারায় হরিদাসের সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লাবিত হইতে লাগিল। নগরে হাহাকার শব্দ উঠিল, হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। সজ্জনগণ মলিন মুখে চলিয়া গেলেন; কোমল-হৃদয় ব্যক্তিগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; নিরীহ্ যাঁরা—অভিশাপ দিতে লাগিলেন; গোঁয়ারগণ পরিণাম পাশরিয়া পাইকদিগকে গালি দিতে লাগিল; কেহ কেহবা প্রহার করিতে উদ্যোগ করিল।

চৈতন্য ভাগবত আরও বলেন—

"রাজা উজিরেরে কেহ শাপে ক্রোধ মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে॥
কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
কিছু দিব, অল্প করি মারহ উহারে॥"

যবনেরা কাহারও কথা শুনিল না। কাফেরকে করুণা? যবন সে করুণার মূল্য বুঝে না। কাফেরকে প্রহার করায় যবনের পুণ্য আছে—তাঁহাদের শাস্ত্রমতে; তাঁহারা কাহারও কথা শুনিলেন না। বাজারের লোক নিরুপায় হইয়া দোকান বন্ধ করিল, করিয়া বাজার ছাড়িয়া পলাইল!

ভগবন্! এই কি তোমার ভক্ত-বাৎসল্য? হরিদাসকে আজ তুমি রক্ষা না করিলে লোক তোমার পবিত্র নামে যে দোষ দিবে?

তুমি বলিয়াছ—

"এষু সন্তাপেষু যদি মাং ন পরিত্যজেৎ।
দদামি স্বীয়পদঞ্চ দেবানামপি দুর্ল্লভম্॥"

সে দেবদুর্লভ অবস্থা লাভের অধিকারী কি হরিদাস হন নাই? হরিদাস ত এত সন্তাপেতেও কই তোমায় ত ভুলিতেছেন না? তবে দাও না, প্রভো!—করুণাময়! হরিদাসকে ঐ পদ দাও; আর আমাদের সহ্য হইতেছে না।

করুণহৃদয় পাঠক! আপনি হয় ত ক্লিষ্ট হইতেছেন; কিন্তু দুঃখ করিবার কারণ নাই। স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া, প্রহৃত হইলে ব্যথা বোধ হয় না, আর হরিদাস, হরিনামের জন্য —যে নাম তাঁহার প্রাণের অধিক—তাহার জন্য বেত্র খাইতেছেন; হরিদাসের আনন্দের সীমা নাই।

সুখ দুঃখ মনের ভাব মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের লোকের কাছে সুখ দুঃখও বিভিন্ন প্রকার। হরিদাসের যে আনন্দ, তাহার কাছে প্রহারজনিত দুঃখ অতি ছোট; এমন কি, তিনি অনুভব করিতে পারিতেছেন না।

বলিতে কি, ভগবান্ এই সময় হরিদাসকে ধ্যানানন্দ দিলেন। সে আনন্দ-তরঙ্গে হরিদাস প্রহারের ভ্রূকুটি-ভঙ্গ ভুলিয়া গেলেন, আপনা ভুলিলেন—জগৎ ভুলিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আনন্দে বদন প্রফুল্ল—প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হরিদাস "বেদানামপি দুর্ল্লভ" পদ প্রাপ্ত হইলেন; ভাবের আবেশে হরিদাসের "সমাধি" হইল। এইরূপে স্বয়ং ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিলেন।

এক দিকে কাজির পাপের নদী, অন্য দিকে ভক্তের পুণ্যের

প্রস্রবণ ; অপূর্ব্ব দৃশ্য ! পাপ পঙ্কে বিমল পুণ্য-শতদল হাসিয়া উঠিল, সে অদ্ভুত ভাবে শত্রুগণও বিস্মিত হইয়া গেল।

বাইশ বাজারে প্রহার খাইয়াও যখন হরিদাস মরিলেন না, তখন পাইকদের ভয় জন্মিল। তখন—

"বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে ?
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে॥
মরেও না, আর দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা, সবেই ভাবে মনে॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

হরিদাস এ অবস্থাতেও তাহাদের প্রতি কৃপার্থ !

কিন্তু যখন ধ্যানের অবস্থা সমাধিতে, গেল, সমাধির অবস্থা মহাসমাধিতে পঁহুছিল, যখন হরিদাসের নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইল, তখন যবনেরা ভাবিল যে, হরিদাস মরিয়াছেন। এই অবস্থায় পাইকগণ হরিদাসকে কাজির কাছে লইয়া গেল। মুসলমানগণ কখনও যোগীর সমাধি দশা দেখে নাই। হরিদাস মরিয়াছেন, বলিয়াই সকলে সিদ্ধান্ত করিল।

হরিদাসকে গোর দিবার কথা হইল ; কিন্তু গোরাই ঘোরতর আপত্তি উঠাইল। গোরাই কহিল—"ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হরিদাসকে গোর দেওয়া অকর্ত্তব্য, তাহা হইলে পরকালে ভাল হইবে।"

হরিদাসের দেহ গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার পরামর্শই স্থির হইল। কাজেই সেই পবিত্র-দেহ পূত-সলিলা জাহ্নবী-বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইল। হরিদাসের মহাসমাধি তখনও ভঙ্গ হয় নাই। কাজেই—

"কিবা অন্তরীক্ষ কিবা পৃথিবী গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥"

শ্রীচৈতন্তভাগবত।

এইরূপে হরিদাস ভাসিয়া ভাসিয়া চলিলেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ,—হরিদাস তলাইয়া গেলেন না, ভাসিয়া ভাসিয়া চলিলেন। ভক্ত-সংস্পর্শে গঙ্গা যেন নাচিয়া উঠিলেন, তরঙ্গ-ভঙ্গে হরিদাসের প্রতি অঙ্গ যেন স্বহস্তে সম্মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশীতল-কর (বারি) স্পর্শে হরিদাসের অঙ্গ সুন্দর হইয়া গেল, রক্তস্রাবাদি বিদূরিত হইল।

গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে বহুক্ষণ পরে হরিদাসের সমাধি ভঙ্গ হইল; সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি তীরে উঠিলেন।

যথা চৈতন্তভাগবতে—

"চৈতন্ত পাইয়া হরিদাস মহাশয়।
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময়॥"

হরিদাস তীরে উঠিলেন, আর গগন ভেদিয়া হরিধ্বনি উঠিল; হরিনামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল। হরিদাসের চরিত্র প্রমাণ করিল—জগতে হরিনামই সত্য, হরিনামই নিত্য, হরিনামের মহিমা অকথ্য। জগতে জয় জয়কার পড়িল, হিন্দুগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, অগণ্য—অসংখ্য অসুর এই সূত্রে দেব-স্বভাব প্রাপ্ত হইল; হরিনামে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পরিত্রাণ পাইল। কেবল হিন্দু নহেন, চৈতন্তভাগবত বলেন,—

"দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন॥"

আর কি হইল? বুভুক্ষিত ভীষণ সিংহদ্বয়ও হরিদাসের পবিত্র ধর্ম্মভাবের নিকট, মেষ-শাবকবৎ হইয়া গেল। ইহাই ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের মহিমা!

হরিদাসকে দেখিয়া যবনগণ তখন অবাক্! মুলুকপতি ও গোরাই প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, হরিদাসকে "পীর" জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। এমন কি, স্বয়ং মুলুকপতি গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আগমন করিয়া যোড় হাতে হরিদাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। * তৎক্ষণাৎ মুলুকপতি স্বীয় অধিকার মধ্যে হরিদাসকে যথেচ্ছ আচরণ বিচরণের অধিকার দিলেন, কেহ হরিদাসকে কোন বিষয়ে কোন প্রকারে বাধা না দেয়—ঘোষণা করিলেন।

হরিদাসের অপ্রতিহত প্রভাব আরও বাড়িয়া গেল।

---

* 'সম্ভ্রমে মুকলুপতি যুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর॥
সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর।
এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥

* * * * *

তোমারে দেখিতে মুঞি আইনু এথারে।
সর্ব্বদোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে॥"
সকল তোমার সম শত্রু-মিত্র নাই।
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

হরিদাস নিহত হইলে পাঠক মুলুকপতির মুখে এ সকল কথা শুনিতে পাইতেন কি? সর্প তখন পোষ মানিত কি?

সর্ব্বজীবে ভগবানের অধিষ্ঠান আছে, কেহই ঘৃণার অবহেলার পাত্র নহে—পাপীও নহে। পাপের প্রতি ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীতে কি ভগবানের সত্তা নাই? সে তোমার দয়ার পাত্র হইতে পারে, কিন্তু ঘৃণা বা উপেক্ষার পাত্র হওয়া উচিত নহে। তাহার পরে, যাঁহার দয়া যত প্রবল, অপরাধীকে তিনি তত অধিক কৃপা করেন।

কাজি প্রভৃতির প্রতি হরিদাসের পূর্ব্বাপরই কৃপা। বর্ত্তমানে তাঁহাদের অনুতাপ বাক্য শ্রবণে হরিদাসের নয়নে জল আসিল, পরদুঃখ-কাতর করুণ-হৃদয় গলিয়া গেল; হরিদাস কাঁদিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করিয়া হরিদাস ফুলিয়ায় চলিয়া আসিলেন।

"যবনেরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ফুলিয়া-প্রত্যাগমন।

হরিদাস ফুলিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। ফুলিয়ার সজ্জন-সমাজ পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে হরিধ্বনি দিতে লাগিলেন। দীর্ঘকালের পর হরিনাম শ্রবণে হরিদাস আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, হরিদাসের ভাব ক্রমে ফুটিতে লাগিল, তাঁহার দেহে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেম চিহ্ন প্রকটিত হইল; বহুক্ষণ পরে হরিদাস স্থির হইলেন। স্থির হইয়া, তিনি ধীরভাবে ব্রাহ্মণগণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

চৈতন্যভাগবতে যথা—

"হরিদাস বলেন, শুনহ বিপ্রগণ।
দুঃখ না ভাবিহ কিছু, আমার কারণ॥
প্রভু নিন্দা আমি যে, শুনিল অপার।
তার শাস্তি করিলেন, ঈশ্বর আমার॥
ভাল হইল ইথে, বড় পাইনু সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি, ক্ষমিলেন বড় দোষ॥
কুম্ভীপাক হয়, বিষ্ণু নিন্দার শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ কাণে॥"

যাহা হউক, হরিদাস তাঁহার পূর্ব্ববাসায় আর গেলেন না। সে জীর্ণ কুটীর যবন-পাইক কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াই থাকুক, আর যাহাই হউক, অতঃপর তিনি সন্তাপহারিণী পূত-সলিলা জাহ্নবীর তীরদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

হরিদাসের কুটীরে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই আগমন করিতেন; পূর্ব্বরীত্যানুসারে নূতন "গোফাতেও" তাঁহারা আসিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানে একটি উপদ্রব অনুভূত হইতে লাগিল। গোফা-দ্বারে আর উপবেশন করা যায় না, কি এক বিষম জ্বালায় শরীর জ্বলে—সহ্য হয় না। কারণ কি, কেহই অনুভব করিতে পারিল না। অবশেষে "ওঝাগণ" স্থির করিল যে, গোফার নীচে কোন বিষধর সর্প বাস করিতেছে, তাহার প্রশ্বাসে তথাকার বায়ু জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতে লাগিল, চৈতন্য ভাগবতে যথা—

"হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয়।
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্তি নয়॥"

এই গোফা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হরিদাসকে অনুরোধ করা গেল। হরিদাস ব্রাহ্মণবর্গের আগ্রহ দর্শনে "না" বলিতে পারিলেন না; অগত্যা হাসিয়া উত্তর করিলেন "ভাল, তিনি যদি না যান, আমিই কল্য এ স্থান ছাড়িয়া চলিব।"

অদ্ভুত কথা! ভাবিতে বিস্ময়রসে মন আপ্লুত হইয়া উঠে, ভক্তের অনুভবাতীত প্রভাবে চিত্ত চমকিত হয়। বৃন্দাবন দাস বর্ণন করিয়াছেন যে, হরিদাসকে স্থান ত্যাগ করিতে না দিয়া, সর্ব্বসমক্ষে চিত্রবিচিত্রাঙ্গ একটি ভীষণ-সর্প যথার্থই গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল! ভাববিশেষ ইতরপ্রাণীগণের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। মূল কথা,—যিনি ভক্তিপাশে জগতের প্রাণ-স্বরূপ ভগবানকে বাঁধিতে পারেন, ত্রিজগৎ তাঁহার বশ হইবে, বড় কথা নহে।* এইরূপে সাধুগণের সম্বন্ধে সর্ব্বত্র নানাবিধ

* এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে একটি দুরন্ত কুক্কুর ছিল, গরু মানুষ সকলেই ইহার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। যাহাকে দেখিত, এই অতি উগ্র প্রকৃতির কুক্কুর তাহাকেই কামড়াইতে যাইত। ঢাকাদক্ষিণের 'ঠাকুরবাড়ী' শ্রীহট্টের একটি তীর্থস্থান বলিলে অত্যুক্তি নহে, ইহা শ্রীমহাপ্রভুর প্রপিতা-মহের স্থান। কোন সময়ে——নামক এক দণ্ডী এখানে শ্রীমহাপ্রভুর প্রাচীন বিগ্রহ দর্শনার্থ আগমন করেন। কুক্কুরটি তাঁহাকে দেখিবামাত্র কামড়াইতে যেমন ধাবিত হইল। "সাধু, হরিবল।"—তখন সেই মহাত্মা কুক্কুরটিকে বলিলেন; আর কুক্কুর মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় শান্ত হইয়া গেল। সেই হইতে কুক্কুর "সাধু।" সে দুরন্তপনা ছাড়িল, প্রসাদ ব্যতীত খাইত না ও ঠাকুর বাড়ী পড়িয়া থাকিত। যখন সঙ্কীর্ত্তন হইত, সেই কীর্ত্তনে মানুষের সঙ্গে কুক্কুরটিও যোগ দিত,—তাহার অব্যক্ত স্বরে গীতের প্রতিধ্বনি করিত; কেহ হরিবোল বলিলেও ঐরূপ করিত। অল্পদিন হইল, কুক্কুরটি মরিয়া গিয়াছে। অনেকে ইহা অবিশ্বাস করিতে পারেন, হাসিয়া উড়াইতে পারেন, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, অনেকেই ইহা দেখিয়াছেন। "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকায় এই কুক্কুরের কথা লিখিত হইয়াছিল।

অদ্ভুত কথা—অতি প্রাকৃত কথা (Miracles)—শুনা গিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত সর্পটি হরিদাসের অভিপ্রায়ানুসারে চলিয়া গেলে সমাগত ব্যক্তিবর্গ যে নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

ঐ সময়ে ফুলিয়ায় একটি কৌতুকজনক কাণ্ড হইয়াছিল। কোন বাড়ীতে এক বাজিকর—ডঙ্ক নামে অভিহিত—সঙ্গীত-সহকারে নানারূপ তামাসা করিতেছিল। হরিদাস দৈবাৎ সেখানে আসিলেন। কখন কখন হরিদাস নগরে বা গঙ্গার তীরে তীরে ভ্রমিয়া হরিনাম বিলাইতেন, ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে সে দিন ডঙ্ক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় "কালীয়দমন" গীত হইতেছিল। শ্রবণ মাত্র হরিদাস কৃষ্ণলীলায় ডুবিয়া গেলেন; তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ভাব-রাশি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, নৃত্য করিতে করিতে, ক্রমে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হরিদাসের এই দশা দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ ভক্তিভরে তাঁহার চরণের ধূলা অঙ্গে মাখিতে লাগিল।

সেখানে একটি দর্শক এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে ভাবিল—"নাচিতে নাচিতে মূর্চ্ছা গেলে অবোধগুলা ধূলা লয়, ব্যাপার মন্দ নহে!" ইহা ভাবিয়া সেও রহস্যপূর্ব্বক নাচিতে লাগিল ও কিয়ৎক্ষণ অন্তে মূর্চ্ছাগ্রস্তের মত পড়িয়া রহিল। ভাবের সাক্ষী বদন, মুখ-দর্পণে হৃদয়ের ভাব প্রতিবিম্বিত হয়। ডঙ্ক দেখিয়াই চিনিল ও তাড়াতাড়ি সেই ব্যক্তির কাছে আসিল। আসিয়া আর কি? ক্রমাগত বেত্রাঘাত। তখন সে ব্রাহ্মণ বেচারা "বাপ রে! মারলে রে!" বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল।

ব্রাহ্মণ পলায়ন করিলে ডক্ক বলিল, "ও ব্যক্তি ভণ্ড; প্রতারককে প্রশ্রয় দিতে নাই। প্রহারে প্রহারে তাই উহাকে তাড়াইলাম।" সে আরও বলিল—

"বড়লোক করি, লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

কথা গুলি বড় মূল্যবান। "আমাকে লোকে জানুক," অন্যের এ ভাব মনে থাকিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু ধর্ম্মাভিমানীর কেন? ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা চতুরালী অতি অনুচিত। যে যাহা চায়, বাঞ্ছাকল্পতরু তাহাকে তাহাই দেন। যদি তুমি তাঁহাকে চাও, তিনি ধরা দিবেন। যদি "আমাকে লোকে জানুক" এই চাও, তাহাই পাইবে; ভগবানকে পাইবে না। গাছের গোড়া ধরিয়া টানিলে শাখা পাতা যেমন আপনি সঙ্গে আইসে, তদ্রূপ অন্য কিছুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া জগতের মূল-ধর্ম্মকে যিনি আকর্ষণ করেন, যশঃ মান, ধন, আপনি তাঁহার সঙ্গে আসিবে। ধার্ম্মিক এ সমুদায় তুচ্ছ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা না করিলেও, তাহা অযাচিতরূপে তাঁহারই অনুগমন করিয়া থাকে।

বিতর্ক।

অসুর প্রকৃতির লোক চিরকালই আছে, মহতের শত্রু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। মলিন জীবের এমনই স্বভাব যে, ভাল কিছু দেখিয়ে ইহাদের অমনি ঈর্ষ্যা জন্মে। মনুষ্যের মধ্যে ইহারা সর্প, দংশনই ইহাদের কার্য্য।

হরিদাসকে সকলেই আদর করে, দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ —এমন কি—রাজশক্তিও হরিদাসের বাধ্য। হরিনদী গ্রামের একটি ব্রাহ্মণের ইহা সহিল না। কিন্তু হরিদাসের ছিদ্র পান না, আর মনের ক্ষোভও মিটাইতে পারেন না। যাহাই হউক, এ প্রকার লোকের পর-ছিদ্র বাহির করিবার প্রতিবন্ধক অল্পই থাকে।

রামচন্দ্র পুরীর কথা, পাঠক মহাশয়! জানিয়া থাকিবেন; তিনি স্বয়ং প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া, ভক্তগণের হৃদয়ের শেলস্বরূপ "রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ" ইত্যাদি অদ্ভুত ন্যায়শাস্ত্র উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। * হরিনদীর ব্রাহ্মণ কেন না একটি ছল পাইবেন? তিনি হরিদাসকে একদা সম্মুখে পাইয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

"ওহে হরিদাস, একি ব্যভার তোমার?
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার?
মনে মনে জপিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম, কোন্ শাস্ত্রে কয়?"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

---

* চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য খণ্ড অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপের শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতিও এই অভিযোগ ইহার পরে উত্থাপিত হইয়াছিল।

হরিদাস বিনয়ের খনি। ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখিয়া আরও বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"ভাই! আমি নাম-রহস্য আর কি জানি? আপনাদের (ব্রাহ্মণের) মুখে মাহাত্ম্য শ্রবণে হরিনামে লুব্ধ হইয়া, বালকের ন্যায় বলিয়া থাকি। ইহাতে ভাই! আমার দোষ হইলে ক্ষমা করিও।"

হরিদাসের তর্ক করিবার ইচ্ছা নাই। যিনি প্রেম-সাগরে সাঁতার দিতেছেন, তিনি কেন পঙ্কিল তর্ক-গর্ত্তে অবগাহন করি-বেন? যখন সেই ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, হরিদাসকে রাগাইতে ও একটি ঝগড়া বাঁধাইতে পারিলেন না, তখন শ্রীহরি নামের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। হরিনাম তাঁহার প্রিয় কি না?

হরিদাস সকল সহিতে পারেন, কিন্তু শ্রীনামের নিন্দা তাঁহার অসহ্য। কাযেই তিনি জপ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই স্থলটি আমি চৈতন্য ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

" শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর সর্ব্ব প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণ নাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ জন্ম তাহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুয়েতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্যং—

জপতো হরিনামানি শ্রবণে শত গুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈ র্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতিচ॥"

হরিদাসের শাস্ত্র সঙ্গত উত্তরে ব্রাহ্মণ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। "ভাল, এখন যবনও দর্শনকর্ত্তা হইয়া উঠিল দেখিতেছি; কালে আর কত দেখিব। কলির শেষে শূদ্রে বেদ ব্যাখ্যা করিবে, শুনিয়াছিলাম; এখনই যে ততোধিক হইতে চলিল?" "ইহাই বলিয়া সে ক্রুদ্ধ বিপ্র চলিয়া গেলেন।

ভক্ত-বিদ্বেষের প্রতিফল স্বরূপ এই বিদ্বেষী বিপ্রকে অবশেষে কঠিন ব্যাধি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

"যবনের" ব্রাহ্মণ শিষ্য।

ঈর্ষাপরায়ণ লোকে যাহাই করুক, হরিদাসের আচার ব্যবহারে এবং কয়েকটি ঘটনায় তৎপ্রতি বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল; বহু লোক সমাজ-শাসন উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ভক্তি করিতেন। ফুলিয়ার রামদাস পণ্ডিত তন্মধ্যে একজন।

হরিদাস ফুলিয়ায় ফিরিয়া আসিলে, এই রামদাসই তাঁহাকে নূতন একখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া দেন।

এই রামদাস হরিদাসকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। হরিদাস

অবশ্য ইহাতে সঙ্কুচিত হইতেন; বিনীত ভাবে আপনার নীচত্ব, যবন-সংশ্রব-জনিত-হীনত্ব প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত করিতে যত্ন করিতেন। কিন্তু রামদাস কাপুরুষ নহেন, সমাজ-ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন না।

এক দিবস রামদাস ঠাকুর বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত সাধক রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণের আগ্রহ দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া হরিদাস বলিলেন—"জ্ঞানযোগে সাধক মুক্তির অধিকারী হয়েন, কিন্তু সুচতুর ব্যক্তি মুক্তি-বাঞ্ছা করেন না।"

হরিদাসের বাক্যে ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন, বলিলেন—"তবে এমন কি সাধনা আছে, যাহা জ্ঞান-যোগ হইতে শ্রেষ্ঠ ?"

"সে ভক্তি-যোগ।" হরিদাস হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন। আরও বলিলেন—

" ভক্তির স্বভাবে হয় দাস্য অভিমান।
দাস্যে হরি নিত্য সিদ্ধ তনু করে দান॥
নিত্য-ব্রহ্ম বস্তু হয় স্বয়ং ভগবান।
সচ্চিৎ আনন্দময় সর্ব্বশক্তিমান॥
হরিনাম হয় শুদ্ধ ভক্তির কারণ।
অবিশ্রান্ত জপে পায় নিত্য প্রেমধন॥

(অদ্বৈত-প্রকাশ।)

বলিতে বলিতে হরিদাসের প্রেমোদয় হইল, হরিদাস সকল ভুলে গেলেন, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই ভাগ্যবান সারগ্রাহী—

" দ্বিজবর হঞা রোমাঞ্চিত-কলেবর।
কহে মোরে দয়া করি করহ সংস্কার॥"—(ঐ)

হরিদাসের তখন সহজ অবস্থা নহে, তিনি কোন আপত্তিই করিলেন না; বরং—

"তাহা শুনি হরিদাস প্রেমে পূর্ণ হঞা।
হরিনাম দিলা দ্বিজে শক্তি সঞ্চারিয়া॥"—(ঐ)

তখন—

"মহাবস্তু পাইয়া দ্বিজের ঝোরে দু নয়ন।
হরিদাসে প্রণমিয়া করিলা স্তবন॥
ক্রমে সাধুসঙ্গে দ্বিজের বৈষ্ণবতা হৈল।
হৃদি ক্ষেত্রে ভক্তি-কল্পলতা উপজিল।"—(ঐ)

হরিদাসের হৃদয় এক অভিনব উপাদানে গঠিত, কিছু কাল বাসের পর আর ফুলিয়ায় তাঁহার ভাল লাগিল না; তিনি ভাবিলেন—

"এক স্থানে বহু দিন বাস নহে ভাল।
আলাপ সংসর্গে হয় মায়ার সম্বন্ধ।
ক্রমে সংসার আশক্তিতে জীব হয় অন্ধ॥"—(ঐ)
উদাসীনের যথার্থ ধর্ম্ম বটে।

হরিদাস সেই রাত্রেই ফুলিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অদ্বৈত সম্মিলন।

হরিদাসের দুইটী পাটবাটীর উল্লেখ করা গিয়াছে, একটি ফুলিয়ায়; অপরটি কুলীন গ্রামে। কুলীন গ্রাম একটি প্রাচীন জনপদ। * কুলীন গ্রাম কৃষ্ণবিজয় ও লক্ষ্মীচরিত্র প্রণেতা গুণ-

* মেমারী রেলওয়ে ষ্টেশন অথবা বৈঁচি ষ্টেশন হইতে কুলীন গ্রামে যাইবার পথ আছে, কিন্তু উভয় পথই তিন ক্রোশের কম নহে।

রাজ খাঁনের স্থান। গুণরাজ খাঁন মুসলমান রাজসরকারে চাকরী করিতেন। কেহ কেহ বলেন, সনাতনের পূর্ব্বে বৃদ্ধ মালাধর বসু বা গুণরাজই বঙ্গাধিপতির মন্ত্রী ছিলেন। গুণরাজ খাঁনের রাজশ্রী এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল; কুলীন গ্রামে তদীয় পাট বাটীর চিহ্ন ও চতুর্দ্দিকস্থ গড়ের সীমাদি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।

কুলীন গ্রামে গুণরাজের পৌত্র রামানন্দের প্রতিষ্ঠিত একমূর্ত্তি গোপাল আছেন, গোপালের অনতিদূরে তৎপ্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির; শিব মন্দিরে একটি বৃষ আছে, বৃষটি গুণরাজের পুত্র সত্যরাজ খাঁনের স্থাপিত। বৃষের গলদেশে এই শ্লোকটি অঙ্কিত আছে—

" শাকে বিশতি বেদে খেমনোহি শিবসিন্নিধৌ।
খাঁন শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোয়ং ময়া বৃষঃ॥"

সত্যরাজ এবং রামানন্দ শ্রীচৈতন্য দেবের পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। পূর্ব্বে যে তিন শ্রেণীর বৈষ্ণবের লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে, মহাপ্রভু কুলীন গ্রামীর প্রশ্নের উত্তরে তাহা বলিয়াছিলেন।

এই কুলীন গ্রামে এক সময় হরিদাস ঠাকুর গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার একটি ভজনবাটী আছে। পূর্ব্বোক্ত গোপালের বাটী হইতে তাহা প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে। হরিদাসের কুলীন গ্রাম বাসের কাহিনী কোন গ্রন্থে পাই নাই। চৈতন্য-চরিতামৃতের দুইটী পদে এইটুকু জানা যায় যে, কুলীন গ্রামের অনেকেই হরিদাসের "শাখা" ভুক্ত ছিলেন। যথা—

" তাঁর উপশাখা আর কুলীন গ্রামী জন।
সত্যরাজ রামানন্দ তাঁর কৃপার ভাজন॥"

হরিদাসের নবদ্বীপ কাহিনী বৈচিত্রপূর্ণ। অদ্বৈত প্রভুর সহিত এইখানেই তাঁহার মিলন ঘটে।

হরিদাস নবদ্বীপে অদ্বৈত সভায় ভক্ত-সম্মিলন* সংবাদ শ্রবণে পরম পুলকিত হন, তাহাতেই তিনি নবদ্বীপে আকৃষ্ট হয়েন। চৈতন্যভাগবতে যথা—

"কত দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ পুরী॥
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরমানন্দ মন॥
আচার্য্য গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হইতে আদর করিয়া॥"

অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান শ্রীহট্টে †। অদ্বৈত পিতা কুবের মিশ্র তত্রত্য রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। কুবের বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাবাসের জন্য শান্তিপুর আগমন করেন; নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। নবদ্বীপের বাড়ীতেই অদ্বৈত প্রভু শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভক্তিচর্চ্চা করিতেন, ইহারই নাম অদ্বৈত সভা।

হরিদাস যখন নবদ্বীপে আগমন করেন, অদ্বৈত প্রভু তখন নবদ্বীপের বাড়ীতে ছিলেন। অদ্বৈত সেই ভক্তি-শূন্য সময়ে, যখন—

---

* অদ্বৈত সভার একটু বিবরণ চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে দিলাম—

"প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত আচার্য্য স্থানে করেন গমন॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোসাঞি।
জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দা করি ভক্তির বড়াই।"

আর কি করেন?

"কৃষ্ণকথা কৃষ্ণপূজা নাম সংকীর্ত্তন।"

† ভক্তিরত্নাকর ও অদ্বৈত-প্রকাশ এবং প্রাচীন পদ্যাদি দ্রষ্টব্য।

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ পূজা বিষ্ণু-ভক্তি কারো নাহি বাসে॥"

যখন প্রায় সকল লোকই "মদ্য মাংস দিয়া যক্ষ পূজা" করিত, যখন লোকে দুই চারিটী বাহ্যিক আচারকেই মাত্র ধর্ম্ম মনে করিত, তখন ভক্তি রাজ্যের রাজা, তিনিই তখন ভক্তি চর্চ্চার অগ্রণী। কাযেই হরিদাস তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তখন শ্রীমহাপ্রভুর জন্ম হয় নাই।

হরিদাসের নাম সকলেই জানেন। হরিদাসকে পাইয়া ভক্তগণ পুলকিত হইলেন, হরিদাসকে সকলেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে আপনার কাছে থাকিতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন; হরিদাস স্বীকৃত হইলেন।

কিছু দিন নবদ্বীপে থাকার পর অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুর চলিলেন, হরিদাসকে কাযেই শান্তিপুর আসিতে হইল।

—•—

শিক্ষা ও দীক্ষা।

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকা লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"—গীতা।

অদ্বৈত প্রভু দেখিলেন, হরিদাসে শাস্ত্র কথিত এ সব লক্ষণ বিদ্যমান। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

ভক্তির নির্ম্মল সলিলে হৃদয়-কন্দর যখন বিধৌত হইয়া যায়, তখন অজ্ঞও বিজ্ঞতা লাভ করে, মূর্খও তাত্বিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহা স্বতঃ পরীক্ষিত।

অদ্বৈত ভাবিলেন—'হরিদাস যদিও স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানে গরীয়ান্, তথাপি যদি ইহাকে শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তবে পরিমার্জ্জিত হইবে।' সুন্দরকে আরও সুন্দর দেখিতে কোন মনস্বীর না ইচ্ছা হয়? তখন—

"প্রভু কহে, ইহা রহি করহ বিশ্রাম।
ধর্ম্ম শাস্ত্র পড়, সিদ্ধ হৈবে মনস্কাম॥
হরিদাস কহে, ভাগ্যে দয়াসিন্ধু পাইনু।
ইহার হিল্লোলে মন প্রাণ জুড়াইনু॥
তবে হরিদাস প্রভু অদ্বৈতের স্থানে।
ব্যাকরণ সাহিত্যাদি পড়িলা আপনে॥
ক্রমে দর্শনাদি পড়ি পাইলা ব্যুৎপত্তি।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়ি পাইলা শুদ্ধ ভক্তি॥"

(অদ্বৈত-প্রকাশ।)

হরিদাসের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে বহুকাল অদ্বৈতালয়ে থাকিয়া যে এতগুলি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। এতগুলি শাস্ত্র দুই দশ দিনে আয়ত্ত হইবারও নহে। তবে কি? হরিদাসের লোকাতীত ক্ষমতা। অদ্বৈত-প্রকাশ বলেন—

"শ্রুতিধর হরিদাসের মহিমা অপার।
অল্পে শ্লোক অর্থ হৈল কণ্ঠমণি হার।

হরিদাস শ্রুতিধর, যাহা একবার শুনিতেন—পাঠ করিতেন,

আর ভুলিতেন না; সুতরাং অধ্যয়নের জন্য দীর্ঘকাল তাঁহাকে অদ্বৈতালয়ে থাকিতে হয় নাই।

বিবিধ গ্রন্থে অদ্বৈত প্রভুকে "যাজ্ঞিক" বলা হইয়াছে, বাস্তবিক অদ্বৈতের আচার ব্যবহার প্রাচীন মুনি ঋষির ন্যায় ছিল। অদ্বৈত যদিও অন্তরানুরাগী ভক্ত, তথাপি তিনি অতি সতর্ক ভাবে শাস্ত্র সম্মান রক্ষা করিতেন।

শাস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। হরিদাস অদীক্ষিত, অদ্বৈতের প্রাণে ইহা অসহনীয়; হরিদাসকে তিনি দীক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন।

এক দিন হরিদাস, অদ্বৈত প্রভুকে "গোপীভাব লাভের উপায় কি," জিজ্ঞাসা করিলেন।

অদ্বৈত কহিলেন—

"ভগবানের ভজন দ্বিবিধ— ঐশ্বর্য্যমিশ্রা ও কেবলা। কেবলা কৃষ্ণরতি ঐশ্বর্য্য স্বীকার করে না। ব্রজগোপীগণ কেবলা-ভক্ত। তাঁহারা ভগবানকে কান্ত ভাবে উপপতিরূপে উপাসনা করেন। ভগবানের এতদ্রূপ উপাসনা অতি স্বাভাবিক। উপপতির সঙ্গ লাভে বহু বাধা বিপত্তি আছে, ভগবানকেও সহজে পাওয়া যায় না। উভয়ের প্রকৃতিই একরূপ—উন্মাদকর—বিচার-বুদ্ধি পরিশূন্য। কিন্তু মুখে বলিলেই মনে তদ্রূপ ভাবের উদয় হয় না;—সাধন চাই। প্রথম সোপান দাস্য, তৎপর সখ্য—বাৎসল্য অতিক্রম করিতে পারিলে তবে মধুরে পৌঁছা যায়। (মধুরেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবগুলি পর্য্যবসিত হইয়াছে।) *

* সাধারণের পাঠ্য গ্রন্থে এ সকল সারতত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা অনুপযোগী বোধে, সে চেষ্টা করা গেল না। চরিতামৃতের পাঠক ইহাতেই সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন।

জীব আপন ক্ষমতায় তত দূরে কদাচিৎ পৌঁছিতে পারে। এই জন্যই তাহা গুরুরূপা সখীর সাহায্য-সাপেক্ষ। *১ ভগবানের বামে প্রকৃতিরূপে দাঁড়াইতে পারে, এমন ভাগ্য জীবের অল্পই আছে। কিন্তু একবারে হতাশ হইতে হইবে না। মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা আছেন, তাঁহাকে ভগবানের বামে বসাও; সখীগণ আছেন, তাঁহাদের সাহায্যে ভগবানের শ্রীমুখে তাম্বুল দাও—অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে—পরিতৃপ্ত হইবে। *২ কিন্তু গুরুপাদাশ্রয় ভিন্ন এ অপূর্ব্বভাব ক্বচিৎ লাভ হয়। এই জন্যই এতদ্সম্বন্ধে "অদীক্ষিতস্য বামোরুকৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং" ইত্যাদি কথা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাই যথার্থ।

" শ্রীবৈষ্ণব গুরু উপদেশ নাই যার।
কোটী যুগে কৃষ্ণসিদ্ধি নাহি হয় তার ॥"
(অদ্বৈত-প্রকাশ।)

হরিদাসকে দীক্ষা-গ্রহণে ইচ্ছুক দেখিয়া, অদ্বৈত প্রভু পরম আনন্দিত হইলেন ও প্রীতিভরে হরিদাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—

" হরিদাস! তোর কিছু নাহি অগোচর।
তথাপি করিলা মোরে, আচার্য্য স্বীকার ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম ॥" (দীক্ষা।)
(অদ্বৈত-প্রকাশ।)

হরিদাস অদ্বৈতের অভিপ্রায়ানুসারে গঙ্গাতীরে গেলেন। তথায় হরিদাসকে—

* ১, *২—৪৫ পৃষ্ঠার টীকা দেখুন।

" হরিনাম (মন্ত্র) দিলা প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া।"
(অঃ প্রঃ।)

তখন—

" গঙ্গার গহ্বরে পাঞা নাম চিন্তামণি।
প্রেমেতে মাতিলা শ্রীবৈষ্ণব চূড়ামণি॥"—(ঐ)

উন্মত্তের জ্ঞান থাকে না; প্রেমোন্মত্ত যিনি, তাঁহারও সহজ জ্ঞান নাই। হরিদাস প্রেমে মাতিলেন অর্থাৎ উন্মত্ত হইলেন। প্রেমের বেগ কতক্ষণ পরে কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল, তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন।

" সংজ্ঞা পাঞা অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবত কৈলা।
কৃষ্ণপ্রাপ্তিরস্ত বলি প্রভু বর দিলা॥"—(ঐ)

হরিদাসের দীক্ষা কার্য্য হইয়া গেল। অদ্বৈত প্রভু হরিদাসের শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু।

" জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে"

ইত্যাদি লোক বিশ্রুত কথার দৃষ্টান্ত হরিদাস অদ্বৈত-সম্মিলনের পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন।

হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম করেন। এবং—

" নাম সমাপিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার।
অলৌকিক কার্য্য তার, লোকে চমৎকার॥"—(ঐ)

এইরূপে পরমানন্দে হরিদাস শান্তিপুরে রহিলেন।

তত্ত্ব-বিচার।

হরিদাস যখন একাকী বসিয়া হরিনাম করিতেন, নাম করিতে করিতে তখন তাঁহার ভক্তি-প্রাচুর্য্যে প্রেমবিকার উপস্থিত হইত। এক দিন হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় তর্কচূড়ামণি-উপাধিধারী এক পণ্ডিত তথায় আসিলেন। ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তিনি হরিদাসকে পাগল বলিয়াই বোধ করিলেন। * কৃষ্ণদাস নামে একজন প্রাচীন † নিকটে ছিলেন, তিনি বলিলেন—"ইনি পাগল নহেন—প্রেমোন্মত্ত।" ‡

একটু পরেই হরিদাসের নাম-সংখ্যা পূর্ণ হইল। তখন তর্কচূড়ামণি মহাশয় তর্কের আশয়ে তূণীর হইতে দুইটী প্রশ্ন-তীর ছুড়িলেন।

হরিদাসের প্রতি তাঁহার প্রথম প্রশ্ন—"ভগবান নিরাকার না সাকার?"

---

* "হেন কালে আসি এক তর্ক চূড়ামণি।
কহে, এই বেটা বাউল হইল, অনুমানি॥"—অদ্বৈত-প্রকাশ।

† এই কৃষ্ণদাস শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের রাজা, দিব্য সিংহ। দিব্য সিংহের নাম একবার করা গিয়াছে। অদ্বৈতের পিতা ইহাঁরই মন্ত্রী ছিলেন। শান্তিপুরাগমনের পর অদ্বৈতের প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইলে, দিব্য সিংহ তাহা জানিতে পারেন, ও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, স্বয়ং শান্তিপুরে শান্তিলাভার্থ আগমন করেন। তাঁহার বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস। অদ্বৈতের বাল্যলীলা যাহা শ্রীহট্টে ঘটিয়াছিল, সে সমস্তই ইহাঁর পরিজ্ঞাত ছিল, এবং তাহা সংস্কৃতে সূত্ররূপে বর্ণনা করেন। অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থকার বলেন যে, অদ্বৈতের বাল্যলীলার কথা ঐ সূত্র হইতেই স্বীয় গ্রন্থে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

‡ "তাহা শুনি কহে সুপণ্ডিত কৃষ্ণদাস।
নাম প্রেমোন্মত্ত—ইহার নাহি দুঃখাভাস॥"—অদ্বৈত-প্রকাশ।

"সগর্ব্বেতে চূড়ামণি তারে প্রশ্ন কৈল।
ব্রহ্মেরে সাকার আর নিরাকার কয়।
ইথে সত্য অনাদি কারণ কেবা হয়?"
(অদ্বৈত-প্রকাশ।)

হরিদাস এ সকল কচ্‌কচি ভাল বাসেন না, পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি যতদূর সাধ্য সংক্ষেপে উত্তর দিতে লাগিলেন।

"ভগবান সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহাকে কেবল সাকার বা শুধু নিরাকার বলিলে তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করা হয়। অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। ভগবান বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়, ইহাই তাঁহার চমৎকারিত্ব।

"সগুণো নির্গুণো যশ্চ গুণাতীতো গুণাধিকঃ।
নিরাকারঃ সাকারশ্চ তং নমামি জগৎপতিং॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণীয় এই শ্লোকে তাহার উভয় গুণেরই স্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ "সাকার" বলিতে প্রাকৃত আকার মনে পড়ে, এই জ্ঞানই ভ্রমোৎপাদক। তাঁহার প্রাকৃত আকার নাই বলিয়াই তাঁহাকে নিরাকার বলা হয়। প্রকৃত আকার নাই, তবে কি আছে?—আছে অপ্রাকৃত দেহ।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥
(ব্রহ্ম সংহিতা।)

ভগবানের দেহ চিন্ময়। *

* "তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥"
(চৈঃ চঃ)

"অপাণিপাদঃ" এই শ্রুতিতেও তাহাই কথিত হইয়াছে—তাঁহার হস্ত নাই, পদ নাই, কিন্তু বেগে গমন ও গ্রহণ করেন; ইত্যাদি।* ইহাতেই অপ্রাকৃত—চিন্ময় হস্ত-পদাদির কথা স্বীকৃত হইতেছে।† অতএব এই অর্থে তাঁহাকে সাকার বলিতে দোষ কি? বরং তাহাই উচিত। সেই অদ্বয় তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।‡ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান একতত্ত্ব হইলেও সাধন সম্বন্ধে ভেদ আছে। নিরাকার জ্যোতি মানব ধারণা করিতে পারে না, চিন্ময় দেহধারী সাকার ভগবানই উপাস্য তত্ত্ব। ব্রহ্ম ভগবানেরই অঙ্গজ্যোতি।‖ জ্যোতির অভ্যন্তরেই তাঁহার চিদ্দেহ প্রকটীভূত। নারদ পঞ্চরাত্রে যথা—

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরং।"

---

* অনুরূপগীতাশ্লোকঃ—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণং॥"

† "সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তারে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধ করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥"
(চৈঃ চঃ।)

‡ "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত।)

‖ "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।"
"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ, তিন বিধেয় চিহ্ন॥"
(চৈঃ চঃ।)

অতএব—

"সচ্চিৎ আনন্দ ব্রহ্ম অনাদি ঈশ্বর।
নিত্যসিদ্ধ সাকার তিহোঁ শাস্ত্রে পরচার॥
তাঁন অঙ্গ-কান্তি সর্ব্বব্যাপী নিরাকার।
যৈছে একসূর্য্য তেজ ব্যাপী চরাচর॥"

(অদ্বৈত-প্রকাশ।)

তর্কচূড়ামণির দ্বিতীয় প্রশ্ন—সৃষ্টিতে বৈষম্য অর্থাৎ—

"সুখে দুঃখের তারতম্য জীবে দেখি কায়?"

(ঐ)

এ প্রশ্নের উত্তরও হরিদাস অতি সংক্ষেপে দিলেন, অদ্বৈত-প্রকাশ হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"যৈছে সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম নিত্য হয়।
সৃষ্টির নিত্যত্ব তৈছে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

* * * *

মায়াবৃত জীব আত্ম-কর্ম্ম অনুসারে।
নানা যোনি ভ্রমি সুখ দুঃখ ভোগ করে॥
ইথে পরব্রহ্মে না হয় বিষমতা দোষ।
বিচারিয়া দেখ সত্য না করিহ রোষ॥"—(ঐ)

হরিদাসের সিদ্ধান্ত শুনিয়া চূড়ামণি চমকিত হইলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় অদ্বৈত সেখানে উপস্থিত হইলেন।

অদ্বৈতের—"তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখি দ্বিজবর।
প্রভুকে প্রণাম কৈল করি যোড় কর॥"—(ঐ)

তর্কচূড়ামণি হরিদাসের মহিমা ও অদ্বৈত প্রভাব বিলোকনে বিস্মিত হইলেন। উভয়কেই তাঁহার মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হইল, তিনি অদ্বৈতের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। ইনিই দাস রঘুনাথের গুরু প্রসিদ্ধ যদুনন্দনাচার্য্য।

"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য প্রভুর এক শাখা।
তর্কচূড়ামণি আখ্যা সর্ব্বস্থানে ব্যাখ্যা॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম যার অধিকার।
প্রভুর কৃপায় পাইলা ভক্তিতত্ত্ব সার॥"—(ঐ)

ইহার পর হরিদাস অদ্বৈত প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া আরও কিছুকাল এ দিক ও দিক ভ্রমণ ও হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচারার্থ গমন করেন।

নাম-মাহাত্ম্য।

সপ্তগ্রামের জমীদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের সহিত অদ্বৈত প্রভুর পরিচয় ছিল। নবদ্বীপের অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহা-দের প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেন। তাঁহাদের জমীদারীর আয় তখনকার সময়েই বিংশতি লক্ষের কম ছিল না। ইঁহাদের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের সহ হরিদাসের বিশেষ পরিচয় ছিল, বলরাম—যদিও তিনি পদস্থ কুলীন ব্রাহ্মণ—সমাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হরিদাসকে আপন আবাসে লইয়া গেলেন। গোব-র্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ তখন বালক, তিনি পুরোহিতের গৃহে থাকিয়া

অধ্যয়ন করিতেন। বালক হইলেও রঘুনাথ ভক্তি শ্রদ্ধায় হরিদাসকে বাধ্য করিয়াছিলেন। হরিদাসের জীবন্ত চরিত্রে বালকের প্রাণও বিমোহিত হইয়াছিল, রঘুনাথের অন্তর্নিহিত ভাব জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বলরাম আচার্য্যের অনুরোধে হরিদাস একদিন হিরণ্য দাসের সভায় গমন করেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন হরিদাসকে সমাদর পূর্ব্বক বসাইলেন। সভাসদ প্রায় সকলের মুখেই হরিদাসের প্রশংসাবাদ। তিনি তিন লক্ষ নাম জপ করেন, সুতরাং তত্রত্য পণ্ডিতগণ নাম-মাহাত্ম্যের কথা উত্থাপন করিলেন। কেহ বলিলেন, "হরিনাম পাপবীজ বিনাশের একমাত্র ঔষধ।" "একমাত্র নামবলেই মুক্তিফল মিলে"—পূর্ব্ব কথার অনুমোদনে দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিলেন। হরিনামের প্রশংসাবাদ শুনিয়া হরিদাসের ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইল, তিনি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, ঈষদ্ধাস্য সহকারে তিনি তখন একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

শ্রীধর স্বামীকৃত সে শ্লোকটি এই—

"অজ্ঞঃ সংহরদখিলং সকৃৎ
উদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলহরের্নাম॥"

পণ্ডিতগণ হরিদাসকে এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালেই অন্ধকার ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, তখনই শৃগালাদি পশু, নিশাচর বা চৌরাদি পলায়নপর হয়।

সূর্য্যোদয়ে ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গলজনক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এই সূর্য্যোদয়ের সহিত নামোচ্চারণের তুলনা করা যাইতে পারে; শুদ্ধ নাম হৃদয়ে উদয় মাত্র পাপাদির ক্ষয় হয়, নামের ফল মুক্তি নহে, নামের ফল প্রেম।

হরিদাস এই কথা বলিবামাত্র গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি, তিনি আরিন্দাগিরি কার্য্য করিতেন, বলিলেন, "কঠোর যোগ তপস্যায়ও যে মুক্তি দুর্ল্লভ, হরিনামে সে মুক্তি অনায়াসে লাভ হয়, ইহা প্রলাপ মাত্র। যদি একথা সত্য হয়, আমার নাক কাটা যাইবে।" হরিদাস সকল সহিতে পারেন, নাম-নিন্দা শুনিতে পারেন না; তিনি বলিলেন, "যদি না হয়, আমার নাক কাটা যাইবে।" বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, জগতের লোক দেখিল যে, তিন দিন যাইতে না যাইতে চক্রবর্ত্তীর কুষ্ঠ রোগ হইল, আর তাহাতেই চক্রবর্ত্তী আপন উন্নত নাসিকাটি হারাইলেন! হরিনামের মাহাত্ম্য জগতে বিঘোষিত হইল, বিস্মিত চিত্তে লোক হরিদাসের মহিমা স্মরণ করিতে লাগিল।

হরিদাসের সংস্কৃতালোচনা পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তিনি ভাল সংস্কৃত জানিতেন। কিন্তু হরিদাসের রচিত একটি মাত্র শ্লোক ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। হরিদাসের এই শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুরের রচিত শ্লোকটি এই—

"অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্ব্বভৌমশ্রিয়া,
বিদূরতরবর্ত্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি।
কলিন্দগিরিনন্দিনীতটনিকুঞ্জপুঞ্জোদরে,
মনোহরতি কেবলং নবতমালনীলং মহঃ॥"

ভাবার্থ—

স্বর্গের কথায় আমার আবশ্যক নাই, ভূমণ্ডলের আধিপত্য পাইলেই বা আমার কি হইবে? মুক্তিরূপ মহা সম্পত্তি আমি চাহি না; তবে কালিন্দী তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জপুঞ্জ বিলাসী নব তমাল (সদৃশ কোন এক) নীলবর্ণ (পুরুষই) আমার মন হরণ করিতেছেন।

এই অপূর্ব্ব শ্লোকটিতে হরিদাসের মনোগত ভাব, যাহা চান্দপুরে প্রকাশ পাইয়াছিল—(মুক্তি হইতে ভক্তি বড়)—তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

নামে প্রেম।

"আগে হয় মুক্তি তবে ভব-বন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"

ইহা বৃন্দাবন ঠাকুরের কথা।

"মুক্তি" কথাটীর উপর বহুকালাবধি লোকের শ্রদ্ধা, তাই ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষা বড়, ইহা সহজে লোকে বিশ্বাস করিতে চাহে না। কিন্তু একটু অনুধারণ করিলে একটু ধীরচিত্তে ভাবিলে, বোধ হয় এ কথায় কাহারও আর আপত্তি থাকে না। বিবিধ বিভূতি লাভ করা, চতুর্ভুজাদি আকার বা ভগবানের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া, অথবা মহাপ্রাণে ক্ষুদ্র প্রাণ বিলয় করা, ইত্যাদি খুব বড় কথা বটে, এ সমস্তই ভবসাগরের পরপারে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে সুখ কি? ইষ্টই বা কি? আমি যাঁহাকে প্রাণের অধিক

ভাল বাসি—প্রেম করি, তাঁহার সেবা যদি করিতে না পাইলাম, তবে মৃত্যু জয় করিয়াই বা লাভ কি? স্বর্গের ঐশ্বর্য্যেই বা সুখ কি? ভগবানের সহিত প্রেম করা অপেক্ষা আর বড় কি হইতে পারে?

এখন হরিদাসের কথা—

"নামের ফল কৃষ্ণ-পদে প্রেম উপজয়।"

ইহা বিশ্বাস করা যায় কি না? যদি সত্য সত্যই নামে কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়, তবে যে কত লোক হরিনাম করে, কই, তাঁহা-দিগকে ত প্রেমে নৃত্য করিতে দেখি না? এ আপত্তি করা যাইতে পারে। অতএব এস্থলে হরিদাস ঠাকুরের অভিমত একটু আলোচনা করা অসঙ্গত নহে।

শাস্ত্রে নাম-মাহাত্ম্য বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন যে, হরিনাম শ্রবণ মাত্র মহাপাতকীও পবিত্র হয়।

যথা—

"যন্নামশ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোপি যে।
পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি ক্ষুদ্রধীঃ॥"

নান্দি পুরাণেও কথিত হইয়াছে যে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যে কোন পাতকই কৃত হউক না, নাম কীর্ত্তন মাত্রে তাহা বিদূরীভূত হয়।

যথা—

"সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকং।
নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥"

এইরূপ শাস্ত্রে সহস্র সহস্র প্রমাণ বিদ্যমান। শাস্ত্র বাক্যে

কেবল বিশ্বাস নহে, স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া ফল পাইয়াই ঠাকুর হরিদাস বলেন—

"নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।"

এবং—

"আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ-নাশ।"

সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের অধিকারী ছিলেন। সৈয়দ হুসেন খাঁ তাঁহার একজন কার্য্যকারক। এই সৈয়দ হুসেন খাঁ ভাগ্যবশে অবশেষে বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং মুনিবের কোন পূর্ব্বদোষের জন্য, তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ, জাতিনাশ করণার্থ মুখে করোয়ার জল নিক্ষেপ করেন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত হেতু সুবুদ্ধি রায় কাশীতে গমন করেন। কাশীর পণ্ডিতবর্গ ব্যবস্থা দিলেন যে, তপ্ত ঘৃত ভক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। অল্প দোষ বলিয়া কেহ কেহ এই ব্যবস্থায় অমতও করিলেন। নিশ্চিন্তরূপে মীমাংসা না হওয়ায়, সুবুদ্ধি রায়ের মনে সংশয় হইল, তিনি মরিলেন না, কাশীতেই রহিলেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে শ্রীগৌরাঙ্গ কাশীতে গমন করেন। কাশীতে গৌরাঙ্গের আগমন ধ্বনি উঠিল। অনেকে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন. সুবুদ্ধি রায়ও আসিলেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁহার নিকটে প্রায়শ্চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু কহিলেন, "তোমার প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না; প্রাণত্যাগ তমধর্ম্ম; তুমি বৃন্দাবনে যাও, আর নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কর।"

"এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম হইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥"

ইহা শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্য।

এখন "হরি" এই দুটি অক্ষরের মধ্যে এমন কি শক্তি নিহিত আছে, যাহার বলে পাপপুঞ্জ ভস্মীভূত হইয়া যায়? বাহ্য স্তর উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলে দেখা যায়, হরিনামের অসীম শক্তির কথা অসম্ভাবিত নহে। তাই ধ্যান ধারণায় অশক্ত, যাগ যজ্ঞে অক্ষম, পূজা অর্চ্চনায় অপারগ, ভবরোগাক্রান্ত দুর্ব্বল কলি-জীবের পক্ষে হরিনামই একমাত্র ঔষধ।

"হরি" এই ক্ষুদ্র দুইটী আখর সামান্য নহে। জগতে ক্ষুদ্রেরও শক্তি আছে; এ জগৎ ক্ষুদ্র পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টি। ক্ষুদ্র পরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণে জাগতিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশাল আবর্জ্জনা-স্তূপ ভস্মীভূত করে; ক্ষুদ্র প্রদীপ ঘন তিমির-রাশি বিনাশ করিয়া থাকে।

শব্দের শক্তি অসীম; শব্দই ব্রহ্ম।* শব্দ শক্তিতে জগত বশ; শব্দ-শক্তিতে বিষাক্ত বিষধরকে মুগ্ধ হইতে কে না দেখিয়াছেন?

উষ্ট্রের উপর বোঝা চাপান হইয়াছে, উষ্ট্র উঠিতে পারিতেছে না, তুমি বেত্রাঘাত কর, উষ্ট্র নড়িবে না; কিন্তু চতুর চালক যেই বংশীধ্বনি করিতে থাকে, ভারি বোঝা লইয়া আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া উষ্ট্র তখনই চলিয়া যায়।

সর্প যে এত হিংস্র, বংশীধ্বনি শুনিলে সেও মুগ্ধ হইয়া যায়, হিংসা বৃত্তি ভুলিয়া থাকে।

শব্দের প্রকৃতিগত এমন কি শক্তি আছে, অর্থ না বুঝিলেও— ভাবে না ডুবিলেও সে শক্তি ক্রিয়াপর হয়, মন উন্মত্ত করে। তাই সর্প বা উষ্ট্রকে বংশীনাদে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দেখি।

*কেবল হিন্দুশাস্ত্রে নহে, খৃষ্টানের বাইবেলেও ইহা স্বীকৃত দেখিতে পাই।

অবোধ শিশু কিছু জানে না, বুঝে না; মধুর সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইতে—কাণ পাতিয়া শুনিতে তাহাকে দেখা যায়।

অতি দুর্ব্বল সিপাহী—যুদ্ধোদ্যমে নিরুৎসাহ, ভাগ্য-বিচারে বিব্রত; শত্রুহত্যায় পরাঙ্মুখ। হঠাৎ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, বাজনার ঝন্‌ঝনা শব্দে দুর্ব্বল সিপাহীর শিরায় শিরায় শোণিত বহিল, প্রতি তন্ত্রী নাচিয়া উঠিল, সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধাবিত হইল। বস্তুতঃ শব্দের অসীম শক্তির কথা কে না স্বীকার করিবে?

অতএব হরিনামের এমন একটী শক্তি—এমন একটী অলোকিক শক্তি—পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হইয়াছে, যাহার বলে অন্তরের প্রতি তন্ত্রী আন্দোলিত হইতে থাকে। ক্রমে তাহাতে ভোগবাঞ্ছা বিদূরিত হয়, হৃদয় নির্ম্মল হয়। ক্রমে তাহাতে পাপ-তাপ ভস্মীভূত হয়, হৃদয় প্রেমার্দ্র হয়। নাম-সাধক যিনি, তিনিই মাত্র নামের মহিমা বুঝিতে পারেন; কথা কহিয়া তাহা বুঝাইতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। নাম-সাধক দিবানিশি নামাবেশে বিবশ থাকেন। যদি নামে একটী মধুময় রস না থাকিত, যদি একটী অতিলৌকিক মোহনীয় শক্তি না থাকিত, এক জন লোকের চিরজীবন এরূপ অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইত—সাধ্যাতীত হইত।

শ্রীভগবান পরম কৃপালু। জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি একটি নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ সুখ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেটি তাঁহার ভজন। এই ভজন নানা প্রকারে সম্পাদিত হয়; তন্মধ্যে অতি সহজ ও সুখকর উপায় একটি নাম জপ। শাস্ত্র বলেন, ভগবান আপন সমুদায় শক্তি তাঁহার নামে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। *

---

* "নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্ব্ব শক্তি,
তত্রার্পিতা" ইত্যাদি।—শ্রীভগবদ্বাক্যং।

তাঁহাকে আর সহজে কেহ পাইতে পারে না। নামরূপ ভেলা আশ্রয়ে তাঁহাকে লোকে পাইতে পারে। বিশুদ্ধ ভাবে নাম জপ করিলে কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, আর প্রেমেই তিনি আবদ্ধ।

যে যে স্থলে ইহার ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়, শাস্ত্রে তাহার কারণ, সে রোগের ঔষধও ব্যবস্থিত আছে।

চরিতামৃত বলেন—

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥

পাপ আর অপরাধ, দুটি বস্তু। পাপ ছোট, অপরাধ বড়। পাপ নামাভাসেই চলে যায়, কোন কোন অপরাধ তাহাতে না যাইতেও পারে। যদি নাম-গ্রহীতার হৃদয়ে প্রেমবীজ দেখিতে না পাও, অপরাধই ইহার মূল জানিবে।

পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক এই—

"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশলঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোহি সর্ব্ব সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥"

হরিচরণাশ্রিত ব্যক্তি সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পায়েন। যে অধম শ্রীহরির চরণারবিন্দে অপরাধী, সেও যদি তদীয় নামের আশ্রয় লয়, তবে নাম তাহাকে অপরাধ হইতে ত্রাণ করিতে পারেন। নামের শক্তি এতদূর। এবম্বিধ সুহৃত্তম নামে যাহার অপরাধ ঘটে, তাহাকে পরিত্রাণ করিতে আর কেহই নাই; সে

অধোলোকে নিপতিত হয়। অতএব সাধকের নামাপরাধে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। * অপরাধ-পরিশূন্য নির্ম্মলান্তঃকরণে নাম গ্রহণ

* নামাপরাধ দশটি।

১। সাধু-নিন্দা।

সাধু যখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন সাধু-নিন্দা ভগবানেরই নিন্দা। ইহা প্রধান একটি অপরাধ।

২। বিষ্ণু নাম হইতে পৃথক্ ভাবে শিব নামাদি কীর্ত্তন।

কৃষ্ণনাম হইতে পৃথক্ ভাবে শিবাদির নাম কীর্ত্তনে বহু-ঈশ্বর বাদ হইয়া দাঁড়ায়, এবং কৃষ্ণে ঐকান্তিকতার হানি ঘটে। কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর, অপর সমুদয় তাঁহারই বিভূতি; এই দৃঢ় জ্ঞানে কাঁহারও প্রতি অবজ্ঞা না করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে।

৩। গুরু-অবজ্ঞা।

কেবল দীক্ষা-গুরু বলিয়া নহে, গুরুজন মাত্রই পূজনীয়। ভগবানের ভক্তির সূত্রপাত এইখান হইতেই আরম্ভ। গুরুভক্তিবিহীন ব্যক্তি মহা অপরাধী।

৪। বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র নিন্দা।

বেদ বেদান্ত ও ভাগবতাদি সাত্বিক শাস্ত্রই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, ইহার অসম্মানে অবিশ্বাস আইসে; অবিশ্বাসের ন্যায় ভজনের প্রতিকূল আর কি আছে? অতএব ইহা একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য।

৫। নাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস।

নাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস জন্মিলে নামে আদৌ শ্রদ্ধা জন্মে না। এই নামে অবিশ্বাসই একটি অপরাধ। কেননা, অবিশ্বাস মনের স্থৈর্য্য-বিনাশক, কিন্তু ইষ্ট লাভের হেতুভূত নহে। নাম নামীতে অভেদ, এই জ্ঞানই পরম ইষ্ট-সাধক।

৬। প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন।

নাম-সাধকের পক্ষে ইহা সামান্য ব্যাধি নহে, ইহাতে ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে সংশয়-বীজ রোপিত হইয়া থাকে, সংশয় বিশ্বাস-বিনাশক; তাই অপরাধ বলিয়া গণ্য (নাম সম্বন্ধে)।

৭। অন্য শুভ কর্ম্ম (যজ্ঞব্রতাদি) সহ নামের তুল্যতা বিচিন্তন। এরূপ চিন্তনে নাম মাহাত্ম্যে খর্ব্বতা করা হয়, উপকার কিছু নাই।

৮। নাম বলে পাপ করা।

যে পাপ করিতেছি, নাম লইয়া তাহা দূর করিব, এই বিকৃত ধারণা।

করিলে নামের ফল প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। অপরাধ রূপ আবর্জ্জনা বর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ পবিত্র সলিলে বিধৌত না করিলে হৃদয় নির্ম্মল হয় না। অপবিত্র মলিন হৃদয়ে ভুক্তি মুক্তি আদি বিবিধ বাসনা পিশাচী নিয়ত বসতি করে, তাহাতে নাম, তথা প্রেম স্ফুরিত হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই শ্লোকটি আছে—

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"

বাসনাবদ্ধ চিত্তে ঐকান্তিকতা, তথা ভক্তি উদিতা হন না; ভক্তির অনুদয়ে প্রেম জন্মে না। ভক্তির আনন্দঘন চরম অবস্থাই কৃষ্ণপ্রেম। সেই অতি কোমল প্রেম কেমনে জন্মিবে, যদি হৃদয় উর্ব্বর কোমল না হয়? অতএব প্রেমবাঞ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে অপরাধ বর্জ্জন করা চাই, কু-বাসনা পরিত্যাগ চাই, মনটি নির্ম্মল রাখা চাই। এরূপ ভাবে নাম করিলেই হৃদয়ে প্রেমের ধারা তর তর বেগে বহিয়া থাকে। তাই জৈমিনি সংহিতায় উপদেশ দিয়াছেন—

"তস্মিংশ্চ ভগবন্নাম্নি জগদেকোপকারিণি।
বিশ্বৈব সেব্যে মতিমানপরাধান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

হরিনাম গ্রহণের মুখ্যফলই প্রেমলাভ।

কথা এই যে, ভগবান্‌কে যিনি অন্তরতম করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার সুবিমল প্রীতির পদার্থ ভগবান্, তাঁহার ভগবন্নামো-

৯। শ্রদ্ধা-বিহীনকে নামোপদেশ দান।
অনধিকারীকে উপদেশ ফল কিছু নাই, তাঁহার কাছে ইহা উপহাসের বস্তু।

১০। নাম-মাহাত্ম্যে অপ্রীতি।

চ্চারণে—তন্নাম-শ্রবণে হৃদয়ে প্রেম-প্রবাহ বহিতে থাকে। নামের গুণই এই। একান্ত প্রীতি যাঁহাকে, তাঁহার নাম শ্রবণে স্বভাবতই প্রেম জন্মিবে। অতএব নামের ফল প্রেম, আর সেই কৃষ্ণপ্রেম মুক্তি আদি হইতে শ্রেষ্ঠ, এই যে হরিদাসের সিদ্ধান্ত, ইহা অতি যথার্থ।

হরিদাসের জীবন এই কথার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

শান্তিপুরে।

হরিদাসকে মনঃকষ্ট দেওয়ায় গোপাল চক্রবর্ত্তী যে পরিণাম প্রাপ্ত হইলেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

"ভক্ত-স্বভাব অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে॥"

চরিতামৃতের এ কথার দৃষ্টান্ত হরিদাস ও গোপাল চক্রবর্ত্তীর কাহিনীতে পাওয়া যায়। হরিদাস চক্রবর্ত্তীর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া অতি বিষাদিত হইলেন; আবার তাহা লইয়া তখন নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। অবশ্য তাহা হরিদাসের মহিমারই কথা, কিন্তু দীনস্বভাব হরিদাস আপন প্রশংসাবাদ শুনিতে পারিলেন না, চক্রবর্ত্তীর দুঃখ দেখিতে পারিলেন না। তাই বলরাম পুরোহিতকে বলিয়া শান্তিপুরে আগমন করিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে যথা—

"বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা।
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥

গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তারে দিল।
ভাগবত গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
দুই জন মেলি কৃষ্ণ কথা আস্বাদন॥"

হরিদাস পুত-সলিলা জাহ্নবী-তীরে ভজন সাধনে সুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা বুঝি একবারে হয় না, তাই দৈব নির্ব্বন্ধে বেণাপোলের পরীক্ষা প্রসঙ্গের ন্যায় এখানেও একটি ঘটনা সংঘটিত হইল। সাক্ষাৎ মায়া স্বরূপ কোন সুন্দরী ষোড়শী, হরিদাসের জিতেন্দ্রিয়তা ও বিষয় বৈরাগ্য শ্রবণে ভক্তি ও কৌতূহলান্বিতা হইয়া, একদা হরিদাসের নির্জ্জন গোফায় আগমন করেন।

জ্যোৎস্নাবতী রজনী, শুভ্র কিরণ সম্পাতে জাহ্নবীর নীল সলিল ঝল মল করিতেছে; সে নির্ম্মল সুশীতল কিরণ লহরীর তরঙ্গে তরঙ্গে যেন দশ দিক হাস্য করিতেছে। কিন্তু রমণীর ভুবনমোহন রূপমাধুরীর নিকট সে লাবণ্যময়ী জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া গেল। হরিদাসের ক্ষুদ্র গোফাদ্বারে নন্দন কাননের শ্রী আবির্ভূত হইল, সে তৃণ-কুটীর হাসিয়া উঠিল, উজলিত হইল।

এই যে মানবদেহধারিণী মায়া, হরিদাসের চিত্ত তিনি মোহিত করিতে পারিলেন না। রমণীর রূপভার পরাস্ত হইল, তাঁহার প্রতি হরিদাসের ভ্রূক্ষেপ নাই। মায়ামুক্ত মহাত্মা রমণীর ফাঁদে পা কেন দিবেন? রূপসীর রূপ মহিমা ভক্তি-গরিমার কাছে অবনত হইল, রূপসী ভক্তের চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িল, হরিদাস তাঁহাকে অভয় দিলেন; তাঁহাকে হরিনাম দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

শান্তিপুরে হরিদাসের সুখেই দিন যাইতে লাগিল,—ভক্তের

কোন্ দিনই বা অসুখে যায়?—কোন কিছুর ভাবনা নাই, অদ্বৈত প্রভুর ন্যায় মহাপুরুষের সঙ্গসুখ, সামান্য ফলে লাভ হয় না। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে গীতা ভাগবতের ভক্তি অর্থ শুনাইতেন ও উভয়ে আনন্দে ভাসিতেন।

গীতা ও ভাগবত যদিও ভক্তিশাস্ত্র, এবং যদিও তখন ইহা পণ্ডিত সমাজে পঠিত হইত, কিন্তু ইহার অর্থ তাঁহারা ভক্তি পক্ষে না করিয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞান পক্ষে করিতেন। বহুকাল পরে অদ্বৈত প্রভুই ভক্তি পক্ষে অর্থ করেন। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য বুঝিবার লোক অল্পই ছিল। বুঝিবার লোক পাইলে কাযেই উৎসাহ সহকারে অদ্বৈত প্রভু ভক্তি-অর্থ শুনাইতেন। এইরূপে গীতার ভক্তি-অর্থ পুনঃ প্রচারিত হয়।

হরিদাসকে আহারের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিতে হইত না—প্রস্তুত করিবার অবকাশও ছিল না। অদ্বৈত প্রভুর ওখান হইতেই তিনি প্রসাদ প্রাপ্ত হইতেন।

অদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে যেরূপ সন্মান করিতেন, দীনস্বভাব হরিদাসের তাহা ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। হরিদাস এক দিন অদ্বৈত প্রভুকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে—

"মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ।
আমাকে আদর কর না বাসহ লাজ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয়॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

"আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্র মত হয়॥"—(ঐ।)

ইহা বলিয়া তিনি একটি সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া বসিলেন। সে কার্য্যটি এই যে, হরিদাসকে তিনি "শ্রাদ্ধপাত্র" ভোজন করিতে দিলেন।

শ্রাদ্ধবাসরে বেদজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধি শাস্ত্রে আছে। হরিদাস যবন প্রপালিত বলিয়া প্রকৃত পক্ষে যবনই বটেন। তাঁহাকে শ্রাদ্ধপাত্র দেওয়ায় অদ্বৈত প্রভু সামাজিকতার শিরে পদাঘাত করিলেন।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।"

এই যে শাস্ত্রোক্তি, অদ্বৈত প্রভু তাহার প্রাণদান করিলেন।

"অজ্ঞে জানাইতে প্রভু বৈষ্ণব মহত্ব।
দ্বিজ থুইয়া হরিদাসে দিলা শ্রাদ্ধপাত্র॥"

অদ্বৈত-প্রকাশ।

"যস্তু বিদ্যাবিনির্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবং।
বেদবিত্তোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ॥
সিকৃথমাত্রন্তু যদ্ভুঙ্‌ক্তে জলং গণ্ডুষমাত্রকং।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমং॥"

এবং—

"সুরাভাণ্ডস্থপী যূষং যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
চক্রাঙ্করহিতং শ্রাদ্ধং তথা শাতাতপোঽব্রবীৎ॥"

এই যে শাস্ত্রাদেশ, অদ্বৈত প্রভু কর্তৃক সম্যক্ রূপে তাহা প্রতিপালিত হইল।

অদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে প্রফুল্ল বদনে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—

"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।"

অদ্বৈত প্রভু পরম কুলীন, কিন্তু হরিদাসকে কিরূপ চক্ষে

দেখিতেন, এই ঘটনাই তাহার সাক্ষী। বস্তুতঃ ভক্ত হরিদাসকে তখন হিন্দুসমাজ সম্মানের ও ভক্তির নেত্রে দর্শন করিতেন। হরিদাস তখন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক "ঠাকুর" অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কে বলে হিন্দুধর্ম্মে উদারতার অভাব?

হরিদাসের প্রভাব।

হরিদাস যবন-পালিত, সামাজিক নিয়মে যবনই বটেন। অদ্বৈত প্রভু পরম কুলীন, হরিদাসকে লইয়া সমাজের সম্মুখে তিনি যথেচ্ছ আচরণ করিতে লাগিলেন। ভক্তি ও চরিত্র গৌরবে স্তম্ভিত হইয়া কেহই তাঁহাকে এত দিন কিছু বলিতে সাহস করে নাই। কিন্তু এই সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্যে—শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে দেওয়ায় শান্তিপুরের অপরাপর ব্রাহ্মণগণ অদ্বৈত প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

"কুলীন ব্রাহ্মণগণ কহে পরস্পরে।
হরিদাসের সঙ্গ যদি না ছাড়ে আচার্য্য।
সমাজেতে সেই সত্য হইবেক বর্জ্জ্য॥

(অদ্বৈত প্রকাশ।)

কিন্তু অদ্বৈত প্রভু এ সকল কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

"আচার্য্য তাহা ত নাহি মনোযোগ কৈলা।
প্রভুরে পাষণ্ডীগণ বর্জ্জন করিলা॥"—(ঐ)

এই ঘটনায় হরিদাস নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক দিন শান্তিপুর হইতে চলিয়া গেলেন।

ইহার কতক দিন পরে শান্তিপুরে কোন ধনী ব্রাহ্মণের গৃহে এক উৎসব আরম্ভ হইল। শত শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণোপলক্ষে আসা যাওয়া করিতেছেন। দৈবাৎ সেখানে একজন উদাসীন আগমন করিলেন। উদাসীনের প্রদীপ্ত কান্তি, প্রভাকরের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গদ্যুতি, সমাগত সকলের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। সেখানকার সকলেই তাঁহার চরণে মস্তক দিলেন। সংবাদ দাবানলের ন্যায় ঘরে ঘরে ছুটিল, সাধুর অপূর্ব্ব প্রভাব, অপূর্ব্ব প্রতিভা। গ্রাম শুদ্ধ লোক তাঁহার পদানত হইল, হরিনামের কোলাহলে সেদিন শান্তিপুর অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল।

এই উদাসীন আমাদের হরিদাস।

ব্রাহ্মণগণ পশ্চাৎ তাঁহার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। পূর্ব্ব আচরণের জন্য তখন তাঁহাদের অনুতাপ জন্মিল। তাঁহারা ভাবিলেন—

"যার সঙ্গ দোষে ইহাঁয় (অদ্বৈতে) করিলাম বর্জ্জন।
সেই হরিদাসের হয় অলৌকিক গুণ॥
হরিভক্ত জনের বিশুদ্ধ কলেবর।
তাহে জাতি-বুদ্ধি হয় মহা পাপকর॥
শ্রীঅদ্বৈত পদে মোরা কৈনু অপরাধ।
শিক্ষাইলা ভক্তদ্বারে করিয়া প্রসাদ॥
এতবলি দ্বিজগণ যুড়ি দুই কর।
গলে বস্ত্র বান্ধি আইলা আচার্য্য গোচর॥"

(অদ্বৈত-প্রকাশ।)

অদ্বৈত কি করিলেন? পরমানন্দে ব্রাহ্মণগণকে অভ্যর্থনা

করিলেন। পরস্পর প্রণাম আলিঙ্গনাদি হইল, ব্রাহ্মণগণ ক্ষমা চাহিবার পুর্ব্বেই সদয় অদ্বৈত তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন।

সেই ঘটনায় শান্তিপুরের বহু ব্রাহ্মণ অদ্বৈতের অনুগত ও শিষ্য হইলেন। অদ্বৈত তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

"প্রভু কহে দ্বিজগণ না করিও ভয়।
হরিনামের অবিচিন্ত্য মহাশক্তি হয়॥
সেই নাম ব্রহ্ম জপ কর সংকীর্ত্তন।
অনায়াসে হৈব সবার অভিষ্ট পুরণ॥
এত কহি শ্রীঅদ্বৈত নিজ গৃহে গেলা।
মহাভাগ্য দ্বিজগণ বৈষ্ণব হইলা॥"

(অদ্বৈত-প্রকাশ।)

এইরূপে হরিদাসের উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ তরিয়া গেল।

"কদর্য্য স্বভাব দ্বিজগণের আছিল।
বৈষ্ণব প্রভাবে তাহা বিশুদ্ধ হইল॥"—(ঐ)

এই যে ঘটনার উল্লেখ করা গেল, ইহা দ্বারা তখনকার অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পুর্ব্বে এক দিকে যেমন অনাচার অবিচারে দেশ পুর্ণ ছিল, অন্য দিকে তদ্রূপ একটি সুবাতাস প্রবাহিত হইতেছিল। তাহারই ফলে ব্রাহ্মণগণ সহজেই অদ্বৈতের শরণাপন্ন হইল। যাহা হউক যবন-পালিত হরিদাসের প্রতি লোকের যে একটু কটাক্ষ ছিল, এই হইতে তাহা তিরোহিত হইয়া যায়। ফুলিয়া ও শান্তিপুর কুলীনের প্রধান স্থান। এ দুই স্থানের ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক হরিদাস সমাদৃত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"হরিদাস যে কোন জাতিই হউন না কেন, তিনি হিন্দু—তিনি "বৈষ্ণব জাতি।"

"যেই কৃষ্ণ ভজে সেই শ্রীবৈষ্ণবজাতি।"—(অদ্বৈত-প্রকাশ।)

শ্রীমদ্ভাগবতে "অচ্যুত গোত্রের" উল্লেখ আছে, হরিদাসের জাতি তাহাই।"

যবন-প্রপালিত হইলেও হরিদাস হিন্দু—"বৈষ্ণব জাতি" বলিয়া গৃহীত হইলেন। ইহাই হরিদাসের চরিত্র-প্রভাব।

—•—

ভগবান্ ভক্তির বশ।

চান্দপুর গমনের পুর্ব্বে হরিদাস শান্তিপুরে ছিলেন, এ কথা উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু তখনকার একটি অদ্ভুত কার্য্যের কথা বলা হয় নাই।

ভক্তের সরলতা বালকের ন্যায়, ভক্তের রহস্যপূর্ণ কার্য্য বিজ্ঞজনের কাছে বালোচিত বোধ হইলেও, তাহার গভীর মর্ম্ম বহির্জ্জগতের অবোধ্য।

ভক্ত পরদুঃখকাতর—পরার্থপর। যদিও ভগবানের শ্রীচরণে তাঁহাদের সমস্ত বাসনা উৎসর্গীকৃত, তথাপি একটি অভিলাষ তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন না। সে'টি এই যে, জীব যেন তাঁহাদেরই ন্যায় ভগবৎ-প্রেম-পাথারে সন্তরণ করিতে পারে, জীবের যেন দুঃখভোগ করিতে না হয়। এ'টি শ্রীমতির ভাব।

* একদা নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীমতী অভিমানিনী হইয়া বসিয়া সখীগণ-পরিবেষ্টিত গোবিন্দ কত সাধ্য-সাধনা করিতেছেন। সেদিকে শ্রীমতির ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি অধোবদনে রহিলেন।

শ্রীমতির পক্ষে তখন সখী বলিতেছেন, "মাধব! যদি তুমি রাধাপ্রেম অভিলাষ কর, তবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, আর বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। মাধব! শ্রীমতিকে এই মর্ম্মে খত লিখে দাও, আমরা তাহাতে সাক্ষ্য থাকিব।" এই কথাগুলি বিদ্যাপতির পদেই বলা ভাল।

"তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখি করি খত লেখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন আশ॥
মো বিনে স্বপনে না হেরিব আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥
ঐ ছল কবচ যব ধরব হাত।
তবহি তুয়া সঞে মরমক বাত॥
ভনহু বিদ্যাপাত শুনবর কান।
মান রহুক পুনঃ যাউক পরাণ॥

মাধব আর কি করিবেন? এরূপ কার্য্যে তাঁহার স্বভাবতই আমোদ, তিনি সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে তিনি শ্রীমতিকে কাতরে বলিতে লাগিলেন—

* সাধারণ পাঠক শ্রীমতিঘটিত পরবর্তী বিবরণ পরিত্যাগ করিতে পারেন।

"সুন্দরি! হেরি এক কর অবধান।
ক্ষেম অপরাধ, প্রেম বাধ করবি যব,
তব কৈছে ধরব পরাণ॥
লেখি লেহ কবচ, দাস করি সুন্দরি,
জীবনে যৌবনে রহু ভাগি।
তুয়া নাম রতন, শ্রবণে মণি কুণ্ডল,
এবে ভেল বিভঙ্গ বৈরাগী॥
পীতাম্বর গলে, করি কর যুগলে,
মিনতি করহু তুয়া আগে।
হাম ঐছে লাখ লাখ, কত বিলুণ্ঠিত,
এ তুয়া চরণ সোহাগে॥
মনসিজ করে ধনু, হেরি কাতর তনু,
বিছুরল ধনঞ্জন মায়া।
তছু ভয় লাগি, শরণ হাম লেয়লুঁ,
দেহ পদ-পঙ্কজ ছায়া॥
ঐছন মিনতি, করল যব নাগর,
ধনী লোচন জল পুর।
হেরইতে বদন, রোদন করু দুহুঁজন,
অব ঘনশ্যাম মন পুর॥"

এইরূপে দুর্জ্জয় মানাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু শ্রীমতী তথাপি কথা বলিতে পারিতেছেন না। তখন সময় বুঝিয়া ললিতা সখী অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতির এতক্ষণে কথা ফুটল, যথা—

"ললিতার বাণী, শুনি বিনোদিনী,
প্রসন্ন বদনে কয়।

আমি ত কেবল, তোদের অধীনা,
যা' বল শুনিতে হয় ॥
সখি! তোরা মোর কর এহি হিতে।
আর যেন এমন, না করে কখন,
পুছ উহায় ভালমতে ॥
পুন যদি আর, এমত ব্যাভার,
করয়ে এ ব্রজভূমে।
উহার প্রণতি, শ্রবণ গোচরে,
না করিব এ জনমে ॥
এত শুনি হরি, গলে বাস ধরি,
কহয়ে কাতরে বাণী।
শুন বিনোদিনী, জনমে জনমে,
আমি আছি তব ঋণী ॥
এত শুনি গোরি, দুবাহু পসারি,
বঁধুয়া করিল কোলে।*
এইখানে হয়, রসামৃত-ময়,
চণ্ডীদাসে ইহা বলে ॥"

শ্রীমতী যদিও কতক পরিহাসের ভাবে কথাগুলি বলিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস ভাবিলেন না; বলিতেছেন—"সখি! শ্রীমতির শাসন আমার পক্ষে পুষ্পবর্ষণ, আমি তাঁহার ঋণ কদাপি পরিশোধ করিতে পারিব না।"

গোবিন্দের এই কথাটী শুনিয়া যথার্থই শ্রীমতির হাস্যোদ্রেক

* রাধাকৃষ্ণের একীভূত সম্মিলনে রসময় গৌরাঙ্গ-রূপ প্রকটিত হয়। স্বপ্নবিলাসাদি গ্রন্থে ঠিক এই ভাবই পরিগৃহীত হইয়াছে।

হইল; হাসিয়াই তিনি বলিতেছেন,—"সখি! জীবের যাতনা দেখিয়া বড় ব্যথা পাই, ইনি যদি জীবের দুঃখ দূর করেন, তবেই আমার ঋণ—যাহা স্বীকার করিতেছেন—পরিশোধ হয়।"

বলা বাহুল্য, এ ভাবটি শ্রীমতির মজ্জাগত হইলেও পরিহাসের ভাবেই তিনি বলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বরাবর ভাবান্তরে গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার উত্তরেই তাহা প্রকাশ। এবারেও তিনি বলিতেছেন—

"শুন শুন বিনোদিনী রাই!
তোমার এ ঋণ, পরিশোধ হবে,
কলি প্রথম সন্ধ্যায়॥
ত্যজি কাল বরণ, করিব ধারণ,
তোমার অঙ্গের কান্তি।
তুয়া নাম লইয়া, বেড়াব কাঁদিয়া,
অশ্রুজলে হব শ্রান্তি॥
ভাবি তব ভাব, হবে প্রেম-ভাব,
স্বভাব ছাড়িবে দেহ।
তেজিয়া বাঁশরী, হব দণ্ডধারী,
রাখিতে নারিবে কেহ॥
লইয়া ভক্তগণ, করিব কীর্ত্তন,
রাধা রাধা ধ্বনি করি।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, হইবে তখন,
অচেতনে রৈব পড়ি॥
অমূল্য রতন, তব প্রেম-ধন,
অযাচকে বিলাইব।

কলিযুগ যাবে, কৃতযুগ আসিবে,
তবে সে খালাস হব ॥
ধীরচন্দ্র কয়, তবে সে খালাস,
নতুবা প্রেমের ঋণী।
ভকত-হৃদয়ে, রাখি সেই প্রেম,
গুপত গৌরমণি ॥*

শ্রীমতির পরিহাসের ভাব পলাইল,—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া শ্রীরাধা ব্যথিতা, ক্রমে তাঁহার প্রেম-বৈচিত্র্য ভাবের উদয় হইল; শ্রীকৃষ্ণ যেন যথার্থই ধরাবলুণ্ঠিত হইতেছেন, এই ভাবে শ্রীমতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষণিক মূর্চ্ছা তিরোহিত হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। তখনও শ্রীমতির বাহ্যজ্ঞান নাই, পূর্ব্বভাবেই তিনি বলিতেছেন—

"না না, ভূমে প'ড়না প'ড়না প'ড়না হে।
তোমায় যতনে রাখিব হৃদয়ে ভরি;
ভূমে প'ড়না! (ওহে দুঃখিনীর বন্ধু!)"

এই বলিয়া শ্রীরাধা উন্মাদিনীর ন্যায় বিদ্যুৎগতিতে গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিলেন।*

শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণের যত্নে শ্রীমতির সম্পূর্ণ বাহ্য-জ্ঞান জন্মিল, হাস্য পরিহাস পুনঃ আরম্ভ হইল। সখীগণ তখন দাসকবচের কথা

* এই বেষ্টনে গৌররূপ উদ্ভাসিত হয়। কেহ কেহ বলেন, আলিঙ্গন-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে রাখিয়া শ্রীরাধা বাহিরে রহিলেন,—ইহাই গৌরাঙ্গ-অবতার;—গৌর অবতারে ইহাই শাস্ত্রকথিত "ছন্নত্ব।" কিন্তু সে সকল কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকায় এ সকল কথা বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইয়াছে।

পুনর্ব্বার উত্থাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বাপর ইহাতে সম্মত, সখীদের কথায় তিনি দাস-কবচ লিখিয়া দিলেন। মহাজনগণ সেই দাসকবচ-পদে এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা—

"ইয়াদিকিঙ্ক, গুণ-সমুদ্র,
শত সাধু শ্রীরাধা।
সদুদারস্য, চরিতস্য,
পূরাও মনেরই সাধা॥
তস্য খাতক, হরি নায়ক,
বসতি ব্রজপুরী।
কস্য কর্জ্জ, পত্র মিদং,
লিখিলাম সুকুমারী॥
ঠামহি তব, প্রেম দুর্ল্লভ,
লইনু কর্জ্জ করিয়া।
ইহার লভ্য, পাইবে ভব্য,
প্রেম অখিল ভরিয়া॥
যখন তিন, বাঞ্ছা পূরব,
ঋণ শোধব কলিযুগে।
এই করারে, খত লিখি দিয়ে,
শ্রীরূপমঞ্জরী আগে॥
কহে চন্দ্রশেখর, লেখনী ধরিয়া,
লিখিলা করুণা করি।
শ্রীরাধে বলিয়া, খত লিখি দিলা;
লেহত শ্রীকর ধরি॥"

এ রহস্যটি কি? গৌর-অবতারের ইহাও একটি কারণ।

শ্রীগৌরাঙ্গচান্দই জীবের দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন, রাধার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই অবতারেই রাধার প্রেম—ব্রজের নিগূঢ় প্রেম—অযাচিত রূপে যাহাকে তাহাকে বিতরণ করা হইয়াছিল, রাধার প্রেমানুরোধে ভগবান্ মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বগুণাধার। পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব-বাসনার উল্লেখ করিয়াছি—জীবের দুঃখ দূর হউক,—ইহা সেই মূল প্রস্রবণ হইতে, রাধা-হৃদয় হইতে উদ্গত। আর ভগবান যদিও অসীম শক্তিধর, তথাপি তিনি ভক্তির বশ, আর তিনি জীবের পরম সুহৃদ্, পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি চিন্তা করিলে ইহাই বোধ হয়। ইহা জীবের পরম আশাপ্রদ ও ভরসা-শান্তির স্থল।

ভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তি বলে ভক্ত তাঁহাকে অবতীর্ণ পর্য্যন্তও করাইতে পারেন।

গৌর অবতারের অসংখ্য কারণ থাকিতে পারে,—আছেও; শ্রীরাধার অভিলাষও তাহার একটি এবং এই অবতারের বীজস্বরূপ।

শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্মজগতে বড় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ দেখা যায় যে, যখন কোন সমাজ বিবিধ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে থাকে, তখন সেই নিপীড়িত সমাজকে উদ্ধার করিতে কোন জগদতীত অতীন্দ্রিয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রত্যেকেই ইহার উদাহরণ।

এখন গীতার শ্লোকটি স্মরণ করুণ।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অদ্বৈত প্রভু দেখিলেন যে, বঙ্গ-সমাজ অত্যাচারগ্রস্ত—সাধুগণ নিপীড়িত, ধর্ম্ম নামে মাত্র জীবিত; দেখিলেন, সমাজের এ বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। তখন গীতার শ্লোকটি তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ক্ষণতরে আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? অদ্বৈতের হৃদয়ে যে বেদনা, তাহা যদি শ্রীকৃষ্ণ অপনোদিত না হয়, তবে তাঁহার তাহাতে কি? অদ্বৈত ভাবিতে লাগিলেন; ভাবিতে ভাবিতে আর একটি শ্লোক তাঁহার মনে পড়িল;—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রিণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥"

ভগবান্ ভক্তিরই বশ।

অদ্বৈত নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া জীব-দুঃখ দূরীভূত করেন, এ জন্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক পরম ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। যথা চরিতামৃতে—

"লোক-গতি দেখি আচার্য্য করুণহৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥"

* * *

"তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার॥"

* * *

"এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন।
গঙ্গাজলে তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥"

ইহাই অদ্বৈত-প্রভুর কাণ্ড।

হরিদাস পরম ভক্ত, হরিদাসের হৃদয়ও সুতরাং ঐ একটি কারণে জর্জ্জরিত।

"বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি হরিদাস।
দুঃখে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥"
শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

হরিদাস এই যে কৃষ্ণকে ডাকিয়া ডাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, ইহার অর্থ কি? ইহাই পরম ভজন। কেবল কয়েকটি সদাচার, নিয়ম পালন, বা ব্রত উপবাসই সাধন নহে; কিন্তু ঐরূপ এক একটি দীর্ঘশ্বাস নীরবে যে ভাব ব্যক্ত করে, তাহা সাধনের শেষ, তাহাতে ভগবান্ বিচলিত হইয়া থাকেন। এই যে হরিদাস দুঃখিত চিত্তে কৃষ্ণকে ডাকিতেছিলেন, ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য একটি নীরব প্রার্থনা—সেটি এই যে, "হে কৃষ্ণ! জীবের দুঃখ আর দেখিতে পারিতেছি না, তাহা দূর কর।" যথা—

"হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তাঁর মন॥"—চৈঃ চঃ।

এই যে অবুঝ ভক্তগণ পরম গম্ভীর ভগবানের কাছে আবদার করেন, ইহা জ্ঞানের তুঙ্গ শিখর হইতেও ঊর্দ্ধে। ভক্তের আহ্বান অর্থশূন্য নহে, ভক্তের আহ্বান ভগবান্ শুনেন, ভক্তের আবদার তিনি রক্ষা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেন—

"শ্রীচৈতন্য অবতারের এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্ম-সেতু॥"

যথার্থ কথা—ভগবান ভক্তির বশ!

—•—

নবদ্বীপে।

শ্রীমহাপ্রভু ১৪০৭ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। * বয়োবৃদ্ধি-সহকারে প্রভুর নাম চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল, সকলেই তাঁহাকে মহাপ্রভাবশালী পণ্ডিত বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর এ ভাব শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইল, গয়া হইতে আসিয়াই তিনি লোকের কাছে পরম ভক্তরূপে পরিচিত হইলেন। কিন্তু ভক্তগণ প্রকৃত বস্তু শীঘ্রই চিনিয়া লইলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহাদের কাছে ভগবান্ রূপে প্রকাশিত হইলেন। তখনই নানাস্থানের ভক্তগণ—ভিন্ন ভিন্ন নদী যেমন সাগরে পতিত হয়—যে যথায় আছেন, নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইলেন।

অদ্বৈত প্রভু একটি মহানদী; অনেক শাখানদী ও উপনদী লইয়া তিনি সাগরে আসিয়া মিশিলেন। বলা বাহুল্য, হরিদাস অদ্বৈত প্রভুর সহিত সমগতি লাভ করিলেন।

---

*শ্রীমহাপ্রভুর যখন জন্ম হয়, হরিদাস ও অদ্বৈত তখন শান্তিপুরে। সেই সময়ে অন্তরের স্ফূর্ত্তিতে তাঁহারা কোন অজানিত আনন্দকর রহস্যের আভাস অনুভব করিতেছিলেন। কৃষ্ণদাস বলেন,—

"সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥"

বেনাপোলের জঙ্গল হইতে হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে, তথা হইতে নবদ্বীপ, তৎপরে শান্তিপুর গমন করেন। ঐ সময়টি ১৪০৭ শকের পূর্ব্বে। তাঁহার চান্দপুর গমন ইহার বহু পরে। হরিদাস যখন চান্দপুরে, রঘুনাথ তখন বালক। রঘুনাথ মহাপ্রভুর বয়ঃকনিষ্ঠ, ১৪২০ শকে তাঁহার জন্ম; সুতরাং হরিদাসের শান্তিপুর গমন চান্দপুর গমনের বহুপূর্ব্বে—সন্দেহ নাই। হরিদাসের ভ্রমণক্রম মোটামোটি এইরূপ।

নদী বড়ই হউক, আর ছোটই হউক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাগরে আসিয়া না মিলে, ততক্ষণই সে স্বতন্ত্র। সাগরে মিশিলে জলের আর পার্থক্য থাকে না ;—হরিদাসেরই বা থাকিবে কেন ? অতঃপর হরিদাস যত দিন ছিলেন, নিরবচ্ছিন্ন গৌরপ্রেমামৃত পাথারে সাঁতারই দিয়াছেন ;—যা' কিছু করিয়াছেন, সকলই যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায়। কেবল হরিদাস বলিয়া নহে, সকল ভক্তের পক্ষেই এই কথা। রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, সনাতন প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে মহাপ্রভুকে ইহা বলিয়াছেন। অতএব তখন হরিদাস যাঁ'র, হরিদাসের কার্য্যও তাঁ'র। তবে হরিদাসের উপর যে কার্য্যভার ছিল—

"হরিদাস দ্বারায় নাম মাহাত্ম্য প্রচার।"

চৈঃ চঃ।

তৎকর্ত্তৃক বিশ্বস্ত ভাবে তাহা সম্পাদিত হইয়াছিল।

যখন কোন সম্রাট্ রাজ্যভ্রমণে বহির্গত হইবেন বলিয়া নিরূপিত হয়, তখন হইতেই তাহার উদ্যোগ হইতে থাকে ; যেখানে যাইবেন, তাঁহার লোকজন, দ্রব্যসামগ্রী অগ্রেই তথায় প্রেরিত হয়। জগতে অবতার বলিয়া যাঁহারা পূজিত, তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেও আমরা ইহার অন্যথা দেখি না। তাঁহারা মানবসমাজের রাজা বা সম্রাট্।

মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস,—বসন্ত রাজের আগমনের পূর্ব্বে কলকণ্ঠ বসন্ত-দূতের কুহুধ্বনির ন্যায়,—প্রেমগীতি গাইয়া গেলেন। মহাপ্রভুর কার্য্যের সহায় ইহাঁরা।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী, অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি সেই সঙ্গীতে সুর মিলাইলেন, ধ্বনি আরও উচ্চে উঠিল, কিন্তু তখনও

পূর্ণতা পাইল না; শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবে সে সঙ্গীত-ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড মাতাইয়া তুলিল। অতএব ইঁহারা সকলেই তাঁহার সহায়। তাই চৈতন্য-ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"এ সব বৈষ্ণব অবতারে অবতরি।
প্রভু অবতরে, ইহা সবা অগ্রে করি॥"

পুনশ্চ—

"অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥"

যাহা হউক, ভক্তসম্মিলনের পর নবদ্বীপে যে যে লীলা হয়, সে সকলেই হরিদাস লিপ্ত ছিলেন।

নবদ্বীপের একটি প্রধান ঘটনা—জগাই মাধাই উদ্ধার; নিত্যানন্দ আর হরিদাস ইহার প্রধান উদ্যোগী।

নবদ্বীপের আর একটি কাণ্ড,—কাজি উদ্ধার; হরিদাস তাহাতে প্রধান উৎসাহী।

নবদ্বীপের অপর একটি ঘটনা, কৃষ্ণলীলা বা নববৃন্দাবন নাটকাভিনয়; হরিদাস ইহাতে সূত্রধার।

এইরূপে প্রত্যেক লীলায়, প্রত্যেক কার্য্যে, হরিদাস—যদিও বৃদ্ধ—পরম উৎসাহে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। মহাপ্রকাশের সময়ও হরিদাসকে উপস্থিত দেখিতে পাই। প্রভু কৃপার্থ হইয়া হরিদাসকে তখন যাহা বলিয়াছিলেন, প্রতপ্ত জীবের তাহা আশাস্থল, ভক্তের তাহা প্রাণতৃপ্তিকর। প্রভু বলিয়াছিলেন—

"শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥

দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি' করে।
নামিনু বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা' মারয়ে সকলে।
তুমি মনে চিন্ত তাহে সবার কুশলে॥
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি দেখ।
তখনও তা' সবারে ভাল মনে দেখ॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুই বল।
মোর চক্র তোমা লাগি' হইল বিফল॥"—চৈঃ ভাঃ।

ভগবানের অভয়প্রদ শ্রীকর ভক্তরক্ষায় নিয়ত নিযুক্ত; হরিদাসকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান্ ইহাই বলিলেন।

হরিদাসকে প্রভু তখন নবনীরদপটল-সন্নিভ শ্যামরূপ দেখাইলেন; হরিদাস আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা অপগত হইলে হরিদাস স্তুতি করিতে লাগিলেন।

(হরিদাসের স্তুতি।)

"এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ স্মরণে॥
কীট তুল্য হয় যদি, তারে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে, নরেন্দ্রেরে পাড়॥
এহ বল নাহি মোর, স্মরণবিহীন।
স্মরণ করিলে-মাত্র, রাখ তুমি দীন॥

"সভা মধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আসিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন-দুঃশাসন॥

সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা॥
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিও না জানিল সে সব দুরন্ত॥

"কোন কালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে॥
স্মরণ-প্রভাবে তুমি, আবির্ভূত হঞা।
করিলা সবার শাস্তি, বৈষ্ণবী তারিয়া॥
হেন তোমা স্মরণ-বিহীন মুঞি পাপ।
মোরে তো'র চরণে স্মরণ দেহ বাপ॥

"বিষ সর্প অগ্নি জলে পাথরে বাঁধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া॥
প্রহ্লাদ করিল তোমা' চরণ স্মরণ।
স্মরণ-প্রভাবে সর্ব্ব দুঃখ বিমোচন॥
কার বা ভাঙ্গিল দন্ত কার তেজ নাশ।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ॥

*　　*　　*

"হেন তোর চরণ স্মরণ-হীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িলি তুঞি॥"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

শ্রীমহাপ্রভু হরিদাসের প্রতি কৃপার্থে তিনি বর গ্রহণ করিতে হরিদাসকে অনুমতি করিলেন। যিনি বর দিতে উদ্যত, তিনি কে? হরিদাস জানেন, যাহা চাহিবেন, তাহাই দিতে বরদাতার ক্ষমতা আছে; তিনি জানেন, বরদাতা আর কেহ নহে—স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ "বর লও" বাললে লোকে কি চাহিবে? একটি সাম্রাজ্য চাহিবে, কি কুবেরের সম্পদ বা ঐহিক সুখের চরম যাহা, তাহাই চাহিবে; এই ত? হরিদাস কিন্তু এ সকলের কিছুই চাহিলেন না; বলিলেন, "প্রভো! তুমি আমার সম্মুখে, আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে, আর কি বর চাহিব?"

ভগবান্—"আমার দর্শন নিষ্ফল হয় না—বর লও।"

হরিদাস—"যদি বর নিতান্তই দিতে হয়, তবে প্রভো! এই বর দাও, যেন তোমার দাসের সঙ্গ নিয়ত পাই, তোমার দাসের উচ্ছিষ্টে যেন শ্রদ্ধা থাকে, তাহাই যেন নিয়ত ভোজন করিতে পাই; আর দয়াময়! মনে যেন অভিমান না জন্মে।"

এই অদ্ভুত বর প্রার্থনা শ্রবণে ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিলেন। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে, অতঃপর শ্রীমহাপ্রভু হরিদাসকে সন্তানের ন্যায় কোলে তুলিয়া স্তন পান করাইয়াছিলেন। জগজ্জীব দেখিল, তিনিই ভক্তের স্নেহবতী জননী, তিনিই পিতা, তিনিই পাতা, এবং তিনিই একমাত্র ভর্ত্তা।

নবদ্বীপে যে উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, প্রেম-সাগরের সে তুঙ্গ তরঙ্গ হরিদাসকে বড় রঙ্গেই নাচাইয়াইয়াছিল, নাচিতে নাচিতে হরিদাস ক্লান্ত,—প্রেম-রস পানে বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কোন অনিবার্য্য কারণে ভক্তগণের সে সুখ

শীঘ্রই ভঙ্গ হইল, উদ্বেলিত সাগর গম্ভীর—প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল, ভক্তগণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

হরিদাস ইহাতে যে ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন, আজীবন তিনি তাহা পাশরিতে পারেন নাই, আজীবন তাহা তাঁহার মনে ছিল। আমার কৃপা-পরায়ণ পাঠক পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

নীলাচলে।

১৪৩১ শকে শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নদীয়ায় নিরানন্দ-ধারা বহিল; নিত্যানন্দ বহু চেষ্টার পর শ্রীপ্রভুকে শান্তিপুরে আনিয়া ভক্তপ্রাণে কিয়ৎপরিমাণে শান্তি-বারি সেচন করেন, ভক্তগণের প্রাণ রক্ষা করেন।

মাতৃভক্ত গৌরহরি মাতৃ-আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিবেন, স্থির হইল। নীলাচল বিংশ দিবসের ব্যবধান, ভক্তগণ ইচ্ছা করিলেই যাইতে পারেন, অগত্যা তাঁহারাও সন্তুষ্ট হইলেন।

গমনোদ্যত প্রভু সকলকেই সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু হরিদাস কিছুতেই প্রবুদ্ধ হইলেন না, তিনি বিষাদ-ভরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। "তোমার সকল ভক্ত নীলাচলে তোমায় দেখিতে পাইবে, কিন্তু এ দুর্ভাগার উপায় কি?" ইহাই বলিয়া হরিদাস দ্বিগুণ বেগে রোদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু হরিদাসকে অতি স্নেহে উঠাইলেন, স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, "হরিদাস! স্থির হও, আমি জগন্নাথকে নিবেদন করিব, তিনি কৃপাময়, তোমায় লইয়া যাইবেন।"*

হরিদাস স্থির হইলেন, বুঝিলেন যে, নীলাচলে তিনি স্থান পাইবেন। মহাপ্রভুও তখন আনন্দে নীলাচল-চন্দ্রের দর্শনে ধাবিত হইলেন।

পুরীর মধ্যে যবনের প্রবেশাধিকার নাই, হরিদাস যবন-প্রপালিত, তিনিও যবন বলিয়া যাইতে পারিবেন না, ইহা ভাবিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে কিছুদিন বাস করিয়া দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিতে গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে দুই বৎসর লাগে। তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল, সংবাদ শ্রবণে নবদ্বীপবাসীগণ নীলাচলে চলিলেন, হরিদাসও চলিলেন।

যথাসময়ে ভক্তগণ নীলাচলে পৌছিলেন। যথাসময়ে সকলে

---

* "সবা বিদায় দিয়া চলিতে হৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন॥
নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুই অধম না পাইমু তোমার দরশন।
কেমনে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥
তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥"—চৈতন্য-চরিতামৃত।

পৌঁছিয়া প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইলেন—কেবল হরিদাস ব্যতীত। হরিদাসকে না দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরিদাস দূরে রাজ-পথ-প্রান্তে মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে আনিতে দৌড়িলেন, কোন ভক্ত দৌড়ের মুখেই তাড়াতাড়ি হরিদাসকে বলিতেছেন—

"প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে।"

"হরিদাস কহে—আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটামধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাহা পড়ি রহো একলে কাল গোয়াঙ॥
জগন্নাথ সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥"—চৈঃ চঃ।

কি দৈন্যতা! মর্য্যাদা রক্ষার কি অপূর্ব্ব ভাব!!

ভক্তগণ হরিদাসের সঙ্কল্প মহাপ্রভুকে জানাইলেন; শুনিয়া সেই ধর্ম্মমূর্ত্তি অতি আনন্দিত হইলেন। তখন তাঁহার আর বিলম্ব সহিল না, স্বয়ংই হরিদাসের সহিত মিলিতে চলিলেন।

প্রভু হরিদাসের সম্মুখে! হরিদাস প্রেম-পুলকিত চিত্তে দণ্ডবৎ করিলেন, আর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভুর নয়নও যে একেবারে শুষ্ক ছিল, তাহা নহে। হরিদাসের ভাব—'প্রভু, সেই তুমি, তোমাকে পাইলাম, যাঁহার জন্য এত দিন প্রাণে প্রাণ ছিল না। তোমাকে পাইলাম, আর যেন নয়নের অন্তর না হও।

প্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন দিতে গেলেন।

"প্রভু, আমাকে ছুইবেন না, আমি অস্পৃশ্য পামর।" এই বলিয়া হরিদাস দুই এক পদ পশ্চাৎ যাইতে না যাইতেই প্রভু তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন, এবং (যথা চরিতামৃতে)—

"প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥"

তার পর প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের—

" অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপ স্তেজুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ,
ব্রহ্মা নূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥"

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন।

হরিদাস নিভৃত পুষ্পোদ্যানে একটি বাসস্থান প্রাপ্ত হইলেন, এবং নামানন্দে মনের সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রতি দিন এক বার করিয়া হরিদাসের সহিত সম্মিলিত হইবেন—নিয়ম হইল। হরিদাসের আর সুখের অবধি রহিল না।

হরিদাস শ্রীমন্দিরে যাইতেন না, প্রত্যহ প্রাতে মন্দিরের শ্রীচক্র দূর হইতে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ করিতেন। হরিদাসের ভোজন-ব্যবস্থা প্রভু স্বয়ংই করিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছায় ভাগ্য-

বান্ গোবিন্দ (প্রভুর সেবাধিকারী) প্রত্যহ প্রসাদ আনিয়া দিতেন, তাহাতেই তাঁহার চলিত।

নীলাচলে প্রভুর যে যে লীলা, পরম যোগী হরিদাসের তাহাতে যে যোগ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

মন্দির মার্জ্জন ("ধয়া পাথলা") লীলা নীলাচলের একটি ঘটনা, হরিদাসকে ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।

নরেন্দ্র সরোবরের জলকেলি লীলায় ভক্তগণ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরস ভোগ করেন *, হরিদাস তাহারও মধ্যে একজন।

তার পর বন-ভোজন।

যখনই ভোজন ব্যাপার উপস্থিত হইত, হরিদাসের তখনই প্রাণ উড়িত, তখনই তিনি দূরে দূরে থাকিতেন। সন্ন্যাসের পর অদ্বৈতালয়ে যখন প্রভু উপস্থিত হন, তখন হইতেই হরিদাসের এই ভয়ের উৎপত্তি। প্রভু নিত্যানন্দ সহ অদ্বৈত গৃহে যখন ভোজনে বসিলেন, তখন বসিয়াই তিনি হরিদাস ও মুকুন্দকে ডাকিলেন, ইচ্ছা একত্রে বসিয়া ভোজন করেন।

যে ভক্ত, সেইই দ্বিজ শ্রেষ্ঠ; ইহাই তাঁহার মত। তথাপি যে অল্প একটু বন্ধন ছিল, সন্ন্যাস করিয়া তাহা হইতেও মুক্ত হইয়াছেন, এখন ভক্ত-শ্রেষ্ঠ হরিদাসের সহিত একত্রে ভোজনের আর বাধা কি? কিন্তু মুকুন্দ বা হরিদাস গৃহের মধ্যে গেলেন না,

---

* "পূর্ব্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্য রায়॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী যমুনা।
নরেন্দ্র জলের হৈল সেই ভাগ্যসীমা॥
"এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণে।
কর্ম্ম-বন্ধ ছিণ্ডে ইহার শ্রবণে পঠনে॥"—চৈঃ ভাঃ।

হরিদাস বলিলেন, "প্রভো! এ অধমকে যত উচ্চে তুলিতে হয়, তুলিয়াছ। এখন ক্ষমা দাও, আমি পরে বাহিরে এক মুষ্টি পাইব।"*

সে কথা যা'ক; নীলাচলের "আইটোটা" নামক বিস্তৃত উদ্যানে ভক্তগণের ভোজন পঙ্‌ক্তি বসিল। ভক্তগণ সারি সারি ভাবে বসিয়া হরিধ্বনি করিলেন। সে ভোজন-শোভা অনুপম। †

প্রভু চারি দিকে একবার চাহিলেন। হরিদাসের খোঁজ পড়িল, তিনি "হরিদাস, হরিদাস," বলিয়া ঘন ঘন ডাকিতে লাগিলেন। হরিদাস বুঝিলেন. বিপদ উপস্থিত। তখন কি করেন? দূরে থাকিয়াই কাকুতি মিনতি দ্বারা প্রভুকে নিবৃত্ত করিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে যথা—

"হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥
ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার॥
পাছে মোরে প্রসাদ দিবে গোবিন্দ বহির্দ্বারে।"

এই যে "পাছে" প্রসাদ পাওয়া, ইহার আর একটি অভিপ্রায় আছে। প্রভুর ভোজনাবশেষ; কোন কোন মর্ম্মী ভক্তকে গোবিন্দ "পাছে" আনিয়া দিতেন।

ইহার পর শ্রীজগন্নাথের রথোৎসব। এই উৎসবে সগণ মহাপ্রভু নীলাচলে যে আনন্দোৎসব করিতেন—যেরূপ নৃত্য-গীত হইত—

* "হরিদাস বলে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি মুই করিমু ভোজন॥"—চৈঃ চঃ।

† "পিণ্ডার উপরে প্রভু বৈসে লঞা ভক্তগণ।
তার তলে তারতলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন॥"—চৈঃ চঃ।

যেরূপ প্রেমের লহরী বহিত, তাহা কল্পনাতীত। সে আনন্দোৎসবে হরিদাস প্রধান এক জন। হরিদাস কিরূপ নৃত্য করিতেন—বলা অসম্ভব।* চৈতন্যভাগবত বলেন—

"অশ্রুপাত রোমহর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণ-ভক্তি বিকারে যত আছে মর্ম্ম॥
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তাঁর শ্রীবিগ্রহে মিলে॥"

স্থানান্তরে লিখিত আছে, হরিদাসের সে নৃত্য ও প্রেমানন্দধারা দর্শনে "অতি পাষণ্ডীও" বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। সে ভাব, সে অদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শনে "ব্রহ্মা শিব পর্য্যন্ত" "কুতূহলী" হইতেন।

হরিদাস ও রূপ-সনাতন।

"হরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপ-সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে না যান তিন জন॥"

কি দৈন্য! কি বিনয়! চরিতামৃত বলেন, হরিদাসের ন্যায় রূপ-সনাতনও জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে যাইতেন না। রূপ-সনাতন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্তান—সহোদর ভ্রাতা। কিন্তু হুসেন সাহার মন্ত্রী ছিলেন—যবন সংস্রবে ছিলেন বলিয়া আপনাদিগকে পতিত বোধ করিতেন এমন কি আপনাদিগকে "ম্লেচ্ছ জাতি" বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; † এমনই দৈন্য!

* রথোৎসবের অদ্ভুত বিবরণ চরিতামৃত মধ্য খণ্ডের ১৩শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

†"ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণ-দ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম॥"—চৈঃ চঃ, মধ্য খঃ ১ম পঃ।

বিভিন্ন সময়ে এই ভ্রাতৃযুগল নীলাচলে গমন করেন, নীলাচলে যত দিন তাঁহারা ছিলেন, হরিদাসের কুটীরেই থাকিতেন। শ্রীরূপের প্রসিদ্ধ বিদগ্ধ-মাধব ও ললিত-মাধব নামক নাটক দুখানি নীলাচলেই সম্পূর্ণ হয়।

এক দিন শ্রীমহাপ্রভু যথারীতি হরিদাসের বাসায় আসিলেন, আসিয়া দেখেন শ্রীরূপ কি লিখিতেছেন। হরিদাস ও শ্রীরূপ প্রভুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন ও পরম ভক্তি সহকারে দণ্ডবৎ দিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। তাহার পর "কি লিখিতেছ" বলিয়া একটি পাতা হাতে লইলেন। প্রভু যে পত্রটি হাতে লইলেন, তাহাতে এই শ্লোকটি লিখিত ছিল,—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে,
কর্ণ-ক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নোজানে জানিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

এই অপূর্ব্ব শ্লোক শুনিবামাত্র হরিদাস প্রেমোল্লাস-ভরে নাচিতে লাগিলেন। হরিনামের মধুরিমা গাঁথা শ্রবণে তাঁহার এত আনন্দ জন্মিল যে, আর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না, গাত্রোত্থান করিলেন; আনন্দের প্রতিঘাতে তদীয় দেহ দোলিতে লাগিল, হরিদাস নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কি বলিয়া যে প্রশংসা করিবেন, খুজিয়া পাইলেন না; অবশেষে বলিলেন—যথার্থ কথাই বলিলেন যে—

"কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্র সাধু-মুখে জানি।
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥"—চৈঃ চঃ।

তার পর রথোৎসব আসিল, ভক্তগণেরও আবার আনন্দের দিন উপস্থিত হইল। শ্রীমহাপ্রভু পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়ই মন্দির মার্জ্জন ও কীর্ত্তনোৎসব আদিতে পরমানন্দ উপভোগ করিলেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়ই—

"আইটোটা আসি কৈলা বন্য ভোজন।"

পূর্ব্ববৎই—

"প্রসাদ খায় হরি বলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের হরষিত মন॥"

পূর্ব্ববৎই—

"গোবিন্দ দ্বারায় প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুইজন, নাচিতে লাগিলা॥"—চৈঃ চঃ।

কিছু দিন পরেই শ্রীরূপ বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

শ্রীরূপ নীলাচল হইতে চলিয়া গেলে, কিছু দিন পরে সনাতন গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। অনুসন্ধানে তিনি হরিদাসের পর্ণকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন হইল; হরিদাস সনাতনকে পাইয়া পরম আনন্দে দিন কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সনাতন গোস্বামী এক অদ্ভুত সঙ্কল্প করিয়া শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। সে সঙ্কল্পটি এই যে, রথের সময় শ্রীমহাপ্রভুর বদনচন্দ্র দর্শন করিতে করিতে রথ-চক্রে পড়িয়া দেহপাত করেন, এ সঙ্কল্প তাঁহার মনে মনেই ছিল।

কিছু দিন গত হইল, একদা মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে আসিয়াছেন। প্রত্যহই আইসেন—বসেন ও কতক্ষণ কথা বার্ত্তার পর চলিয়া যান। সে দিন সনাতনকে ডাকিতে ডাকিতে

আসিলেন। সনাতন করযোড়ে উপস্থিত হইলে বলিতেছেন—"সনাতন! দেহত্যাগ করিলেই কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, যদি যাইত; ক্ষণেকে কোটী দেহ তবে ত্যাগ করিতাম। শ্রীকৃষ্ণের চরণ কেবল ভক্তি-পাশেই বাঁধা যাইতে পারে। সনাতন! এ কুবুদ্ধি ছাড়। তোমার কি মনে নাই যে, আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ। এ দেহ আমার, পরের দ্রব্য তুমি নষ্ট করিতে পার না। এই শরীর-যন্ত্র দ্বারা আমি অনেক কার্য্য সাধন করিব।"

সনাতন বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন; তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্ত্রী বুঝিলেন যে, সর্ব্বত্র চালাকি চলে না। অন্তর্য্যামীর কাছে গোপন? লজ্জায় সনাতন মাথা হেট করিলেন। কিন্তু ইহাও তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, পুর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি "সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের" আদেশ জ্ঞাপক; কেন না তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ঠিক ভক্তভাব ছিল না।

আবার ভক্তবৎসল হরিদাসের প্রতিও একটি আদেশ করিলেন, বলিলেন—"হরিদাস! সনাতনকে নিষেধিও, সনাতন যেন অন্যায় কার্য্য না করেন।"

ইহার পর প্রভু চলিয়া গেলেন। প্রভু চলিয়া গেলে, হরিদাস সনাতনকে প্রীতি পূর্ব্বক এই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন—যথা চরিতামৃতে—

"তোমার দেহ কহে প্রভু 'মোর নিজ ধন।'
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন॥
*　*　*　*
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই, কহিল নিশ্চয়॥
*　*　*　*

আমার এই দেহ, প্রভুর কার্য্যে না লাগিল !
ভারত ভূমেতে জন্মি, এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥"

সনাতন উত্তর করিলেন—

"অবতার কার্য্য প্রভুর, নাম প্রচারে।
সেই নিজ কার্য্য প্রভু, করেন তোমা দ্বারে ॥
প্রত্যহ কর, তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর, নামের মহিমা কথন ॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
আচার প্রচার নামের, কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥"

রাজ-মন্ত্রীর কথাগুলি অতি সত্য, সত্যই হরিদাস "সর্ব্বগুরু" এবং "জগতের আর্য্য।"

অনেক মহানুভবকে "আচার" অথবা "প্রচার"-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান দেখা যায়। হরিদাসের পদানুসরণ করিতে আজ কাল কয় জনকে দেখি ? কতজন সমভাবে এই দুইটি কার্য্য করিতে-ছেন ? কবে সকল আচার্য্য, সনাতন গোস্বামীর এই কথাটী গ্রহণ করিবেন !

কৃষ্ণ-কথা।

"ভক্ত-মহিমা প্রকাশিতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম কেহ নাহি ত্রিজগতে ॥"

শ্রীচরিতামৃতের এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

শ্রীমহাপ্রভু প্রত্যহ হরিদাসের ঘরে একবার করিয়া যাইতেন, প্রত্যহই কিছু না কিছু কৃষ্ণকথা হইত, কিরূপ কথা হইত, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রীকবিরাজ গোস্বামী দিয়াছেন।

এক দিন শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন, "হরিদাস! বর্ত্তমানে ভারতে যবন-বাহুল্য ঘটিয়াছে; ইহারা গো আর ব্রাহ্মণের হিংসায় সতত ব্যস্ত। কিন্তু জগন্নাথ গো ব্রাহ্মণের রক্ষক। অতএব ইহারা কেবল সজ্জনদ্রোহী নহে—তাঁহারাও বিরুদ্ধাচারী। ইহাদের পরিত্রাণের উপায় কি?"

হরিদাস উত্তর করিলেন—"প্রভো! ভাবনা কি? নৃসিংহ-পুরাণের শ্লোকটী বিচার করুন; তাহাদের উদ্ধার উপায় অপ্রশস্ত নহে।

'দংষ্ট্রী দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়াগৃণন্ ॥'

যবনগণ তত্তৎ শাস্ত্র নিষিদ্ধ পদার্থ সংস্পর্শে (বা বরাহ-দন্তাহত হইলে) 'হারাম' 'হারাম' বলিয়া থাকে, এই হারাম নামাভাস। তাহাদের হারাম উচ্চারণের উদ্দেশ্য ও অর্থ ভিন্ন, তাই প্রেমবাচক 'হা! রাম!' শুদ্ধ নাম না হইয়া নামাভাস হইল।

বস্তু-শক্তি দেশ কাল পাত্রের অপেক্ষা রাখে না। মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়াছিল, তাহার ফলে

সে বৈকুণ্ঠে গেল। বস্তুতঃ নামের অক্ষরগুলির স্বভাবই এই যে, কখনই তাহা আপন প্রভাব ছাড়ে না। পদ্মপুরাণে ইহার প্রমাণ আছে—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণ ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহ দ্রবিণ জনতা লোভ পাষণ্ড মধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"*

শাস্ত্র বলেন, নামাভাস হইতে পাপের ক্ষয় হয়। যথা—

"তং নির্ব্যাজং ভজগুণনিধে পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতি তরামুত্তমশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নাম ভানো,
রাভাসোপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং॥" †

অশুদ্ধ বা শুদ্ধ হউক, হেলায় বা শ্রদ্ধায় হউক, নামোচ্চারণের ফল একটি আছে। যদি নামাভাসই হয়, তথাপি তাহার ফল পাপক্ষয়। পাপক্ষয় হইলে নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধ নামোচ্চারণ ও ভক্তির উদয় হইতে বাধা নাই। অতএব যবনগণের পরিত্রাণের পথ বন্ধ নহে।"

হরিদাসের এবম্বিধ উত্তর শ্রবণে প্রভু ভঙ্গী পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রশ্ন

* শুদ্ধ বা অশুদ্ধই হউক, ব্যবহিত-রহিত হরিনাম যাঁহার বাক্য বা শ্রুতি অথবা স্মরণপথগত হয়, তাহাকেই উদ্ধার করেন, কিন্তু দেহ-ধনাদি-লোভাকৃষ্ট পাষণ্ড (অপরাধী) মধ্যে নাম শীঘ্র ফলোৎপাদন করেন না।
(এক সঙ্গে উচ্চারণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বারে নামাক্ষর উচ্চারণের নাম ব্যবহিত।)

† যাঁহার নাম রূপ সূর্য্যের আভাস মাত্র অন্তরে উদিত হইলে পাপান্ধকার বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই পাবনের পাবন যে পুণ্যশ্লোক (শ্রীকৃষ্ণ), তাঁহাকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অকপটে ভজনা কর; তাঁহারই অনুরক্ত হও।

করিলেন—"স্থাবর জঙ্গমের তুলনায় যবনাদি যৎসামান্য, তাহাদের উদ্ধারের তবে উপায় কি ?"

হরিদাস উত্তর করিলেন— "প্রভো! সে উপায় তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ, তোমা দ্বারাই তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই যে তোমার উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্ত্তন, সেই সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণে জঙ্গমগণ উদ্ধার পায়। আর সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিধ্বনি (শব্দ) বায়ুস্তর প্রকম্পিত করিয়া স্থাবর দেহে প্রতিহত হয়, তাহাতেই তাহারা তরিয়া যায়।"

হরিনামে কি দৃঢ় বিশ্বাস! কি অদ্ভুত অপূর্ব্ব বিশ্বাস!!

হরিদাসের এই উত্তরে প্রভু হাসিয়া বলিলেন—"তবে হরিদাস! যদি সকলই মুক্ত হইল, জগৎ যে তবে জীব-শূন্য হইবে, সৃষ্টি ব্যর্থ হইবে ?"

এ প্রশ্নে হরিদাস যে উত্তর দিলেন, তাহাতে প্রভুর আর কিছু বলিবার মুখ রহিল না, তখনি তিনি "বিষ্ণু" "বিষ্ণু" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলাইলেন। হরিদাসের উত্তর—যথা চরিতামৃতে—

"হরিদাস বলে, তোমার যাবৎ মর্ত্তে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর জঙ্গম, সর্ব্ব জীব জাতি॥
সব মুক্ত করি তুমি, বৈকুণ্ঠ পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীব পুনঃ কর্ম্মে, উদ্বুদ্ধ করিবে॥
সেই জীব হবে ইহা, স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে, ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম॥
রঘুনাথ যেন সব, অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা, অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া॥
অবতারি তুমি, তৈছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে, তোমার গূঢ় নাট॥

এই উত্তরটি শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু কেন পলাইলেন, তাহার কারণ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলেন—

"ঈশ্বর স্বভাব আপনা, চাহে আচ্ছাদিতে।"

ইহাও বলেন—তথাপি—

"ভক্তঠাঞি লুকাইতে নারে—হয়েত বিদিতে।"

—০—

নির্য্যাণ।

দিন যায়, থাকে না। কাহারও আনন্দে যায়, কাহারও বা নিরানন্দে। হরিদাসেরও দিন যাইতে লাগিল, অপেক্ষা করিল না; তবে নীলাচলে নিরানন্দে নহে—আনন্দেই যাইতে লাগিল।

"এ সুখ কি চিরদিন থাকিবে?" হরিদাস ভাবিলেন, "একবার না এইরূপই সুখ-সাগরে সাঁতার দিতে দিতে দুঃখাবর্ত্তে ডুবিয়াছিলাম?" হরিদাসের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, মন অসুস্থ হইল, অঙ্গ অবশ হইয়া গেল। এই তাঁহার ব্যাধি। তিনি ধীরে ধীরে—অতি ধীরে নাম জপ করিতে লাগিলেন।

যথাকালে গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া হরিদাসকে দিতে গেলেন। দেখেন, হরিদাস শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ও অতি ধীরে ধীরে নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। হরিদাস গোবিন্দকে কহিলেন, "আমার নির্দ্দিষ্ট নাম-সংখ্যা পূরিতেছে না; এ অবস্থায় পাপ জিহ্বায় অপর রস দিব না।"

পাঠক জানেন, হরিদাস নিয়মিত জপসংখ্যা পূর্ণ না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না, স্নানাহার পর্য্যন্ত করিতেন না।

"তবে মহাপ্রসাদ আনিয়াছ,"—তিনি বলিতে লাগিলেন—"মহাপ্রসাদে উপেক্ষাও করা যায় না।" ইহা বলিয়াই হরিদাস ভক্তি সহকারে মহাপ্রসাদ বন্দন করিলেন ও পাত্র হইতে একরঞ্চ লইয়া ভক্ষণ করিলেন।

গোবিন্দ হইতে এই সংবাদ পাইবামাত্র প্রভু দৌড়িয়া হরিদাসের কুটীরে আসিলেন ও সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিদাস! কেমন আছে?"

হরিদাস ধীরে ধীরে প্রণামান্তর নিবেদন করিলেন—"প্রভো! শরীর অসুস্থ নহে, তবে বুদ্ধি মন অসুস্থ হইয়াছে।"

প্রভু—"অসুখটা কি? বুঝাইয়া বল।"

হরিদাস—"ব্যাধি এই যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না।

প্রভু—"এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, সংখ্যা কমাইয়া ফেল। তোমার সিদ্ধ দেহ, তুমি সাধনের জন্য কেন এত আগ্রহ কর।"

প্রভু আরও বলিলেন—

"লোকে নিস্তারিতে এই তোমার অবতার। *
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন॥"—চৈঃ চঃ।

---

*হরিদাস কাহারও মতে ব্রহ্মার, কাহারও মতে বা প্রহ্লাদের অবতার; কেহ কেহ তাঁহাকে উভয়ের সম্মিলিত অবতারও বলেন। যথা—

"মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস পরশনে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥
কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ॥"
—চৈঃ ভাঃ।

হরিদাস—"দয়াময়! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তোমার ইচ্ছানুসারে এই জগৎ-যন্ত্র চলিতেছে; যারে যেমন নাচাও, সে তেমনই নাচে; আমাকে অনেক নাচাইয়াছ; ম্লেচ্ছকে বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র পর্য্যন্ত দেওয়াইয়াছ। তুমি ভগবান্, তোমার সঙ্গে সতত রঙ্গ করিলাম, আর কি? আনন্দের এক শেষ হইয়াছে। এ আনন্দ কি চিরদিন থাকিবে? আমার ভয় হইতেছে—প্রভো! সরল বলিতে কি,—আমার ভয় হইতেছে যে, কোন দিন তুমি ভক্তদের হৃদয়ে শেল মার। আমি তোমার সে লীলা দেখিতে পারিব না। আমাকে তোমার এই কৃপা করিতে হইবে, যেন তৎপূর্ব্বে আমার মৃত্যু ঘটে; তোমার সন্মুখে তোমার নাম গ্রহণ করিতে করিতে যেন প্রাণ বহির্গত হয়। ইহাই আমার শেষ অভিলাষ ও প্রার্থনা।"

প্রভু—"হরিদাস! তোমার ন্যায় ভক্তের প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু তাহা মনে হইতে আমার প্রাণ কাঁদিতেছে। দেখ হরিদাস! আমার যে কিছু সুখ, তাহা তোমার ন্যায় ভক্তকে লইয়া। আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে।"

হরিদাস—(চরণ ধারণ পুর্ব্বক) "কৃপাময়! আর মায়া করিও

পুনঃ অদ্বৈত-প্রকাশে —

"কেহ কহে হরিদাস প্রহ্লাদাবতার।
প্রভু (অদ্বৈত) কহে দোঁহে মিলি হয় একাকার॥
থিয়াতি যবন মাত্র নহে তদাভাস।
যবন পালিত প্রভু। * *"

হরিদাস হিন্দুসন্তান, এ কথার গ্রন্থপ্রমাণ "জন্মকথা" প্রকরণে, পাদ-টীকায় দেওয়া হইয়াছে। অদ্বৈত-প্রকাশের "যবন পালিত বিভু" কথাটিও সেই কথারই প্রমাণ। ঔরসজাত পুত্রকে আর "পালিত" বলে না।

না। আমার মাথার মণি কত মহাত্মা তোমার আছেন। একটি কীটাণু মরিলে পৃথিবীর কি ক্ষতি হয়? দীনবৎসল! এ দীনকে তোমার এ কৃপাটি করিতে হইবে। আমার শেষ প্রার্থনাটি পূর্ণ করিয়া জগতে ভক্তবাৎসল্য দেখাও।"

প্রভু আর কিছু বলিলেন না, তবে তাঁহার চন্দ্রমুখে একটু যেন বিষাদ-চিহ্ন দেখা গেল। তিনি অতঃপর "মধ্যাহ্ন" করিতে গমন করিলেন।

হরিদাস যাইবেন, এইরূপে চুপি চুপি স্থির হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রভু, শ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তর সকল ভক্তকে লইয়া হরিদাসের কুটীর দ্বারে উপস্থিত; প্রভু অতি স্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিদাস! সমাচার কি?" হরিদাস উত্তর করিলেন—"তোমার অপেক্ষা মাত্র।" এ কথার অর্থ কি, ভক্তগণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবটা যেন নূতন,—ভক্তগণ একে অন্যের মুখ চাহিতে লাগিলেন।

তখন প্রভু কীর্ত্তনের আদেশ করিলেন, অঙ্গনে ভুবন-মঙ্গল মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

হরিদাস মধ্যস্থলে; তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া স্বরূপাদি প্রধান প্রধান ভক্তগণ ধীর ভাবে গাইতে লাগিলেন। বক্রেশ্বরের নৃত্য-ভঙ্গী ঠিক প্রভুর ন্যায় ছিল। প্রভু বক্রেশ্বরকে নাচিতে দিলেন। স্বয়ং তিনি আজ কীর্ত্তনে যোগ দিলেন না; রামানন্দ ও সার্ব্ব-ভৌমাদির কাছে গদগদ বাক্যে হরিদাসের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ তখন বিষয়টি একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা একে একে হরিদাসের চরণ বন্দন করিলেন। হরিদাসও সবারই

চরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন; ভক্তগণ হরিদাসের এই কার্য্যে যদিও সঙ্কুচিত ও ভীত হইতেছিলেন, কিন্তু ভক্ত-শিরোমণির শেষ প্রার্থনা সকলকেই পূর্ণ করিতে হইল। তার পর সময় বুঝিয়া হরিদাস আপন সাক্ষাতে প্রভুকে আনিয়া বসাইলেন, আপন হৃদয়ে প্রভুর সুশীতল চরণকমল তুলিয়া দিলেন, এবং বদন-পদ্মে আপন নেত্রভৃঙ্গ দুটি স্থাপন করিলেন।

ভক্তগণ স্তম্ভিত,—হরিদাসের তখনকার অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব বিলোকনে ভক্তগণ স্তম্ভিত,—বুঝি বা সমস্ত জগৎ যেন স্তম্ভিত হইল; ধীর সংকীর্ত্তন-ধ্বনি তাহার গাম্ভীর্য্য যেন আরও গভীরতর করিয়া তুলিল।

ঝলকে ঝলকে নেত্র-ভৃঙ্গ বদন-পদ্মের মধু-পান করিতে লাগিল, সে মাধুরী পানে উদর পুরিয়া গেল। হরিদাসের আশা মিটিল, প্রাণ শীতল হইল; তাঁহার নেত্র-যুগল হইতে কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত প্রেমবারি ঝরিতে লাগিল।

"হরি! হরি!! হরি!!"

প্রভু উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিলেন।

"হরি! হরি!! হরি!!"

ভক্তগণের শত কণ্ঠে গভীর প্রতিধ্বনি উঠিল।

"জয় কৃষ্ণচৈতন্য! জয় গৌরহরি!!"

ক্ষীণকণ্ঠে হরিদাস উচ্চারণ করিলেন।

"জয় গৌরহরি!"

ত্রিজগৎ যেন হরিদাসের সহিত গাইল।

"জয় গৌরহরি!"

দেবতাগণ অন্তরীক্ষ হইতে যেন সে তানে তান মিশাইলেন।

"জয় গৌরহরি!"

দূরাগত বংশীরবের ন্যায় এই ধ্বনি শূন্য প্রান্তে বিলীন হইল, তখন যেন সমস্ত জগৎ এক সঙ্গে একতানে গাইল—

"জয় চৈতন্য! জয় গৌরহরি!!

নবীন তপন, কি জানি কেন, পাংশুবর্ণ হইয়া গেলেন; হরিদাসের বদন হঠাৎ প্রজ্জ্বলাকার ধারণ করিল।

"জয় গৌরহরি!"

আর একবার উচ্চারণ করিয়া, হরিদাসের প্রাণ-পাখী নামের সহিত দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল! *

মহোৎসব।

ভক্ত পাঠক! এখানে বৈষ্ণবদাসের পদটি দিতেছি, হরিদাসকে এই বেলা আপনারা ভিক্ষা দিয়া বিদায় করুন। হরিদাসের শ্রীমুখের কথা আর শুনিতে পাইবেন না।

"জয় জয় ধ্বনি, ভরুক অবনী,
জয় জয় গৌরহরি।
জয় হরিদাস, নামের প্রকাশ,
হরি হরি হরি হরি॥

*"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় সচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ॥"—চৈঃ চঃ।

বল ভাই বল, হরি হরি বোল,
হরিদাস চায় ভিক্ষা।
(জগতের জনে জনে)
হরি না বলিল, বৃথা দিন গেল,
এ দাসে কর হে রক্ষা।"

হরিদাস ১৪৪৭ শকে ভাদ্র মাসের শুক্লা অনন্ত চতুর্দ্দশী দিবসে ৭৬ বৎসর বয়ক্রম-কালে দেহত্যাগ করেন।

এই যে হরিদাসের এত সৌভাগ্য, ইহা কি গুণে? হরিদাসের নাম জপ ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্ম ছিল না; নাম গানের জীবন্ত ফল, দেহত্যাগ কালেও দেখাইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত জীবন-ব্যাপী ঐ নামের মহিমা আমরা প্রত্যক্ষ করি। হরিদাসের জীবন আর হরিনাম—একতম—অভেদ—অখণ্ড।

হরিদাসের দেহত্যাগ মাত্র প্রভু বিহ্বল হইলেন। হরিদাসের পবিত্র তনু, প্রভু প্রেমভরে কোলে তুলিয়া লইলেন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। জনে জনে সে ভাব সঞ্চারিত হইল, জনে জনে আবেশভরে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে ভাব—সে নৃত্য—ভক্তবৎসলতার সে চিত্র, দেবতাগণ বোধ হয় বিমানে থাকিয়া অবশ্যই দর্শন করিয়াছিলেন ও বিমোহিত হইয়াছিলেন।

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে স্থির করিলেন। তখন হরিদাসকে বিমানে তুলিয়া সকলে সমুদ্রে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু সবার আগে ভুবনমোহন নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন; বক্রেশ্বরের নৃত্য হরিদাসের বিমানের পাছে পাছে হইতে লাগিল।

হরিদাসকে সমুদ্রে স্নান করান হইল। প্রভু বলিলেন—"সমুদ্রের ভাগ্য, আজ হইতে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।" প্রভুর আজ্ঞায়

তখন জনে জনে হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন। হরিদাসের অঙ্গে প্রসাদি চন্দন, বস্ত্র, ডোর, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি দেওয়া হইল। তৎপরে, সমুদ্র-তীরে সমাধি-গর্ত্ত খনন করা হইলে, তাহাতে হরিদাসের দেহ শওয়ান গেল। চতুর্দ্দিকে উন্মাদাবেশে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন, প্রভু "হরি বোল" "হরি বোল" বলিয়া স্বহস্তে স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে গর্ত্তে বালু দিলেন। হরিদাসের দেহ সমাহিত হইল।

সমাধির উপরে "পিণ্ডা" বাঁধান হইল, ও তাহার চারিদিক "মহা আবরণে" ঘেরিয়া দেওয়া গেল। হরিদাসের সে পবিত্র সমাধি অদ্যাবধি শ্রীক্ষেত্রে আছেন। সে পবিত্র সমাধিকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি।

তখনকার কার্য্য নিঃশেষ হইল, প্রভু কতকক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন; তৎপরে সমুদ্রস্নান করিয়া, ভক্তগণ লইয়া ভগ্ন মনে ফিরিয়া আসিলেন। সিংহদ্বারে আসিয়া আমার ভক্তবৎসল, অাঁচল পাতিয়া পশারীকে বলিতেছেন, "পশারি! হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের জন্য কিছু প্রসাদ ভিক্ষা দাও।"

স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র পর্য্যন্ত যাঁহার চরণ-রেণু ভিখারী, তিনি ভিক্ষা করিতে উপস্থিত, পশারী চাঙ্গড়া তুলিয়া উৎকৃষ্ট প্রসাদের সমস্ত অাঁচলে দিতে গেল। স্বরূপ গোস্বামী বিবেচনার সহিত পশারীকে নিষেধ করিলেন; ও চারিজন বৈষ্ণবকে সে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, কিছু কিছু দিতে পশারীগণকে কহিলেন।

ভিক্ষা-লব্ধ প্রসাদ ব্যতীত, কাশীমিশ্রের প্রেরিত বহু প্রসাদ আসিল, বাণীনাথ পট্যনায়কও প্রসাদ আনিলেন।

আজ প্রিয় ভক্তের বিয়োগোৎসব, প্রভু স্বয়ং আজ পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইলেন, কাহারও নিষেধ শুনিলেন না।

"মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ পরিবেশে॥"—চৈঃ চঃ।

ভোজন সমাপন হইলে প্রভু সবাকে মাল্য ও চন্দন দিলেন, এবং প্রেমাবেশে সবাকে হরিদাসের সম্বন্ধে বরদান করিলেন।

ভক্ত পাঠক! আপনি জানিয়া রাখিবেন, ভক্তের সম্মান করিতে, ভক্তের যে কোন কার্য্যে যোগ দিতে যিনি চতুর, প্রভুর ঐ বরলাভের তিনি আজও অধিকারী। সে বরটি সামান্য নহে, সে বরটি এই যে—"তোমা সবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিবে।"

তাহার পর হর্ষ-বিষাদে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া হরিদাসের সঙ্গসুখ দিয়াছিলেন, তিনি স্বতন্ত্র—সে সুখভঙ্গ করিলেন, হরিদাস যাইতে ইচ্ছা করিলেন—আমার শক্তি তাঁহাকে রাখিতে পারিল না।" তার পর বলিলেন—

"হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিলা প্রকাশ॥"

ইহারই নাম ভক্তবাৎসল্য!

উপসংহার—প্রায়শ্চিত্ত।

এক সময় দশরথ কৌশল্যাদেবীকে বলিয়াছিলেন—

"যদাচরতি কল্যাণি নরঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্।
সোঽবশ্যং ফলমাপ্নোতি তস্য কালক্রমাগতম্॥"

কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। কার্য্য কর, আশু বা বিলম্বেই হউক, এ জন্মে বা পরজন্মেই হউক, ফল এক দিন পাইতেই হইবে। বিবেকানুমোদিত শুভ কর্ম্ম কর, লাভ—শুভ ফল; পর-পীড়নাদি দুষ্কর্ম্ম কর,—অশুভ ফল পাইবেই।

কোন কোন সময়ে দৃশ্যতঃ বোধ হয়, কেহ বা নানাবিধ অন্যায় কর্ম্ম অবাধে করিতেছে, অথচ তাহার অশুভ ফল ফলিতেছে না। নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ এইরূপে প্রতারিত হয়। কিন্তু আমলী বীজ হইতে যখন আম্র বৃক্ষ জন্মে না, তখন অন্যায়ে উন্নতিফলাশা বাতুলতা মাত্র। তবে এমন হইতে পারে, যে ব্যক্তি অন্যায় করিয়াও উন্নতি (সাংসারিক) করিতেছে দেখা যায়, সে তাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুফল রাশিই ভোগ করিতেছে। আর ইহজন্ম-কৃত কর্ম্মের ফল তাহার সঞ্চিত থাকিতেছে, সময়ে তাহা ভোগ করিতে হইবে। হয়ত তাহার ইহজন্ম, পূর্ব্বকৃত সুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতেই সুখে চলিয়া যাইতে পারে।

আমরা প্রতি ক্ষুদ্র কর্ম্মেরও একটি ফল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্ম্মই তত্তৎ ফলে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। "কর্ম্ম-ফল" হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বত্র স্বীকৃত।

পর-পীড়ন বড় দোষ। সে পর-পীড়ন যদি সাধু ভক্তের উপর হয়, তবে আরও দোষণীয় হয়, তখন তাহা অপরাধ হইয়া দাঁড়ায়। ভক্ত-পীড়ন আর কিছু নহে, পরোক্ষে তাহা ভগবানেরই বিদ্রোহ।

দু'জনে যখন স্নেহ ভক্তি বা প্রীতিপাশ আবদ্ধ হয়, তখন এক জন অপরের আত্মপম হইয়া যায়। যদি কেহ ভগবানের সহিত প্রেম-পাশে আবদ্ধ হন, তবে তাঁহাতে আর ভগবানে প্রাণে প্রাণে একই হইয়া যান। তখন তাঁহার উপর অত্যাচার হইলে ভগবানের প্রাণেই বাজে, অতএব ভক্ত-পীড়নই ভগবানের বিদ্রোহ।

ইতিহাসে যবনগণের দেবতা-বিগ্রহ ভগ্ন করার কথা আছে, তাঁহার মূর্ত্তি ভগ্ন করিলে ভগবানের অঙ্গে কি বড় ব্যথা হয়? কিন্তু যখন যবনগণ ভক্ত-পীড়ন আরম্ভ করে, তখনই যথার্থ তাঁহার ব্যথা হইয়াছিল। শাস্ত্রে এ কথা লিখা আছে যে, ভক্ত-রক্ষার্থ ভগবান অবতীর্ণ পর্য্যন্ত হইতে পারেন। ভগবান "ভক্ত পক্ষপাতী।" বাস্তবিক তাহা পক্ষপাত নহে, তাহাই তাঁহার অভ্রান্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য-শৃঙ্খলা।

পর-পীড়ন মাত্রই দোষ, সাধু-পীড়ন আরও দোষ; তাহা মহা অপরাধ।

বনগ্রামের অধিপতি রামচন্দ্র খাঁনের কথা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে। রামচন্দ্র হরিদাসের প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ—যেরূপ অন্যায় আচরণ করে, তাহা বলা গিয়াছে। সেই অপরাধ-বীজ কালে ফলিয়াছিল।

মানব-দেহে যখন পাপ প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার সুকৃতি ক্রমশঃ

ধ্বংশ হইতে থাকে, সে উত্তরোত্তর পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং শীঘ্র অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে।

রামচন্দ্র সহজেই পাষণ্ড, হরিদাসের প্রতি অত্যাচার করায় অসুরত্ব প্রাপ্ত হইল; কাযেই ভক্ত-নিন্দা, নিরীহের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদি বিবিধরূপে পর-পীড়ন তাহার নিত্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের প্রতি কটু কথা ভিন্ন তাহার মুখে বাক্য আসিত না। *

বহুকাল পরে (মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের আট কি নয় বৎসর কাল পরে) কোন এক সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু, প্রেম প্রচারিতে যখন বাঙ্গালার নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি অতিথিরূপে রামচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন, ইচ্ছা করিয়াই উপস্থিত হইলেন। কেননা নিত্যানন্দ "সর্ব্বজ্ঞ," এবং প্রেম প্রচারের ন্যায় তাঁহার আর একটি কার্য্য ছিল, সেটি "পাষণ্ড-দলন।" †

নিত্যানন্দ একা নহেন, আনন্দময় একা থাকিতে পারেন না; সঙ্গে বহু পার্ষদ ভক্ত ও কীর্ত্তন সম্প্রদায়।

রামচন্দ্রের বাড়ী আসিয়া নিতাই চণ্ডীমণ্ডপে স্থান লইলেন, তাঁহার সঙ্গী লোক জনে প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। রামচন্দ্র সংবাদ

* "সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খাঁন।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান॥
দেব-ধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান।
বহু দিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥"—চৈঃ চঃ।

† "প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।"—চৈঃ চঃ।

শুনিলেন, শুনিয়া চাকর দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—অবজ্ঞায় নিজে আসিলেন না,—"আমার এখানে স্থান অল্প, এত লোক জনের স্থান হইবে না। গোয়ালার বাথানে যথেষ্ট স্থান আছে, সেখানে সুবিধা হইবে।"

স্থানের অভাব কিছু নহে, ফল কথা—রামচন্দ্র অবজ্ঞা করিয়া নিত্যানন্দের ব্রহ্মাবন্দিত অনুসঙ্গীবৃন্দকে 'গরু' বলিলেন।

নিত্যানন্দ ঘরের ভিতরে ছিলেন, ভৃত্যের বাক্যে বাহির হইয়া আসিলেন ও অট্ট অট্ট হাস্যে বলিলেন—"যথার্থ! যথার্থ! এ ঘরে থাকা আমার যোগ্য নহে। যবন গো-বধ করিবে, তাহারই যোগ্য বটে।" নিতাই তৎক্ষণাৎ চলিলেন, এমন কি সে গ্রামে পর্য্যন্ত থাকিলেন না।

নিত্যানন্দ "অক্রোধ পরমানন্দ," নিতাইয়ের ক্রোধ কোন কালে নাই। তিনি যে রামচন্দ্রের প্রতি এই সামান্য কারণে ক্রোধ করিয়া চলিয়া গেলেন, কারণ কি? নিতাই "সর্ব্বজ্ঞ।" —ভক্তদ্রোহীর ক্ষমা নাই।

সকল বিষয়েরই সীমা আছে। সীমা অতিক্রমেই বিপদ অবশ্যম্ভাবী। রামচন্দ্রের কার্য্যও সীমা পার হইয়াছিল। রামচন্দ্র সুবৃহৎ জমিদারী ভোগ করিতেন, রাজকর যথানিয়মে দিতেন না।

এই উপলক্ষে হুসেন সাহা রামচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কর আদায়ের জন্য কয়েকটী সৈন্যসহ এক "ম্লেচ্ছ উজিরকে" পাঠাইয়া দিলেন।

রাজকর্ম্মচারী রামচন্দ্রের বাড়ী আসিয়া সেই দুর্গামণ্ডপেই বাসা করিয়া রহিলেন; তিন দিন রহিলেন, তিন দিনই গোবধাদি করিয়া সেই গৃহে ভোজনাদি করিলেন। রামচন্দ্র টাকা দিতে

পারিলেন না, সপরিবারে তিনি জাতিচ্যুত ও বন্দী হইয়া উজিরের সহিত বিচার-ফল ভোগের জন্য রাজধানী চলিলেন।

উজিরের সৈন্যগণ সেই গ্রাম লুটপাট করিয়া লইল, গ্রামবাসীগণ ভীত হইয়া, সেই গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল। গ্রাম বহুদিনের জন্য "উজাড়" হইল। যথা—

"জাতি ধন জন খাঁনের সকল যাইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥
মহান্তের অপমান যেই দেশ গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥"—চৈঃ চঃ।

এইরূপে ভক্ত বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত হইল। মহদতিক্রমের ফল অতি ভয়ানক। শাস্ত্র বলেন—

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্ম লোকানাশীষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

মহদতিক্রমের ফল কি, তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত রামচন্দ্র। হরিদাসের প্রতি অত্যাচারের ফল এইরূপে তিনি প্রাপ্ত হন।





শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত সম্বন্ধে

সম্পাদকবর্গের অভিপ্রায়।

১। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"দাস গোস্বামী সম্বন্ধে শ্রীল অচ্যুতচরণ যত ঘটনা লিখিয়াছেন, সমুদয় দর্শকগণের বিবরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে।" "মধুকরের ন্যায় তিনি, দাস গোস্বামী সম্বন্ধে যেখানে যাহা পাইয়াছেন, তাহা তল্লাস করিয়া তাঁহার অপরূপ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।" "অনুরোধ করি, সকলে এক এক খণ্ড ক্রয় করিবেন।" ইত্যাদি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা—৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

২। "এই পুস্তক পাঠ করিয়া, অচ্যুত বাবুর লিপিচাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই জীবনীতে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় আছে; অচ্যুত বাবুর ঐতিহাসিক গবেষণা প্রশংসার্হ। তিনি স্বয়ং ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ণয় করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই আদর্শে সকল জীবনী লিখিত হইলে, বঙ্গ সাহিত্যের যথার্থ অঙ্গপুষ্টি হইবে সন্দেহ নাই।"

সময়—১২ ভাগ, ৩৩শ সংখ্যা।

৩। "এরূপ পুস্তকের যত প্রচার হয়, ততই মঙ্গল। গ্রন্থকারের রচনা প্রাঞ্জল, রুচি বিশুদ্ধ, ও উদ্যম প্রশংসনীয়।"

হিতবাদী—৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

৪। "এই গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে।" "লেখক মহাশয় শুদ্ধ বৈষ্ণব, সুলেখক, ও সংগ্রহক্ষম।" "ভক্তের লেখনী হইতে যে বৈষ্ণব গ্রন্থ বাহির হয়, তাহার স্বাভাবিক মাধুর্য্য ভক্তগণের আকর্ষক।" "গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ের ধনস্বরূপ হইয়াছে।"

সজ্জনতোষনী—৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

৫। "রঘুনাথ দাসের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় অতি সুন্দর ভাবে সহজ ভাষায় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানি পড়িয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি।"

সমীরণ—২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

৬। "এ জীবন-চরিত পড়িলে পাঠকের জীবন পবিত্র হয়।" "লেখকের লিপি-নৈপুণ্য গুণে পুস্তকখানি পরিপাটি হইয়াছে।"

ধর্ম্ম-প্রচারক—১৭শ ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

৭। "একে গোস্বামীপাদের অলৌকিক জীবন-চরিত, তাহাতে আবার গ্রন্থ-কর্ত্তা তাহা সরল ভাষাতে সুকৌশলে লিপিবদ্ধ করা হেতু অত্যন্ত সুমধুর হইয়াছে। গ্রন্থের অংশাদি বিভাগ ভাল হইয়াছে।"

শ্রীহট্টবাসী—২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

৮। "সাধু-চরিত সর্ব্বদেশেই আদরণীয়—অচ্যুত বাবুকে ধন্যবাদ।"

বঙ্গনিবাসী—৪র্থ ভাগ, ৩৫ সংখ্যা।

৯। "দাস গোস্বামীর জীবন বৈরাগ্যের ও ধর্ম্মের ব্যাকুলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেখক বৈষ্ণব ভাব হইতে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভাষা বেশ হইয়াছে।"

দাসী—৪র্থ ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

১০। "রঘুনাথের চরিত যেমন মধুর, অচ্যুত বাবুর ভাষাও তেমনি সরল ও হৃদয় গ্রাহী।" "পাঠকগণ অবশ্যই তৎপাঠে সুখ পাইবেন।"

বৈষ্ণব পত্রিকা—৪৪।৪৫ সংখ্যা।

১১। বিশ্বকোষ সম্পাদক লিখিয়াছেন—

"রঘুনাথের জীবনী পাঠে মহা প্রীতি লাভ করিলাম, সাধু-চরিত্র চিত্রিত করিতে আপনি বিশেষ পারদর্শী।"

শ্রীমৎ গোপালভট্ট গোস্বামীর জীবন-চরিত সম্বন্ধে

অভিপ্রায়।

১। "বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পুস্তক আদৃত হইবার সম্ভাবনা, কারণ ইহার আদ্যন্তে ভক্তি ও প্রেমের অনেক প্রসঙ্গ আছে। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও ভক্তির উত্তেজক।"

সময়—১৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

২। বৈষ্ণব সাহিত্য লেখক শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহোদয় ঢাকা—উথলী হইতে লিখিয়াছেন—

"ভট্ট গোস্বামীর জীবন-রচিত পাঠ করিয়া যে কত দূর বিমলা-

নন্দ উপভোগ করিয়াছি, তাহা লেখনী-মুখে প্রকাশ করা অসম্ভব। এরূপ গ্রন্থ যত প্রকাশ হয়, ততই মঙ্গল।"

৩। "শ্রীযুক্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশের এবং বৈষ্ণববৃন্দের অনেক উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। একে ভক্ত-জীবন-চরিত, তাহাতে আবার প্রাঞ্জল ভাষাতে লিখিত হওয়াতে তাহা মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। ভাব-সঙ্কলন ও লিপি-চাতুর্য্যে অচ্যুত বাবুর প্রণীত এই গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অচ্যুত বাবু ইতিপূর্ব্বে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়া সাধারণের মঙ্গল সংসাধন করিয়াছেন। ভরসা করি, তিনি ক্রমশঃ অন্যান্য গোস্বামী ও ভক্তবৃন্দের চরিত প্রকাশ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।" * * "যাঁহার সাহায্যে অচ্যুত বাবু এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যয়ই হইয়াছে।"

শ্রীহট্টবাসী—৩য় খণ্ড, ১৯শ সংখ্যা।

৪। "শ্রীচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, প্রভৃতি গ্রন্থ দৃষ্টে এই গ্রন্থ রচিত। রচনা ভালই হইয়াছে; এই প্রণালীতে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের জীবন চরিত সংগ্রহ করিলে বৈষ্ণবগণ আনন্দ লাভ করিবেন।" * * "অচ্যুত বাবু এক জন বিজ্ঞ লোক। তিনি অন্যান্য মহাজনগণের চরিত সংগ্রহ করিলে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করি।"

সজ্জনতোষিণী—৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।